এলজিইডির

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

এলজিইডির

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

প্রকাশকাল

৩০ আশ্বিন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
১৫ অক্টোবর ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

প্রধান উপদেষ্টা

মোঃ খলিলুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
এলজিইডি ।

গবেষণা, তথ্য বিশ্লেষণ ও সম্পাদনা

মোঃ আহসান হাবিব
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (আইসিটি ও প্রকিউরমেন্ট)
এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা ।

সমন্বয়ক

মোঃ আবদুল ওয়াদুদ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পিএমই)
এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা ।

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

মোঃ আহসান হাবিব

প্রচ্ছদ অংকন

ইফতেখার উদ্দিন কাওসার

কম্পিউটার কম্পোজ

মোঃ খালেকুজ্জামান শামীম

গ্রাফিক্স ডিজাইন

মোঃ ফয়সাল ভুইয়া
ক্রাফটসম্যান কর্পোরেশন
craftsmanletter@gmail.com
৫৪, ফকিরাপুল, ঢাকা ১০০০

এলজিইডির মিডিয়া ও পাবলিকেশন সেন্টারের সহায়তায় প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইউনিট কর্তৃক প্রকাশিত ।

“গ্রামের দিকে নজর দিতে হবে। কেননা গ্রামই সব উন্নয়নের মূলকেন্দ্র। গ্রামের উন্নয়ন আর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি যখন বেগবান হবে তখন গোটা বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে সম্মুখে।”

১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহে প্রদত্ত ভাষণে
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

“দশ বছরের আগে যে বালক-বালিকাটি
হারিকেন বা কুপির আলোয় পড়াশোনা করতো
গ্রামে পাকা রাস্তা দেখেনি
তরুণ বয়সে সে এখন বৈদ্যুতিক বাতির আলোয় পড়াশোনা করছে
মোটরযানে যাতায়াত করার সুযোগ পাচ্ছে।”

২৫ জানুয়ারি ২০১৯
জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় মন্ত্রণালয়

বাণী

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) ২০১৮-১৯ অর্থবছরের কর্মকাণ্ডের ওপর 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯' প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। এলজিইডির এই উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে প্রতিষ্ঠানটি সূচনালগ্ন থেকে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যেসকল কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, তার একটি বিরাট অংশ বাস্তবায়নে এলজিইডি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে যে অগ্রগতি অর্জন করেছে তা বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বিশ্ব দরবারে পরিচিতি লাভ করেছে। এবারে আমাদের সামনে রয়েছে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এসডিজি ও রূপকল্প ২০২১; যার মাধ্যমে একুশ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত করার এক সাহসী প্রত্যয়। সে অভিযাত্রায় এলজিইডি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

পল্লী ও নগর অঞ্চলের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডি তার সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে। শুধুমাত্র অবকাঠামো উন্নয়নই নয়, সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি ও জেন্ডার সমতা অর্জনে এলজিইডি নিবিড়ভাবে নিয়োজিত রয়েছে। গ্রামীণ দুস্থ নারীদের জন্য কর্মসংস্থান ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস এবং নারীর ক্ষমতায়নে রাখছে অনন্য ভূমিকা। ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতেও রয়েছে এলজিইডির অবদান। বাংলাদেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। মৎস্য ও সবজি উৎপাদনেও বিশ্বের অন্যান্য দেশের মধ্যে ওপরের সারিতে রয়েছে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এলজিইডির ধারাবাহিক সাফল্য আমাকে অভিভূত করে। প্রতিবছর এই অধিদপ্তরের বাস্তবায়ন অগ্রগতিও শতভাগের কাছাকাছি, যেমন ২০১৪-১৫ অর্থবছরে শতকরা ৯৯.২০ ভাগ, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৯৯.৪০ ভাগ, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৯৮.৫৯ ভাগ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৯৯.৬০ ভাগ, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৯৯.৩৬ ভাগ, যা বহুমাত্রিক এই প্রকৌশল প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা প্রমাণ করে।

আমি এলজিইডির 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

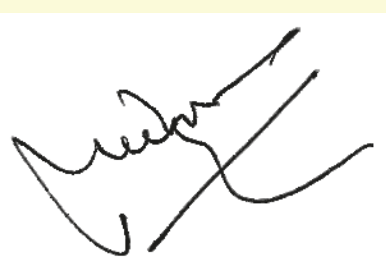

মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বাণী

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে জানতে পেরে আমি আনন্দিত হয়েছি । তাদের এই অর্জনের জন্য এলজিইডির সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ।

গ্রামবাংলার উন্নয়নে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তা বাস্তবায়নে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে চলেছেন । উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমাদের সকলকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে ।

গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং হাট-বাজার উন্নত হওয়ায় গ্রামীণ অর্থনীতিতে এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন, বদলে যাচ্ছে গ্রামীণ জীবনমান । বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য গ্রাম ও নগরের মধ্যে বৈষম্য কমিয়ে আনা । এলজিইডি গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি দেশব্যাপী নগর উন্নয়নেও গুরুত্ব দিয়ে থাকে ।

বাংলাদেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি দেশ । দেশের কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বাড়াতে এলজিইডির ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের রয়েছে ব্যাপক অবদান । ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ অবকাঠামোর সাহায্যে যে সেচকার্য পরিচালিত হয়, তা মূলত ভূ-উপরিভাগের পানি ব্যবহার করে । এতে ভূ-গর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভরশীলতা অনেকাংশে কমে আসছে, যা পরিবেশ সুরক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।

বলা বাহুল্য, এলজিইডি এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যা বাংলাদেশের পল্লি, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র অবকাঠামোগত উন্নয়নেই নয় দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে । এলজিইডির বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকার কারণে তা স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে করে তুলছে স্বাবলম্বী, দেশের দারিদ্র্যমুক্তি ত্বরান্বিত করছে । শুধু তাই নয়, পরিবেশগত উন্নয়ন কার্যক্রম যেমন- বৃক্ষরোপণ এবং কৃষি ও মৎস্য উৎপাদনেও এলজিইডির ভূমিকা সাফল্যের দাবিদার । সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে পুরুষের পাশাপাশি নারী সমাজকে উন্নয়নমূলক কাজে সম্পৃক্ত করে তাদের জীবনমান পরিবর্তনে এলজিইডি অভাবনীয় দৃষ্টান্ত দেখিয়ে আসছে ।

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ হাটবাজারে পণ্য বিপণনের সুযোগ সহজতর করা, পানি সম্পদ অবকাঠামো নির্মাণ করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, দুর্যোগকালীন জানমাল রক্ষায় বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের মত কার্যক্রম দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে ভূমিকা রাখছে । এছাড়াও এলজিইডি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিভিন্ন সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে আসছে ।

এলজিইডি তার কার্যক্রম পরিচালনায় গুণগত মান বজায় রাখতে সর্বদাই সচেষ্ট থাকে । প্রতিষ্ঠানটির রয়েছে দেশব্যাপী মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি, যার মাধ্যমে নির্মাণ সামগ্রীর মান নিশ্চিত করা হয় । এছাড়া নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কর্মীবাহিনী গড়ে তুলতেও এলজিইডি সচেষ্ট ।

একটি সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদনে যেমন সেই প্রতিষ্ঠানের সালওয়ারী কার্যক্রমের বহিঃপ্রকাশ ঘটে তেমনই ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণেও সহায়ক ভূমিকা পালন করে । আমি আশা করি এই বার্ষিক প্রতিবেদনে যে সব সাফল্য তুলে ধরা হয়েছে তা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে । বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা ।

হেলালুদ্দীন আহমদ

অবতরণিকা

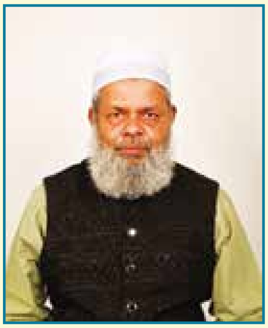

এলজিইডি একটি বহুমাত্রিক প্রকৌশল প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলীগণ দেশব্যাপী অবকাঠামো উন্নয়নে একাধিক সেক্টরে কাজ করে থাকে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এর কার্যক্রম মূলত তিনটি খাতে বিস্তৃত। এগুলো হচ্ছে– পল্লি, নগর এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন। এছাড়াও এই প্রতিষ্ঠানটি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, পরিবেশ ও বন, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ের জনসাধারণ ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে এলজিইডি একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এলজিইডি অগ্রগামী। পরিকল্পনা প্রণয়নে জিআইএস প্রযুক্তির ব্যবহার, ক্রয়ের ক্ষেত্রে ইজিপি পদ্ধতি অনুসরণ, ইন্টারনেট ও মোবাইল এসএমএসভিত্তিক যোগাযোগ, মোবাইল অ্যাপভিত্তিক মনিটরিং ব্যবস্থার প্রবর্তন এলজিইডির কার্যক্রমকে করেছে স্বচ্ছ ও গতিশীল।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাঙ্খিত সোনার বাংলা গড়তে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রূপকল্প ২০২১ ও জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে এলজিইডি দক্ষতা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। এটি আমাদের সবার জন্য আনন্দের বিষয় যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বর্তমানে আমাদের মাথাপিছু গড় আয় বেড়ে ১৯শ ৯ ডলারে উন্নীত হয়েছে এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী ২০১৮ সালে মোট দেশজ উৎপাদন- জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার শতকরা ৭.৮৬। অপর দিকে একই সময়ে গড় আয়ু ৭২.০ বছরে উন্নীত হয়েছে। দারিদ্র্যের হার ২১.৮০ শতাংশে নেমে এসেছে। দেশের এই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এলজিইডি সম্পৃক্ত থাকতে পেরে গর্বিত।

প্রতিবছর এই প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি শতভাগের কাছাকাছি থাকে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এই হার শতকরা ৯৯.৩৬ ভাগ। সরকারের রাজস্ব বাজেটের ক্ষেত্রে সাফল্য প্রতিবছরই শতভাগ অর্জিত হয়ে থাকে।

এলজিইডি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সর্বদাই সচেষ্ট রয়েছে। সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড যেমন ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত দেশের কাতারে শামিল করা, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিভিন্ন অভিযোজন, জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এসডিজি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং খাদ্য ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মত বিষয়গুলো নিয়েও এলজিইডি কাজ করছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বড় বড় সেতু নির্মাণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি নিজেদের সক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছে। যে কারণে এলজিইডি দক্ষ, কার্যকর ও গতিময় আধুনিক সৃষ্টিশীল চিন্তা সম্পন্ন একটি সরকারি সংস্থা হিসেবে দেশে বিদেশে ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছে।

বাস্তবায়ন সক্ষমতায় ক্রমাগত সাফল্যের কারণে প্রতিবছরই সরকার এলজিইডির অনুকূলে বরাদ্দ বৃদ্ধি করছে। এলজিইডির ওপর সরকারের এই আস্থার প্রতি আমরাও অঙ্গিকারবদ্ধ। আমাদের প্রত্যয় ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কাজ করা। এলজিইডি ২০০৩-০৪ অর্থবছর থেকে প্রতিবছর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে। সেই ধারাবাহিকতায় এবারও ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হলো। এই বার্ষিক প্রতিবেদনে রয়েছে আমাদের ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাফল্যচিত্র। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

মোঃ খলিলুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

সূচিপত্র

অধ্যায়-১

প্রসঙ্গ এলজিইডি

এলজিইডি সম্পর্কিত	০২
অভিলক্ষ্য	০২
রূপকল্প	০২
অধিক্ষেত্র	০৩
দায়িত্ব	০৩
সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল	০৪
বিভাগীয় ও আঞ্চলিক দপ্তরের আওতাধীন এলাকা	০৫
এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক কার্যক্রম	০৬
পল্লি উন্নয়ন সেক্টর	০৬
নগর উন্নয়ন সেক্টর	০৭
পানি সম্পদ সেক্টর	০৮
ফিরে দেখা : লালমাটিয়া থেকে আগারগাঁও	০৯

অধ্যায়-২

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা

জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এলজিইডির সম্পৃক্ততা	১২
রূপকল্প ২০২১	১২
সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০)	১২
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)	১৩
ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০	১৩

অধ্যায়-৩

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০১৮-২০১৯	১৬
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৮-২০১৯	১৬
২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়ন	১৭
২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়নে অর্জিত ভৌত অগ্রগতি	১৭
২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প বাস্তবায়ন	১৮
বিগত ১০ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা	১৯
নতুন প্রকল্প	১৯

অধ্যায়-৪

২০১৮-২০১৯ অর্থবছর: ভৌত অর্জন

গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন	২২
সড়ক উন্নয়ন	২২
সেতু/কালভার্ট নির্মাণ	২৩
সড়ক, সেতু ও কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ	২৩
গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজার উন্নয়ন	২৩
ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ	২৪
উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ/সম্প্রসারণ	২৪
সামাজিক অবকাঠামো	২৪
বহুমুখী সাইক্লোন শেল্টার	২৫
বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা	২৫
ল্যান্ডিংঘাট নির্মাণ	২৫

অধ্যায়-৪

২০১৮-২০১৯ অর্থবছর: ভৌত অর্জন

নগর উন্নয়ন	২৬
নগর অবকাঠামো উন্নয়ন	২৬
সড়ক উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ফুটপাত নির্মাণ	২৬
ড্রেন	২৬
বাস ও ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ	২৭
কিচেন মার্কেট	২৭
কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	২৭
পাবলিক টয়লেট/কমিউনিটি ল্যাট্রিন	২৮
পার্ক ও বিনোদন কেন্দ্র	২৮
পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন	২৮
পরিচ্ছন্নকর্মী নিবাস	২৮
সড়কবাতি	২৯
সেতু/কালভার্ট	২৯
কমিউনিটি সেন্টার	২৯
সাইক্লোন শেল্টার	২৯
পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন	৩০
টাউন লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি	৩০
ওয়ার্ড কমিটি	৩০
আয়কর ব্যবস্থাপনা	৩০
দক্ষতা উন্নয়ন	৩০
পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন	৩১
বাঁধ নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ	৩১
খাল/পুকুর খনন ও পুনর্খনন	৩১
রেগুলেটর নির্মাণ	৩২
আত্মকর্মসংস্থানে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	৩২
ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উপ-প্রকল্প সম্প্রসারণ ও সংস্কার	৩২
এলজিইডির ১০ বছরের অর্জন: একটি পর্যালোচনা	৩৩

অধ্যায়-৫

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধন

শুভ উদ্বোধন	৩৬
গঙ্গাচড়া শেখ হাসিনা সেতু	৩৭
Y আকৃতির শেখ হাসিনা তিতাস সেতু	৩৭
২টি পরিচ্ছন্নকর্মী নিবাস	৩৮
১০টি নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র	৩৯
৬টি নগর মাতৃসদন	৩৯
৯টি উপজেলা পরিষদ সম্প্রসারিত প্রশাসনিক ভবন	৪০
৭টি সেতু ও ১টি জেটি	৪১
দিনাজপুর জেলায় ঢেঁপা নদীর ওপর নির্মিত সেতু	৪১
গাজীপুর জেলায় শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর নির্মিত সেতু	৪১
জামালপুর জেলায় ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর শহিদ লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল সেতু	৪২
জামালপুরে ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর শহিদ মে.জে. খালেদ মোশাররফ বীর উত্তম সেতু	৪২
টাঙ্গাইল জেলায় ধলেশ্বরী নদীর ওপর নির্মিত দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা সেতু	৪৩
নড়াইল জেলায় চিত্রা নদীর ওপর নির্মিত শেখ রাসেল সেতু	৪৩
মাদারীপুর জেলায় আড়িয়াল খাঁ নদীর ওপর নির্মিত শেখ লুৎফর রহমান সেতু	৪৪
কক্সবাজারের টেকনাফ এ টেকনাফ-মায়ানমার ট্রানজিট ঘাটে নির্মিত জেটি	৪৪
নরসিংদী জেলায় মেঘনা নদীর ওপর নির্মিত শেখ হাসিনা সেতু	৪৫

অধ্যায়-০৬

ইউনিটভিত্তিক কার্যক্রম

প্রশাসনিক ইউনিট	৪৮
পরিকল্পনা ইউনিট	৪৯
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ইউনিট	৫১
আইসিটি ইউনিট	৫৪
সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও সড়ক সুরক্ষা ইউনিট	৫৯
প্রকিউরমেন্ট ইউনিট	৬৩
প্রশিক্ষণ ইউনিট	৬৫
ডিজাইন ইউনিট	৬৭
মাননিয়ন্ত্রণ ইউনিট	৭০
নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট	৭২
সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট	৭৫

অধ্যায়-০৭

অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নে এলজিইডির সম্পৃক্ততা

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৭৮
প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো	৭৮
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৭৯
উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন	৭৯
বীর নিবাস	৭৯
মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ	৮০
ভূমি মন্ত্রণালয়	৮০
শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস	৮০
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	৮০
বাপার্ড	৮০
কৃষি মন্ত্রণালয়	৮১
বারটান	৮১
ইউনিয়ন কৃষক সেবাকেন্দ্র	৮১
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি	৮১
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৮২
জয়িতা	৮২
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	৮২
ডায়াবেটিস হাসপাতাল	৮২
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৮৩
শিল্পকলা একাডেমির মুক্তমঞ্চ ও প্রশিক্ষণ ভবন	৮৩

অধ্যায়-০৮

এলজিইডির বিশেষ কার্যক্রম

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য কার্যক্রম	৮৬
পার্বত্য অঞ্চল	৮৬
বরেন্দ্র অঞ্চল	৮৭
হাওর অঞ্চল	৮৮
অবকাঠামো উন্নয়ন	৮৮
ক্লাইমেট অ্যাডাপ্টেশন এন্ড লাইভলিহুড প্রোটেকশন (ক্যালিপ)	৮৮
জলমহাল ব্যবস্থাপনা	৮৮
মাটির কিল্লা	৮৯
ডুবো সড়ক	৯০
নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন	৯১
চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল	৯২
দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি	৯২
বিলুপ্ত ছিটমহল উন্নয়ন	৯৩

অধ্যায়-০৯

এলজিইডির জেন্ডার উন্নয়ন কার্যক্রম

এলজিইডির জেন্ডার উন্নয়ন কার্যক্রম	৯৬
জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম	৯৭
জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা	৯৭
দিবাযত্ন কেন্দ্র	৯৮
আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন	৯৮
জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রমের আলোকচিত্র প্রদর্শনী	৯৯
সম্মাননাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী	১০০
পল্লি উন্নয়ন সেক্টর	১০০
নগর উন্নয়ন সেক্টর	১০১
পানি উন্নয়ন সেক্টর	১০২
সম্মাননাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী ২০১০-২০১৯	১০৩

অধ্যায়-১০

এলজিইডির গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম

ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার (ক্রিলিক)	১০৬
ট্রান্সফর্মিং দ্য পাবলিক সেক্টর উইথ মোটিভেশন এন্ড ইনিশিয়েটিভ শীর্ষক গবেষণা	১০৬
সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে কার্যকর মোবাইল মেইনটেন্যান্স পদ্ধতি নির্ধারণে গবেষণা	১০৭
ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্ট প্রোগ্রাম (এনআরপি)	১০৭

অধ্যায়-১১

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ও পরিবেশবান্ধব সামগ্রী ব্যবহার

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন	১১০
সড়কের পার্শ্বঢাল সুরক্ষায় বিন্না ঘাস	১১০
পরিবেশবান্ধব ইউনিব্লক	১১১

অধ্যায়-১২

উদ্ভাবন

উদ্ভাবন	১১৪
উদ্ভাবনী দলের কার্যপরিধি	১১৪
উদ্ভাবনী কার্যক্রম	১১৪
এফআইএমএস	১১৪
জিআইএস পোর্টাল	১১৫
আইডিআইএস	১২০
জিআরআইএস	১২১
অন্যান্য কার্যক্রম	১২১

অধ্যায়-১৩

সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে এলজিইডি

'আমার গ্রাম-আমার শহর': প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ	১২৪
উপজেলাভিত্তিক মাস্টারপ্ল্যান	১২৫
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন	১২৫

অধ্যায়-১৪

উন্নয়ন সহযোগী ও এলজিইডি

উন্নয়ন সহযোগী ও এলজিইডি	১২৮
মিশন	১২৮
বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প: বিশ্বব্যাংক মিশন	১২৮
ইউজিআইআইপি-৩: এডিবির প্রকল্প রিভিউ মিশন	১২৯
আরটিআইপি-২: বিশ্বব্যাংক মিশন	১২৯

অধ্যায়-১৫

এলজিইডির উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা

নিউজলেটার	১৩২
বার্ষিক প্রতিবেদন	১৩৩
অন্যান্য প্রকাশনা	১৩৩
মিডিয়া ও পাবলিকেশন সেন্টার	১৩৪

অধ্যায়-১৬

বিবিধ

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন	১৩৬
জাতীয় শোক দিবস ২০১৮	১৩৬
মহান বিজয় দিবস ২০১৮	১৩৬
আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯	১৩৭
জাতির পিতার জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন	১৩৭
মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৯	১৩৭
বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ	১৩৮
পরিবেশ ও বৃক্ষমেলা ২০১৮ এবং ২০১৯	১৩৮
উন্নয়ন মেলা ২০১৮	১৩৮
বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের এলজিইডিতে আগমন	১৩৯
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি	১৩৯
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী শ. ম. রেজাউল করিম এমপি	১৩৯
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন এমপি	১৪০
স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব এস এম গোলাম ফারুক	১৪০
স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ	১৪১
অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ	১৪১
স্বীকৃতি অর্জন	১৪২
এলজিইডির ৩টি প্রকল্পের পুরস্কার লাভ	১৪২

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ক - ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পের তালিকা

পরিশিষ্ট খ - ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা

পরিশিষ্ট গ - ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পের তালিকা

পরিশিষ্ট ঘ - ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অনুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা

পরিশিষ্ট ঙ - বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরিতে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন

পরিশিষ্ট চ - কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

অধ্যায়-১

প্রসঙ্গ এলজিইডি

এলজিইডি সম্পর্কিত
- অভিলক্ষ্য
- রূপকল্প
- অধিক্ষেত্র
- দায়িত্ব

সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

বিভাগীয় ও আঞ্চলিক দপ্তরের আওতাধীন এলাকা

এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক কার্যক্রম
- পল্লি উন্নয়ন সেক্টর
- নগর উন্নয়ন সেক্টর
- পানি সম্পদ সেক্টর

ফিরে দেখা

এলজিইডি সম্পর্কিত

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) দেশব্যাপী পল্লি অবকাঠামো উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সরকারি সংস্থা। এলজিইডি স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশে কৃষি ও অকৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আর্থসামাজিক উন্নয়ন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসসহ পল্লি ও নগর উন্নয়নে শক্তিশালী ভিত নির্মাণ করছে। বাংলাদেশে গ্রামীণ যোগাযোগ নেটওয়ার্ক ও অবকাঠামো উন্নয়নের অন্যতম রূপকার এলজিইডি।

দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের ব্রত নিয়ে গত শতাব্দির ষাটের দশকে পল্লি পূর্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে মূলত এলজিইডির যাত্রা শুরু। কুমিল্লা মডেলের অন্তর্গত পল্লিপূর্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন ছিল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের মূলভিত্তি। পরবর্তীতে সত্তরের দশকে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের আওতায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য একটি সেল গঠন করা হয়, যা ১৯৮২ সালে উন্নয়ন বাজেটের আওতায় ওয়ার্কস প্রোগ্রাম উইং- এ রূপান্তরিত হয়। ১৯৮৪ সালের অক্টোবরে ওয়ার্কস প্রোগ্রাম উইং রাজস্ব বাজেটের আওতায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো (এলজিইবি) রূপে পুনর্গঠিত হয়। ১৯৯২ সালের আগস্ট মাসে এলজিইবিকে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) নামকরণ করে সরকারের একটি পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তর হিসেবে উন্নীত করা হয়। এলজিইডি মূলত পল্লি, নগর ও পানি সম্পদ সেক্টরে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। স্থানীয় পর্যায়ে অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডি আজ বিশ্বস্বীকৃত একটি সংস্থায় পরিণত হয়েছে।

চিত্র-১.১: এলজিইডির ক্রমবিকাশ

অভিলক্ষ্য

কৃষি ও অকৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনা; কর্মসংস্থান সৃষ্টি; আর্থসামাজিক উন্নয়ন; স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ; দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে ইতিবাচক পরিবর্তনে প্রভাবক হিসেবে কাজ করা এলজিইডির অভিলক্ষ্য।

রূপকল্প

এলজিইডি পেশাগতভাবে যোগ্য, দক্ষ এবং কার্যকর সরকারি সংস্থা হিসেবে নিম্নবর্ণিত আন্তঃসম্পর্কিত পরিপূরক কার্যক্রম সম্পাদনে অবদান রাখবে:

- পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষার বিষয়সমূহকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে উন্নয়নের সকল পর্যায়ে স্থানীয় সরকার এবং স্থানীয় উপকারভোগীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে পরিবহন, বাজার এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ বিষয়ক অবকাঠামোসমূহের উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা; এবং
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করতে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি সহায়তা এবং স্থানীয় উপকারভোগী ও কমিউনিটিকে সহযোগিতা প্রদান।

অধিক্ষেত্র

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগের একটি প্রকৌশল সংস্থা হিসেবে এলজিইডি বাংলাদেশের গ্রামীণ ও নগর জনপদের বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। একই সঙ্গে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে কারিগরি সহায়তা দেওয়া এলজিইডির কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

নিজস্ব কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি জনপ্রতিনিধি ও উন্নয়ন অংশীজনদের দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ এলজিইডির কর্মপরিধির উল্লেখযোগ্য দিক।

চিত্র-১.২: এলজিইডির প্রধান কার্যক্রম

দায়িত্ব

এলজিইডি দেশব্যাপী পল্লি, নগর ও পানি সম্পদ সেক্টর উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি প্রকৌশল সংস্থা। একই সঙ্গে এলজিইডি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও কারিগরি সহায়তা প্রদান, উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ও ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সংস্থার কার্যক্রম বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তা দিয়ে আসছে। নিচে এলজিইডির সুনির্দিষ্ট দায়িত্বাবলী উল্লেখ করা হলো:

- পল্লি/নগর/পানি সম্পদ সেক্টরের আওতাধীন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ
- পল্লি/নগর/পানি সম্পদ সেক্টরের আওতাধীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ
- প্রাথমিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, সাইক্লোন শেল্টার ও কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ
- উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ও ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে (জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা) কারিগরি সহায়তা দেওয়া
- অন্যান্য মন্ত্রণালয়/সংস্থাকে কারিগরি সহায়তা দেওয়া
- মানবসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে এলজিইডি এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা উন্নয়ন
- উপজেলা/ইউনিয়ন/পৌরসভা পরিকল্পনা বই, ম্যাপ, ডিজাইন ম্যানুয়াল, রেট সিডিউল এবং কারিগরি বিনির্দেশ তৈরি ও হালনাগাদ করা।

সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

এলজিইডি দেশের অন্যতম বৃহৎ বিকেন্দ্রীকৃত সরকারি প্রকৌশল সংস্থা, যার প্রায় ৯৮ শতাংশ জনবল মাঠপর্যায়ে কাজ করে। ২০১৮ সালের ২৭ ডিসেম্বর অনুমোদিত সর্বশেষ সাংগঠনিক কাঠামো অনুসারে এই সংস্থায় সর্বমোট জনবল সংখ্যা ১৩,৩৯৪; এরমধ্যে প্রথম শ্রেণির পদের সংখ্যা ১,৬৭২; দ্বিতীয় শ্রেণির ২,২৮৯ এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদের সংখ্যা যথাক্রমে ৭,৩৮৪ ও ২,০৪৯।

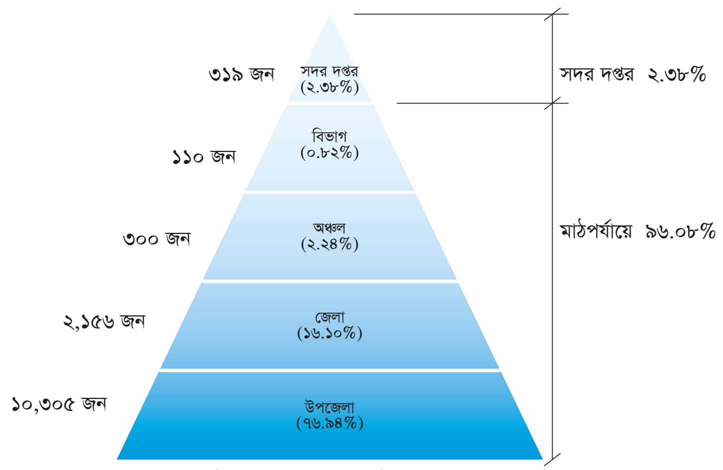

চিত্র-১.৩: জনবলের বিভাজন

ঢাকার আগারগাঁও এ এলজিইডি সদর দপ্তর অবস্থিত। এছাড়াও দেশের ৮টি বিভাগে রয়েছে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়। এলজিইডির কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, উন্নয়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, সঠিক মাননিয়ন্ত্রণ ও আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সারা দেশকে ২০টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি অঞ্চলে রয়েছেন একজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী। মাঠপর্যায়ের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দপ্তরের জনবল যথাক্রমে ১৪ ও ১৫।

এলজিইডির মূল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে। দেশের প্রতিটি জেলায় রয়েছে ৩২-৩৪ জনবল বিশিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় এবং প্রতিটি উপজেলায় রয়েছে ২১ জনবল বিশিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়। এলজিইডি সদর দপ্তরে একজন প্রধান প্রকৌশলীর অধীনে ৭ জন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এবং ১৪ জন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী রয়েছেন।

চিত্র-১.৩ থেকে দেখা যায়, এলজিইডির ১০,৩০৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ রয়েছে উপজেলা পর্যায়ে; যা মোট জনবলের শতকরা ৭৬.৯৪ ভাগ। মাঠপর্যায়ের জনবল শতকরা ৯৬.০৮ ভাগ। সদর দপ্তরের জনবলের সংখ্যা ৩১৯ জন; যা মোট জনবলের মাত্র ২.৩৮ শতাংশ।

এলজিইডির সাংগঠনিক কাঠামোতে ২০৪টি (১.৫২%) ডেপুটেশন-রিজার্ভ পদ রয়েছে, যার আওতায় ৬১টি জেলা পরিষদ ও ৩টি পার্বত্য জেলা পরিষদে নির্বাহী প্রকৌশলী(পুর), সহকারী প্রকৌশলী(পুর), উপ-সহকারী প্রকৌশলী এবং কার্য-সহকারী/সার্ভেয়ার প্রেষণে পদায়ন করা হয়।

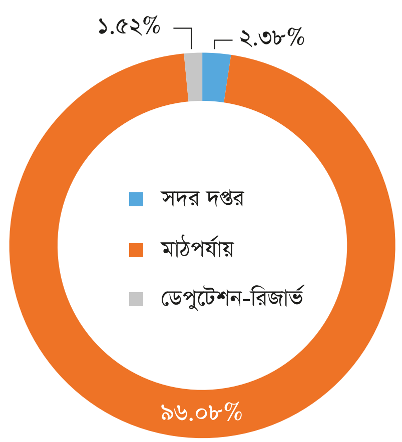

চিত্র-১.৪: সদর দপ্তর ও মাঠপর্যায়ে জনবলের শতকরা হার

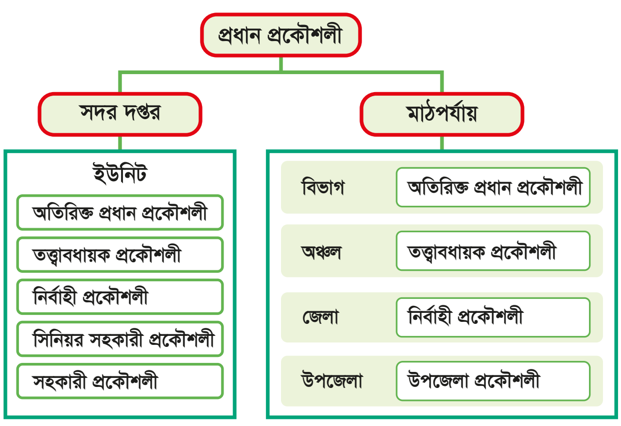

চিত্র-১.৫: এলজিইডির সাংগঠনিক কাঠামো (সংক্ষিপ্ত)

বিভাগীয় ও আঞ্চলিক দপ্তরের আওতাধীন এলাকা

এলজিইডির কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। সারা দেশের স্থানীয় পর্যায়ের মানসম্মত অবকাঠামো উন্নয়নে প্রয়োজন স্তরভিত্তিক প্রশাসনিক কাঠামো। এই বাস্তবতায় এলজিইডি প্রতিটি বিভাগকে একাধিক অঞ্চলে বিভক্ত করেছে, যাতে সময়মত মানসম্মত অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে জনগণকে সেবা দেওয়া যায়। বাংলাদেশের প্রশাসনিক আটটি বিভাগ এবং প্রত্যেক বিভাগের আওতায় একাধিক জেলার সমন্বয়ে মোট ২০টি অঞ্চল গঠন করা হয়েছে।

ছক-১.১: বিভাগীয় ও আঞ্চলিক দপ্তরের আওতাধীন জেলা

বিভাগ	অঞ্চল	জেলা
ঢাকা	ঢাকা	ঢাকা
		গাজীপুর
		মানিকগঞ্জ
		টাঙ্গাইল
	নারায়ণগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ
		নরসিংদী
		মুন্সীগঞ্জ
		কিশোরগঞ্জ
	ফরিদপুর	ফরিদপুর
		রাজবাড়ী
		গোপালগঞ্জ
	মাদারীপুর	মাদারীপুর
		শরীয়তপুর
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম
		কক্সবাজার
	রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি
		বান্দরবান
	কুমিল্লা	কুমিল্লা
		ব্রাহ্মণবাড়িয়া
		চাঁদপুর
	নোয়াখালী	নোয়াখালী
		ফেনী
রাজশাহী	রাজশাহী	রাজশাহী
		চাঁপাইনবাবগঞ্জ
		নওগাঁ
		নাটোর
	বগুড়া	বগুড়া
		জয়পুরহাট
	পাবনা	পাবনা
		সিরাজগঞ্জ
রংপুর	রংপুর	রংপুর
		কুড়িগ্রাম
		গাইবান্ধা
		লালমনিরহাট
	দিনাজপুর	দিনাজপুর
		নীলফামারী
		পঞ্চগড়
		ঠাকুরগাঁও
সিলেট	সিলেট	সিলেট
		হবিগঞ্জ
		মৌলভীবাজার
		সুনামগঞ্জ
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ
		নেত্রকোণা
		জামালপুর
		শেরপুর
খুলনা	খুলনা	খুলনা
		বাগেরহাট
		সাতক্ষীরা
		নড়াইল
	যশোর	যশোর
		ঝিনাইদহ
		মাগুরা
	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া
		মেহেরপুর
		চুয়াডাঙ্গা
বরিশাল	বরিশাল	বরিশাল
		ভোলা
		ঝালকাঠি
		পিরোজপুর
	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী
		বরগুনা

এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক কার্যক্রম

প্রারম্ভিক পর্যায়ে পল্লি এলাকায় স্বল্প পরিসরে রাস্তা-ঘাট, ছোট আকারের সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ করলেও ১৯৮৪ সালে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো (এলজিইবি) প্রতিষ্ঠার পর বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির বিশেষ কাজের বিনিময় খাদ্য (স্পেশাল ফুড ফর ওয়ার্কস) এর আওতায় গ্রোথ সেন্টার সংযোগকারী সড়কে মাটির কাজ এবং এসব সড়কে ১২ মিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের সেতু-কালভার্ট নির্মাণ শুরু করে। একই সঙ্গে সমন্বিত খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় গ্রামীণ সড়কে মাটির কাজ করা হয়। এ সময়ই মূলত দেশের গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক তৈরি হয়। ধাপে ধাপে এলজিইডির সড়ক উন্নয়ন কাজ বিস্তৃতি লাভ করে। যুক্ত হতে থাকে নতুন নতুন ভৌত কাজের অঙ্গ। এর মধ্যে অন্যতম শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ, গ্রোথ সেন্টার/গ্রামীণ হাটবাজার উন্নয়ন, দীর্ঘ সেতু নির্মাণ, সাইক্লোন শেল্টার ও ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ, উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ ও সম্প্রসারণ। একই সঙ্গে নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন অবকাঠামো নির্মাণেও এলজিইডি সম্পৃক্ত হয়।

পল্লি উন্নয়ন সেক্টর

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। এদেশের অর্থনীতির সিংহভাগ কৃষিনির্ভর। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, পরিবহন ও বিপণন সুবিধা সৃষ্টির জন্য গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা ও গ্রোথ সেন্টার/হাটবাজার উন্নয়ন অপরিহার্য। গ্রামীণ পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের অংশ হিসেবে সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করলেও সামগ্রিকভাবে পল্লি উন্নয়নের জন্য পল্লি এলাকায় অন্যান্য ভৌত অবকাঠামোও নির্মাণ করে থাকে এলজিইডি।

পল্লি উন্নয়ন সেক্টরের আওতায় যেসব অবকাঠামো নির্মাণ করা হয় তার মধ্যে রয়েছে –

- গ্রামীণ সড়ক ও সেতু/কালভার্ট
- বৃহৎ সেতু
- গ্রোথ সেন্টার ও গ্রামীণ হাটবাজার উন্নয়ন
- উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স
- সাইক্লোন শেল্টার
- ঘাট/ল্যান্ডিং স্টেশন এবং
- গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ।

নগর উন্নয়ন সেক্টর

স্বাধীনতা উত্তর এদেশের জনসংখ্যার প্রায় ৮০ শতাংশ গ্রামে বাস করতো। পরবর্তীতে সময়ের সাথে সাথে শহরমুখী অভিবাসনের হার বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৭ সালের হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে দেশের নগর জনসংখ্যা শতকরা হার প্রায় ৩৫ ভাগ।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাতের ফলে বন্যা, অতিবৃষ্টি, অসময়ে বৃষ্টি, খরা প্রভৃতি কারণে ফসলহানী, অব্যাহত নদী ভাঙন এবং গ্রামীণ জনপদে কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা নিম্নআয়ের মানুষকে শহরমুখী করে। একই সঙ্গে সামর্থ্যবান মানুষ উন্নত জীবনের প্রত্যাশায়ও শহরমুখী হতে থাকে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের শহরগুলোতে জনসংখ্যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু আমাদের শহরগুলো পরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠেনি। রাস্তা-ঘাটের অপ্রতুলতা, অপর্যাপ্ত পয়ঃ ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা, যথাযথ সুপেয় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার অভাব এদেশের পৌরসভাগুলোকে নাগরিক সেবা প্রদানে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। সেই সঙ্গে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করেছে। এই বাস্তবতায় ইউনিসেফ এর আর্থিক সহায়তায় এলজিইডি ১৯৮৫ সালে বস্তিউন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে নগর এলাকার প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে দেশের মাঝারি শহরের অর্থাৎ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নে সম্পৃক্ত হয়। সময়ের পরিক্রমায় এর ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পায়।

প্রাথমিকভাবে পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন করলেও পরবর্তীতে পৌরসভার দক্ষতা বৃদ্ধি ও পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। অবকাঠামো উন্নয়নে যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন, নগর দারিদ্র্য হ্রাস, পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে এবং নাগরিক সেবার মান উন্নয়নে এলজিইডি পৌরসভাসমূহকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে। পৌরসভার পাশাপাশি সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নেও এলজিইডি কারিগরি সহায়তা দিয়ে আসছে। এলজিইডির সার্বিক কার্যক্রমের ফলে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহের পরিচালন ব্যবস্থা ও নাগরিক সেবার মান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। নগর এলাকায় এলজিইডির কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে -

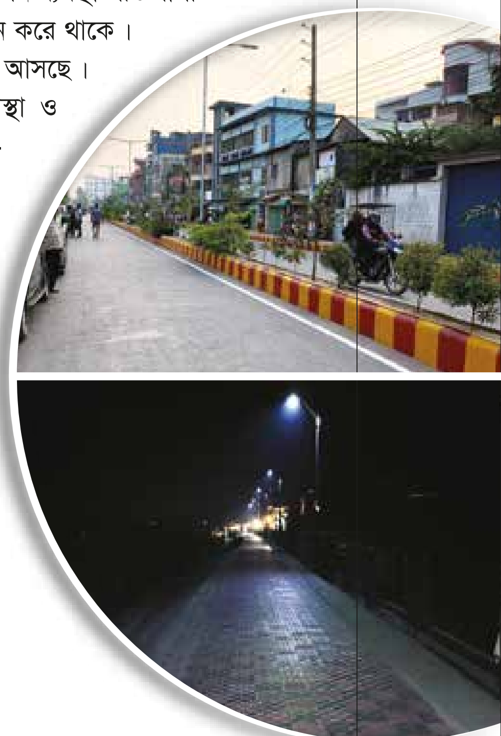

- সড়ক, ড্রেন ও ফুটপাত নির্মাণ
- কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্যানিটেশন, পাবলিক টয়লেট স্থাপন
- বাস/ট্রাক টার্মিনাল, পৌর মার্কেট উন্নয়ন
- সড়কবাতি স্থাপন
- নগর পরিকল্পনা, উন্মুক্ত উদ্যান নির্মাণ
- সুশাসন প্রতিষ্ঠায় পৌরসভাকে সহায়তা প্রদান
- দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ
- কমিউনিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
- কম্পিউটারাইজ ট্যাক্স বিল পদ্ধতি প্রবর্তন।

যশোর পৌরসভায় নির্মিত কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্ল্যান্ট

খুলনা সিটি কর্পোরেশনে নির্মিত রূপসা বাস টার্মিনাল

পানি সম্পদ সেক্টর

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। এ দেশের বুক চিরে বয়ে চলেছে অসংখ্য নদী। নদীগুলোর মধ্যে অনেক নদী হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়ে আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম করে নেপাল ও ভারত হয়ে বাংলাদেশে এসেছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নদীর রয়েছে অপরিসীম অবদান। দেশের কৃষি উৎপাদনে সেচ একটি বড় অনুষঙ্গ। এক্ষেত্রে নদীর পানি ব্যবহার করে সেচ প্রদান একদিকে যেমন কৃষি উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে, অন্যদিকে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার সীমিত করা যায়।

কুমিল্লা মডেলের প্রস্তাবিত থানা সেচ কর্মসূচি (টিআইপি) এর প্রাথমিক কার্যক্রম ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের মাধ্যমে হয়ে থাকলেও পরবর্তীতে এলজিইডি পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৪ এর আওতায় (অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-আইডিপি) ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত দেশের ছয়টি জেলা, যথা- কুড়িগ্রাম, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ ও শরিয়তপুরে ৬০টি ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ অবকাঠামো নির্মাণ করে।

গ্রামীণ আর্থসামাজিক উন্নয়নে থানা সেচ কর্মসূচির সুফল অনুধাবন ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৪ এর অভিজ্ঞতার আলোকে পরবর্তীতে ১৯৯৫-২০০২ মেয়াদে স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। প্রকল্প চলাকালীন ১৯৯৯ সালে সরকার জাতীয় পানি নীতি অনুমোদন করে। এই নীতির আলোকে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এক হাজার হেক্টর পর্যন্ত কমান্ড এলাকার সমন্বিত বন্যা ব্যবস্থাপনা, পানি নিষ্কাশন, পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই সেক্টরে গৃহীত প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাস ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি। এলজিইডি পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের আওতায় যেসব উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে তা মূলত চার ধরনের-

- বন্যা ব্যবস্থাপনা: পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো ও বাঁধ নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ
- কমান্ড এলাকা উন্নয়ন: সেচ নালা নির্মাণ
- পানি সংরক্ষণ: রাবার ড্যাম নির্মাণ
- পানি সংরক্ষণ: খাল, পুকুর খনন/পুনর্খনন।

উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের পাশিপাশি সমাপ্তকৃত উপ-প্রকল্প সংশ্লিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) এর কাছে হস্তান্তরের পর অবকাঠামোসমূহের বাস্তবায়ন পরবর্তী পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণে প্রযুক্তিগত আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়ে থাকে।

ফিরে দেখা: লালমাটিয়া থেকে আগারগাঁও

এলজিইডি সৃষ্টির ইতিহাস সূচিত হয় বিংশ শতাব্দির ৬০ এর দশকের গোড়ার দিকে। তখন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উন্নয়ন সহায়তা প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি) এর আর্থিক সহায়তায় এদেশের পল্লি উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে, যার পরিপ্রেক্ষিতে 'কুমিল্লা মডেল' এর বিকাশ ঘটে। পল্লি উন্নয়নে কুমিল্লা মডেলে প্রস্তাবিত চারটি অঙ্গের মধ্যে দ্বিতীয় অঙ্গ অর্থাৎ পল্লীপূর্ত কর্মসূচি (রুরাল ওয়ার্কস প্রোগ্রাম-আরডব্লিউপি) এর মূখ্য উদ্দেশ্য ছিলো দুটি – (১) গ্রামীণ যোগাযোগ ও ড্রেনেজ সুবিধা সৃষ্টি এবং (২) পল্লি অঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য শ্রমঘন পদ্ধতিতে অবকাঠামো নির্মাণ কৌশল নির্ধারণ। এর ফলশ্রুতিতে পিএল-৪৮০ এর খাদ্য সহায়তায় পল্লীপূর্ত কর্মসূচি চালু করা হয়। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ৭০ এর দশকে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের আওতায় একটি সেল গঠন করা হয়। বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে একটি সেমিপাকা টিনশেডে ছিল পূর্ত কর্মসূচি সেলের প্রধান কার্যালয়।

এই সেল গঠনের পর তৎকালিন খুলনা জেলা বোর্ডের পল্লীপূর্ত কর্মসূচির নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত খন্দকার মোশাররফ হোসেন (যিনি পরবর্তীতে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হয়ে প্রথমে শ্রম ও প্রবাসী কল্যাণ এবং পরে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি) এই সেলের নির্বাহী প্রকৌশলী পদে যোগ দেন। এসময় খুলনা মিউনিসিপ্যালিটিতে পূর্ত কর্মসূচির নির্বাহী প্রকৌশলীর দায়িত্বে ছিলেন প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক। তিনিও এর কিছুদিন পর পূর্ত কর্মসূচি সেলে নির্বাহী প্রকৌশলী পদে যোগদান করেন।

ইতোমধ্যে মোখলেসুর রহমান (পরবর্তীতে তিনি চাকরি ছেড়ে বিদেশে চলে যান) এবং মনোয়ার হোসেন চৌধুরী (এলজিইডির প্রাক্তন প্রধান প্রকৌশলী ও বর্তমানে জাতীয় সংসদ সদস্য) নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে নিয়োগ লাভ করে মন্ত্রণালয়ে পূর্ত কর্মসূচি সেল-এ যোগদান করেন।

১৯৭৬ সালে কামরুল ইসলাম সিদ্দিক উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য সরকারের বৃত্তি নিয়ে যুক্তরাজ্যে যান। ১৯৭৭-এর সেপ্টেম্বর মাসে তিনি যুক্তরাজ্যের শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবান ও রিজিওনাল প্ল্যানিং বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রি অর্জন করে দেশে ফিরে আসেন। এর কিছুদিন পর খন্দকার মোশাররফ হোসেন ও কামরুল ইসলাম সিদ্দিক একই সঙ্গে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি লাভ করেন।

তখন সরকারি সংস্থাসমূহে প্রকৌশলীদের সাংগঠনিক কাঠামোতে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদমর্যাদায় উপ-প্রধান প্রকৌশলীর পদ ছিল, যা ১৯৮২ সনের প্রশাসনিক পুনর্গঠনের সময়ে বিলুপ্ত করা হয়। মন্ত্রণালয়ে পূর্ত কর্মসূচি সেলে কর্মরত প্রকৌশলীগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ প্রকৌশলী খন্দকার মোশাররফ হোসেনকে উক্ত সেলের প্রধান করে উপ-প্রধান প্রকৌশলী পদে পদায়ন করা হয়।

১৯৮০ সালে খন্দকার মোশাররফ হোসেন জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও তে চাকরি নিয়ে আফ্রিকার সিয়েরা লিয়নে চলে যান এবং পরবর্তী জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা কামরুল ইসলাম সিদ্দিককে পূর্ত কর্মসূচি সেলের প্রধান করে উপ-প্রধান প্রকৌশলী পদে পদায়ন করা হয়।

কামরুল ইসলাম সিদ্দিক মন্ত্রণালয়েল পূর্ত কর্মসূচি সেলের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব লাভের পর পূর্ত কর্মসূচির লোকবল নিয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের যাবতীয় অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করার জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রকৌশল প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। প্রথমেই তিনি সচিবালয়ের টিনশেড থেকে পূর্ত কর্মসূচি সেলের সদর দপ্তর ৫/৭ লালমাটিয়া, ব্লক-বি এর ভাড়া করা ভবনে স্থানান্তর করেন। ১৯৮২ সালে সরকার পূর্ত কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন স্তরে কর্মরত লোকবল নিয়ে উন্নয়ন খাতে পূর্ত কর্মসূচি উইং গঠন করা হয়।

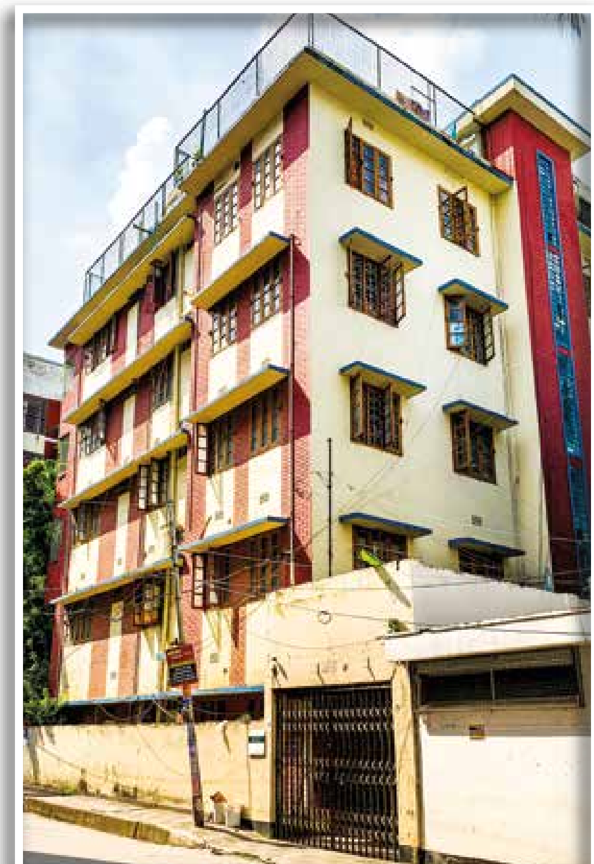

১৯৮০ সালে ৫/৭ লালমাটিয়া, ব্লক-বি এ স্থাপিত পূর্ত কর্মসূচি সেল এর প্রধান কার্যালয়, যা পরবর্তীতে এলজিইবি এবং ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত এলজিইডির প্রধান কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়

এরপর ১৯৮৪ সালে রাজস্ব খাতে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো বা এলজিইবি নামের স্বতন্ত্র সংস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কামরুল ইসলাম সিদ্দিককে এলজিইবির প্রথম নির্বাহী প্রধান হিসেবে প্রকৌশল উপদেষ্টা পদে পদায়ন করা হয়। তিনি নতুন এই সংস্থার সদর দপ্তর ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং সরকারের কাছ থেকে আগারগাঁওয়ে জমির বরাদ্দ লাভে সক্ষম হন।

১৯৯৪ সালে বিশ্বব্যাংক সহায়তাপুষ্ট পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৭ এবং এডিবি সহায়তাপুষ্ট পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-১৮ এর আওতায় এই জমিতে এলজিইডি সদর দপ্তর ভবন নির্মাণ শুরু হয়, যা ১৯৯৬ সালে সমাপ্ত হয়। ১৯৯৭ সনের ২ জানুয়ারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে ভবনটির শুভ উদ্বোধন করেন। এ সময় তিনি সদর দপ্তর ভবন প্রাঙ্গণে একটি জলপাই চারা রোপণ করেন।

এদিকে ১৯৯৯ সালের ১৬ মে জাপান সরকারের সহায়তায় রুরাল ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং সেন্টার- আরডিইসি ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন প্রধান প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক। ১৫-তলা ভবনটি ২০০৫ সালে ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া হয়।

১৯৯৭ সালের ২ জানুয়ারি নবনির্মিত এলজিইডি ভবন শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

এলজিইডি ভবন উদ্বোধন শেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটি জলপাই চারা রোপণ করেন

আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ -এ এলজিইডি সদর দপ্তর

অধ্যায়-২

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা

জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এলজিইডির সম্পৃক্ততা

রূপকল্প ২০২১

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০)

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০

জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এলজিইডির সম্পৃক্ততা

এলজিইডির দায়িত্ব সরকারের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা। সরকারের গৃহীত জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে অন্যতম রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০। যুগপৎভাবে, জাতিসংঘ প্রণীত সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নেও বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এসব পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে- দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে আর্থসামাজিক সূচকে গতিশীলতা আনয়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণ।

দেশের অন্যতম প্রধান প্রকৌশল সংস্থা হিসেবে এলজিইডি দেশব্যাপী পল্লি, নগর ও পানি সম্পদ সেক্টরে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। গৃহীত জাতীয় পরিকল্পনা ও জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি কার্যক্রমের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে এলজিইডির সম্পৃক্ততা নিচে তুলে ধরা হলো-

রূপকল্প ২০২১

রূপকল্প ২০২১ এর মূল লক্ষ্য দারিদ্র্য দূর করে মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা। রূপকল্প ২০২১-এ নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনে প্রণীত হয়েছে অনুসঙ্গী দীর্ঘমেয়াদী প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১)। প্রেক্ষিত পরিকল্পনার আলোকে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) বাস্তবায়িত হয়েছে এবং পরবর্তীতে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অন্তর্ভুক্ত করে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) প্রণয়ন করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার নীতির ধারাবাহিকতায় সপ্তম পরিকল্পনার নীতি ও কৌশল এমনভাবে সমন্বয় করা হয়েছে, যাতে বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ফলাফল সহজেই অর্জন করা যায়।

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (জিডিপি প্রবৃদ্ধি) ১০ শতাংশ এবং মাথাপিছু জাতীয় আয় দুই হাজার ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি ২০২০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৮.৬০ শতাংশে এবং চরম দারিদ্র্যের হার ৮.৯০ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০)

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মর্মার্থ হলো প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা এবং নাগরিক ক্ষমতায়ন। এই পরিকল্পনায় সর্বোচ্চ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে বেশি কর্মসৃজনে, জিডিপি প্রবৃদ্ধি উন্নীতকরণে এবং সুষম আয় বণ্টন নিশ্চিতকরণে, যাতে দারিদ্র্য নিরসন ও জনগণের ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াকে আরও বেগবান করা যায়। শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ গ্রহণে জেন্ডার সমতা, সামাজিক সুরক্ষার বিস্তৃতি নিশ্চিত করা এবং শ্রমের অধিকার সুরক্ষা ও জনগণের ক্ষমতায়ন সুগম করার বিষয়ে সপ্তম পরিকল্পনায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও সমৃদ্ধশালী, অন্তর্ভুক্তিমূলক জলবায়ু অভিঘাত সহনশীল বাংলাদেশ বিনির্মাণে একটি পথচিত্র মেলে ধরতে পরিকল্পনায় একটি সবুজ ও টেকসই প্রবৃদ্ধি কৌশলের ওপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

এলজিইডির অন্যতম প্রধান কাজ পল্লি সড়ক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা। পল্লি সড়ক পল্লি জনগোষ্ঠীর ভিত্তি অবকাঠামো, যাকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ অর্থনীতির সঞ্চালন এবং পল্লি জনজীবনের অনেক সুযোগ সুবিধা ধারাবাহিকভাবে বিকশিত হয়। টেকসই পল্লি সড়ক থাকলে অন্য সকল আর্থসামাজিক সুবিধা যেমন শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে প্রবেশগম্যতা, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্যমুক্তি, নারী উন্নয়ন ও ব্যবসা উদ্যোগ ইত্যাদি সহজতর হয়, যা জাতীয় উন্নয়নে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে।

বাংলাদেশের জিডিপির ৬০ ভাগেরও বেশি নগরকেন্দ্রিক। উন্নত দেশগুলোতে এই হার আরও বেশি। দেশের অর্থনৈতিক উত্তরণ এবং দারিদ্র্য হ্রাস ত্বরান্বিত করতে বিশ্বের সকল দেশ জিডিপি বাড়ানোর চেষ্টা করছে। জিডিপি বাড়াতে গেলে নগর ও নাগরিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন প্রয়োজন। একটি পরিকল্পিত নগর আর্থসামাজিক অগ্রগতি এবং সুন্দর ভবিষ্যতের পথ তৈরি করে। এ লক্ষ্যেই এলজিইডি নগর উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পিত উদ্যোগ নিয়ে কাজ করছে।

খাদ্য ও কৃষির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা। ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নে এলজিইডি এ পর্যন্ত প্রায় ৬ লক্ষ হেক্টর ভূমির পানি সম্পদ উন্নয়ন করেছে। সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের সকল সংস্থা এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পাশাপাশি এলজিইডির পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ফলে এখন খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে, মৎস্য উৎপাদনও বেড়েছে, কৃষি শ্রমিকের কর্মসংস্থান ও কৃষকের আয় বেড়েছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)

২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের সকল সংস্থা ২০১৫-২০৩০ মেয়াদে এসডিজি বাস্তবায়নে কাজ করছে। দেশের অন্যতম বৃহৎ প্রকৌশল সংস্থা হিসেবে এসডিজির লক্ষ্য অর্জনে এলজিইডি রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এলজিইডির কার্যক্রম এসডিজির মোট ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে ১০টি অভীষ্টের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত। এলজিইডির কার্যক্রমে এসডিজির অভীষ্টসমূহ: অভীষ্ট-১ দারিদ্র্যবিলোপ, অভীষ্ট-২ ক্ষুধামুক্তি, অভিষ্ট-৩ সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ, অভিষ্ট-৪ গুণগত শিক্ষা, অভীষ্ট-৫ জেন্ডার সমতা, অভিষ্ট-৬ নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন, ৯ শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো, অভীষ্ট-১১ টেকসই নগর ও জনপদ, অভীষ্ট-১২ পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন, অভীষ্ট-১৩ জলবায়ু কার্যক্রম এর সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্তি।

এসডিজির অভীষ্টের আলোকে এলজিইডি পল্লি, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। পল্লি উন্নয়ন সেক্টরের আওতায় পরিচালিত পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন দারিদ্র্য মুক্তি ও জনগণের জীবনমান উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। পাশাপাশি ক্ষুধা নিরসন, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টিমান অর্জন এবং কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারে রাখছে যুগান্তরকারী ভূমিকা। এলজিইডি দেশব্যাপী শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে কাজ করছে। দেশব্যাপী অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রমে নারীদের সম্পৃক্ততা জেন্ডার সমতা অর্জন এবং নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করছে। ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টরের আওতায় ভূ-উপরস্থি পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার, কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা এবং টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে রাখছে বিশেষ ভূমিকা। এলজিইডি জলবায়ু অভিঘাতসহনশীল অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০

জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকির কারণে কাঙ্খিত উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদী চ্যালেঞ্জ মোকবাবেলায় সরকার ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রণয়ন করেছে। পানি, জলবায়ু, পরিবেশ ও ভূমির টেকসই ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জন এবং চরম দারিদ্র্য হ্রাস করে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জনে গৃহীত পরিকল্পনাসমূহের মধ্যে সমন্বয় করবে ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০। এ পরিকল্পনায় পানি সম্পদকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে টেকসই করতে দেশব্যাপী ঝুঁকি বিবেচনায় ছয়টি হটস্পট চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব হটস্পটে ৩৩ ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে। হটস্পটগুলো হচ্ছে- উপকূলীয় অঞ্চল, বরেন্দ্র ও খরাপ্রবণ অঞ্চল, হাওর ও আকস্মিক বন্যাপ্রবণ অঞ্চল, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল, নদী ও মোহনা অঞ্চল এবং নগর অঞ্চল। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা প্রণয়নে অঞ্চলভিত্তিক পানি বিজ্ঞান ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রধান ভূমিকা পালন করছে।

BDP 2100
BANGLADESH DELTA PLAN 2100
FORMULATION PROJECT

এলজিইডি ১৯৯৫ সাল থেকে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নে কাজ করছে, যা ব-দ্বীপ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। জাতীয় পানি নীতির আলোকে এলজিইডি এক হাজার হেক্টর কমান্ড এরিয়ায় অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। এর মধ্যে রয়েছে- খাল ও পুকুর পুনর্খনন, রাবার ড্যাম, সেচ নালা, বাঁধ, স্লুইসগেট, রেগুলেটরসহ বিভিন্ন ধরনের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ অবকাঠামো নির্মাণ। ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে এলজিইডি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে এলজিইডির ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের বিশেষ অবদান রয়েছে।

৭.৯৭
৮.৯৫
১০.৮২
১১.৮৮
১৩.০৮

অধ্যায়-৩

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০১৮-২০১৯

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৮-২০১৯

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়ন

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়নে অর্জিত ভৌত অগ্রগতি

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প বাস্তবায়ন

বিগত ১০ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা

নতুন প্রকল্প

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০১৮-২০১৯

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) মূলত সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য গৃহীত বছরভিত্তিক কর্মসূচি। এই কর্মসূচির আওতায় প্রতিবছর এলজিইডির বিভিন্ন উন্নয়ন ও কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের অনুকূলে নির্ধারিত পরিমাণ বরাদ্দ দেওয়া হয়। এই বরাদ্দের অর্থে প্রকল্পসমূহের বছরভিত্তিক কাজ বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।

এলজিইডি ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে চারটি সেক্টরে সর্বমোট ১৫২টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশোধিত এডিপিতে সর্বমোট ১৩০৭৫.৫৭ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। এছাড়াও অন্যান্য আটটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ৩১টি প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি সুচারুভাবে বাস্তবায়নের জন্য অর্থবছরের প্রাক্কালে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর করা হয়। এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীদের সঙ্গে এ চুক্তি স্বাক্ষর করেন। চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে কী কী কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে কৌশলগত উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে তার কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা করা হয়।

এ অধ্যায়ে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নচিত্র, অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের কাজের বিবরণ, বিগত দশ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৮-২০১৯

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা। এতে সংস্থার একবছরের কার্যক্রম বাস্তবায়নের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা সুনির্দিষ্ট করা হয়। প্রতিটি কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলাফল কর্মসম্পাদন সূচকের মানের ভিত্তিতে পরিমাপ করা হয়। কার্যক্রমসমূহ নির্দিষ্ট সময়ে বাস্তবায়ন করলে তার পূর্ণমান হবে ১০০। কার্যক্রম বাস্তবায়নে অধিকতর স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে সরকার গত ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর থেকে এপিএ বাস্তবায়ন করছে। প্রতি অর্থবছরে জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব এবং সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সচিবগণের মধ্যে পৃথক পৃথক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। একই ভাবে সচিবগণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভাগের আওতাধীন সংস্থা প্রধানগণের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সংস্থা প্রধানগণ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে এপিএ স্বাক্ষর করেন। এর অংশ হিসেবে ২০১৮ সালের ২০ জুন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী ৬৪ জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীগণের সঙ্গে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য পৃথক পৃথক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এলজিইডির ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এপিএ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগের মূল্যায়নে অর্জিত মান শতকরা ৯৭.৮৮ ভাগ।

এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী
জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীদের সঙ্গে
২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করছেন

							পরিমাপের মান							
ক্র. নং	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর
		৩					১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
এম.৩	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ		[এম.৩.১] মাঠপর্যায়ের কার্যালয়ের সঙ্গে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর ও ওয়েবসাইটে আপলোড	[এম.৩.১.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত	তারিখ	০.৫	২০-০৬-২০১৯	২১-০৬-২০১৮	২৪-০৬-২০১৮			২০-০৬-২০১৮	১০০	০.৫
			[এম.৩.২] ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে দাখিল	[এম.৩.২.১] মূল্যায়ণ প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	০.৫	১৭-০১-২০১৯	২০-০১-২০১৯	২১-০১-২০১৯	২২-০১-২০১৯	২৩-০১-২০১৯	১০-০১-২০১৯	১০০	০.৫
			[এম.৩.৩] মাঠপর্যায়ের কার্যালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ণ প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে ফলাবর্তন (feedback) মন্ত্রণালয়/বিভাগে	[এম.৩.৩.১] ফলাবর্তক (feedback) প্রদত্ত	তারিখ	১	২৪-০১-২০১৯	৩১-০১-২০১৯	০৪-০২-২০১৯	১১-০২-২০১৯	১১-০২-২০১৯	২৪-০১-২০১৯	১০০	১
			[এম.৩.৪] সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিসহ অন্যান্য বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন	[এম.৩.৪.১] আয়োজিত প্রশিক্ষণের সময়	জনঘণ্টা *	১	৬০					৬০	১০০	১
এম.৪	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩	[এম.৪.১] জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো বাস্তবায়ন****	[এম.৪.১.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকত	সংখ্যা	১	৪	৩				৪	১০০	১
				[এম.৪.১.২] জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়িত	%	০.৫	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	১০০	১০০	০.৫
			[এম.৪.২] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[এম.৪.২.১] সকল অনলাইন সেবা তথ্য বাতায়নে সংযোজিত	%	০.৫	১০০	৯০	৮০			১০০	১০০	০.৫
				[এম.৪.২.২] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত	%	০.৫	১০০	৯০	৮০			১০০	১০০	০.৫
			[এম.৪.৩] দপ্তর/সংস্থার ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ	[এম.৪.৩.১] বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	০.৫	১৮-১০-২০১৮	৩১-১০-২০১৮	১৫-১১-২০১৮	২৯-১১-২০১৮	০৬-১২-২০১৮	১৭-০১-২০১৯	০	০
												মোট সংযুক্ত স্কোর:	৯৭.৮৮	

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৮-২০১৯ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়ন

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এলজিইডির বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ১৩,৭২৭.৮০ কোটি টাকা। সংশোধিত এডিপিতে এ অর্থ দাঁড়ায় ১৩,০৭৫.৫৭ কোটি টাকা। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এলজিইডি ১২,৯৯৫.১৬ কোটি টাকা ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে, যা মোট বরাদ্দের (সংশোধিত এডিপি) শতকরা ৯৯.৩৯ ভাগ। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপি বাস্তবায়নে অর্জিত জাতীয় গড় অগ্রগতি শতকরা ৯৪.৩২ ভাগ। ১৫০টি বিনিয়োগ ও ২টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এ বরাদ্দ দেওয়া হয়। ১৫২টি প্রকল্পের বাস্তবায়নের পূর্ণাঙ্গচিত্র পরিশিষ্ট-ক দেওয়া হলো। প্রকল্পগুলোর মধ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৩১টি প্রকল্প শেষ হয়েছে (সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা: পরিশিষ্ট-খ দ্রষ্টব্য)।

ছক-৩.১: সেক্টরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(কোটি টাকা)

সেক্টর	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দ	ব্যয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)
পল্লি উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান	১০৯	১০,৩১১.১৮	১০,২৪৪.৪০	৯৯.৩৫
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন	৩৮	২,৫৮৮.২৭	২,৫৮২.১৭	৯৯.৭৬
কৃষি (সাব সেক্টর: সেচ)	৪	১৭০.০০	১৬২.৫১	৯৫.৫৯
জনপ্রশাসন	১	৬.১২	৬.০৭	৯৯.১৮
মোট	১৫২	১৩,০৭৫.৫৭	১২,৯৯৫.১৬	৯৯.৩৯

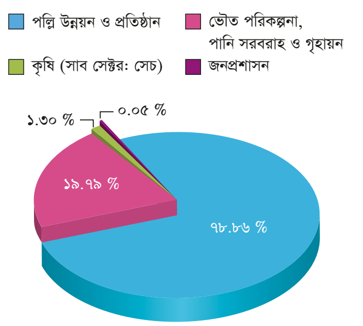

চিত্র-৩.১: সেক্টরভিত্তিক এডিপি (সংশোধিত) বরাদ্দের অনুপাত

১৫২টি প্রকল্পে মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা ১২৪টি এবং বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পের সংখ্যা ২৮টি। সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দকৃত ১৩০৭৫.৫৭ কোটি টাকার মধ্যে জিওবি বরাদ্দ ছিলো ১০০৮১.৫২ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ ২৯৬৯.৮১ কোটি টাকা; অর্থাৎ মোট সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের শতকরা ৭৭.১০ ভাগ সরকারি তহবিল এবং শতকরা ২২.৯০ ভাগ প্রকল্প সাহায্য।

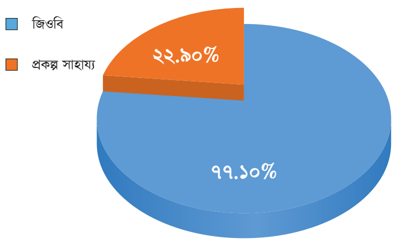

চিত্র-৩.২: সংশোধিত এডিপিতে সরকারি তহবিল ও প্রকল্প সাহায্যের অনুপাত

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়নে অর্জিত ভৌত অগ্রগতি

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৪টি সেক্টরে মোট ১৫২টি প্রকল্পের গড় ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে শতকরা ৯৯.৫৯ ভাগ। জনপ্রশাসন সেক্টরের আওতায় ১টি কারিগরি প্রকল্পের কাজ শতভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে। পল্লি উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের ১০৯টি এবং ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন সেক্টরে বাস্তবায়িত ৩৮টি প্রকল্পের গড় ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে শতকরা ৯৯ শতাংশের ওপরে। তবে কৃষিখাতের ৪টি প্রকল্পের গড় ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে ৯৭.৮৩ শতাংশ। প্রকল্পভিত্তিক ১৫২টি প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র পরিশিষ্ট-'ক' তে দেখানো হলো।

ছক-৩.২: ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়নের ভৌত অগ্রগতি

সেক্টর	প্রকল্প সংখ্যা	ভৌত অগ্রগতি (%)
পল্লি উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান	১০৯	৯৯.৫৫
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন	৩৮	৯৯.৮৪
কৃষি (সাব সেক্টর: সেচ)	৪	৯৭.৮৩
জনপ্রশাসন	১	১০০.০০
মোট	১৫২	৯৯.৫৯

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প বাস্তবায়ন

নিজস্ব মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি এলজিইডি অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় অবকাঠামো উন্নয়ন করে থাকে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মোট ৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ৩২টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে এলজিইডি, সংশোধিত এডিপিতে যার মোট বরাদ্দ ছিল ২৯৬৫.১৩ কোটি টাকা। এই বরাদ্দের মধ্যে ২,৮৬৮.৮১ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। এসব কাজের মোট গড় ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে শতকরা ৯৯.০৩ ভাগ ও আর্থিক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে শতকরা ৯৬.৭৫ ভাগ। প্রকল্পভিত্তিক কাজের বিবরণ পরিশিষ্ট-গ তে দেখানো হলো। অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের বিস্তারিত অধ্যায় ৭-এ দেওয়া হলো।

ছক-৩.৩: অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(কোটি টাকা)

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	প্রকল্পের সংখ্যা	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে		অগ্রগতি %	
			বরাদ্দ	ব্যয়	ভৌত	আর্থিক
১	কৃষি মন্ত্রণালয়	১	২৩.৩৪	২১.২৩	৯১	৯১
২	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১	৪.০৭	২.৮৮	৯৮	৭১
৩	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩	১৮০.৫০	১৭৮.৪৯	১০০	৯৯
৪	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১	৬৫.০০	৬৩.৭৭	১০০	৯৮
৫	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১	৯৭.৩৯	৯৭.৩৮	১০০	১০০
৬	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	১	৯৫.০০	৯৪.৩০	১০০	৯৯
৭	পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও বন মন্ত্রণালয়	১৯	৬২.২৮	১৬.০৭	৭১	২৬
৮	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	১	৪০.০০	৩১.০০	৭৯	৭৮
৯	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৪	২,৩৯৭.৫৫	২,৩৬৩.৬৯	১০০	৯৯
	মোট	৩২	২,৯৬৫.১৩	২,৮৬৮.৮১	৯৯.০৩	৯৬.৭৫

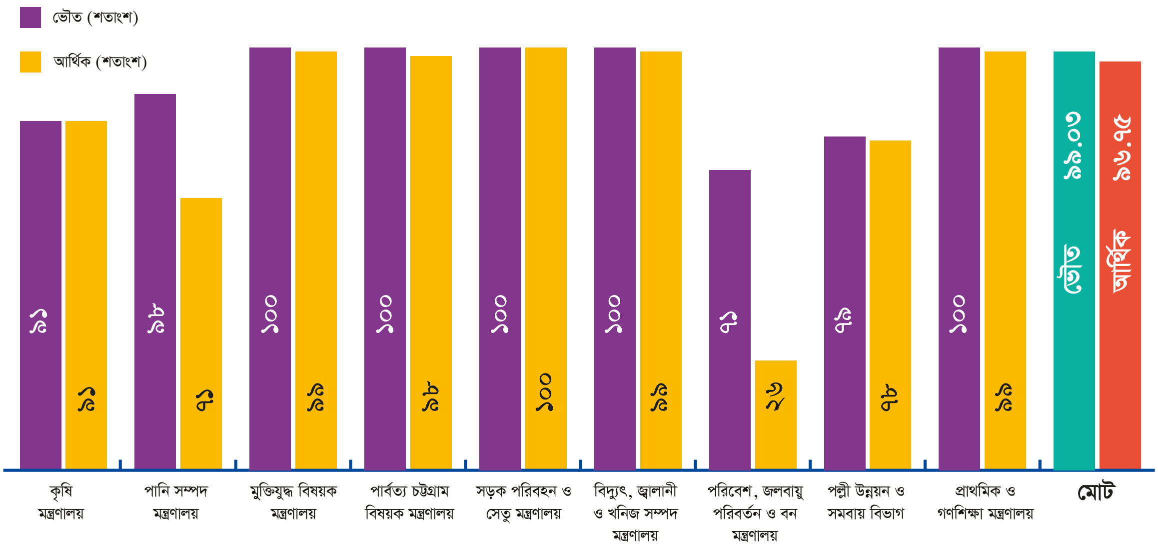

চিত্র-৩.৩: অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের কাজের অগ্রগতি

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় চারটি প্রকল্পের অনুকূলে সর্বোচ্চ বরাদ্দ ছিলো ২,৩৯৭.৫৫ কোটি টাকা, যা অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সর্বমোট বরাদ্দের শতকরা ৮০.৮৬ ভাগ। পাঁচটি মন্ত্রণালয়ের কাজের শতভাগ ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।

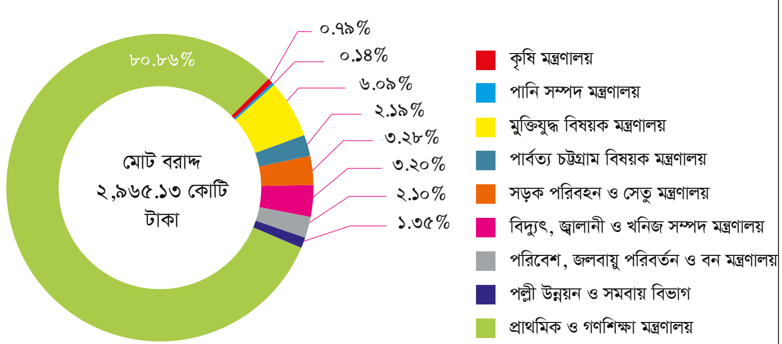

চিত্র-৩.৪: ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দের শতকরা হার

বিগত ১০ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের রয়েছে ধারাবাহিক সাফল্য। গত দশ বছরের (২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৮-২০১৯) এডিপির সংশোধিত বরাদ্দ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রতিবছর এলজিইডির অনুকূলে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ বেড়েছে। ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে এই বরাদ্দ ছিল ৩,৯১৯.৬২ কোটি টাকা যেখানে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বরাদ্দ ১৩,০৭৫,৫৭ কোটি টাকা। বিগত দশ বছরের এলজিইডির অনুকূলে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ বেড়েছে তিন গুণের ওপরে (৩৩৩.৫৯%)।

ছক-৩.৪: অর্থবছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়

(কোটি টাকা)

অর্থবছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	ব্যয়
০৯-১০	৩,৯১৯.৬২	৩,৮৩৬.৬২
১০-১১	৩,৮৮৩.০৫	৩,৮৫৩.৪৯
১১-১২	৪,৩৫০.৮১	৪,২১২.৯০
১২-১৩	৫,৭৩৮.১৮	৫,৬৬৯.৯১
১৩-১৪	৬,১০৭.১১	৬,০৪৬.১৪
১৪-১৫	৭,৯৬৭.১৭	৭,৯০৩.৬২
১৫-১৬	৮,৯৫৩.৩২	৮,৯০০.২৮
১৬-১৭	১০,৮১৯.৫০	১০,৬৬৬.৯১
১৭-১৮	১১,৮৭৯.৫৭	১১,৮৩২.১৯
১৮-১৯	১৩,০৭৫.৫৭	১২,৯৯৫.১৫

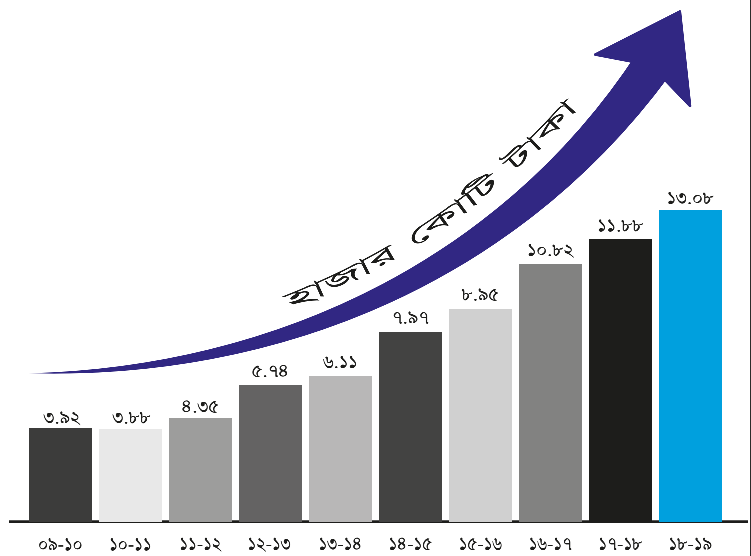

চিত্র-৩.৫: এডিপি বরাদ্দের ক্রমবৃদ্ধি

এডিপি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিগত ১০ বছরের মধ্যে ছয় বছরই শতকরা ৯৯ ভাগ বা তার বেশি সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ৯৯ শতাংশের নিচে কিন্তু ৯৮ শতাংশের ওপরে সাফল্য এসেছে দুই বছর এবং ৯৭ শতাংশের ওপরে এক বছর। সবচেয়ে কম সাফল্য অর্জিত হয়েছে ২০১১-২০১২ অর্থবছরে যা ছিল ৯৬.৮৩ শতাংশ। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো ক্রমাগতভাবে এলজিইডির অনুকূলে এডিপি বরাদ্দ বেড়েছে এবং প্রতিবছরই বাস্তবায়ন সাফল্য শতভাগের কাছাকাছি অর্জিত হয়েছে।

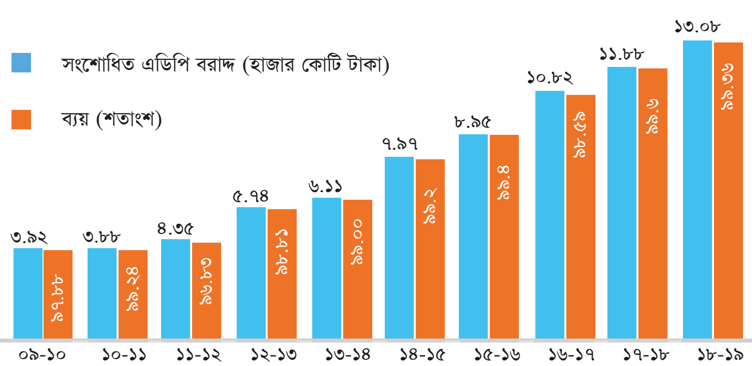

চিত্র-৩.৬: বিগত ১০ বছরের এডিপি বাস্তবায়ন

নতুন প্রকল্প

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৩৩টি নতুন প্রকল্প অনুমোদিত হয়, যার মধ্যে ৩১টি উন্নয়ন ও ২টি কারিগরি সহয়তা প্রকল্প। (প্রকল্পসমূহের তালিকা পরিশিষ্ট-ঘ দ্রষ্টব্য)। এসব প্রকল্পের মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ২৫টি এবং বৈদেশিক সহয়তায় ৮টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে পল্লি উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের ১৯টি এবং ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন সেক্টরে ১৪টি।

ছক-৩.৫: ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অনুমোদিত নতুন প্রকল্প

(কোটি টাকা)

সেক্টর	প্রকল্প সংখ্যা	প্রকল্প ব্যয়
পল্লি উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান	১৯	২৬,১৮৪.১০
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন	১৪	৬,৭৬৪.৫৭
মোট	৩৩	৩২,৯৪৮.৬৭

অধ্যায়-৪

২০১৮-২০১৯ অর্থবছর: ভৌত অর্জন

গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন

- সড়ক উন্নয়ন
- সেতু/কালভার্ট নির্মাণ
- সড়ক, সেতু ও কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ
- গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজার উন্নয়ন
- ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ
- উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ/সম্প্রসারণ
- সামাজিক অবকাঠামো
- বহুমুখী সাইক্লোন শেল্টার
- বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা
- ল্যান্ডিং ঘাট নির্মাণ

নগর উন্নয়ন

- নগর অবকাঠামো উন্নয়ন
- পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন
- দক্ষতা উন্নয়ন

পানি সম্পদ উন্নয়ন

- পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন
- আত্মকর্মসংস্থানে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
- ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উপ-প্রকল্প সম্প্রসারণ ও সংস্কার

এলজিইডির ১০ বছরের অর্জন: একটি পর্যালোচনা

গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন

যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের পূর্বশর্ত। এলজিইডি দেশব্যাপী শক্তিশালী গ্রামীণ যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করছে। এই লক্ষ্যে এলজিইডি পল্লি সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। সড়ক উন্নয়নের ফলে পল্লি অঞ্চলের পরিবহন যোগাযোগের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ সহজে নির্ধারিত গন্তব্যে যাতায়াত করতে পারছেন। পণ্য পরিবহনে এসেছে গতি। হাটবাজার ও গ্রোথ সেন্টার উন্নয়নের ফলে উৎপাদিত কৃষি ও অকৃষি পণ্য বিপণনে সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। উৎপাদনকারীগণ ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন। প্রাথমিক পর্যায়ে এলজিইডি গ্রামাঞ্চলের প্রবেশগম্যতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সড়ক নির্মাণ করলেও বর্তমানে দেশব্যাপী গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে কাজ করছে।

সড়ক উন্নয়নের পাশাপাশি গ্রামীণ জনগণের সেবাপ্রাপ্তি সহজ করতে প্রতিটি ইউনিয়নে ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ, উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ ও সম্প্রসারণ এবং দুর্যোগকালীন মানুষের জানমালের নিরাপত্তার জন্য বহুমুখী সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ করা হয়। এছাড়া পরিবেশ উন্নয়নে সড়কের পার্শ্বে বৃক্ষরোপণ করা হয়ে থাকে। এসব কার্যক্রমের লক্ষ্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা।

সড়ক উন্নয়ন

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অর্জন: মোট ৫,৪০০ কি.মি.

উপজেলা সড়ক	ইউনিয়ন সড়ক	গ্রাম সড়ক
৫১০ কি.মি.	১,২৪০ কি.মি.	৩,৬৫০ কি.মি.

শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী দেশে বিদ্যমান সকল শ্রেণির সড়ক (পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত সড়ক ব্যতীত) নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব যথাক্রমে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর ন্যস্ত। বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী এলজিইডি তিন শ্রেণির সড়ক নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। এগুলো হচ্ছে- উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক এবং গ্রাম সড়ক (টাইপ-এ ও ২ কিলোমিটার পর্যন্ত টাইপ-বি)।

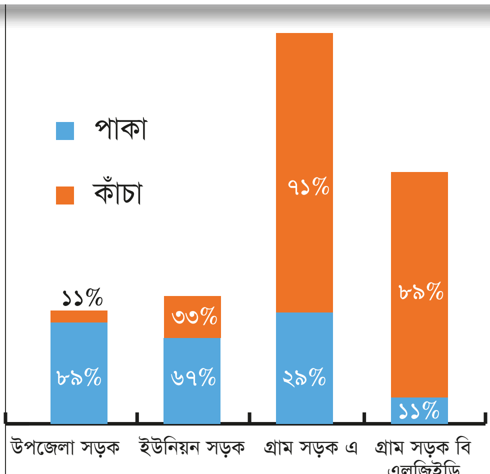

চিত্র-৪.১: সড়ক উন্নয়ন চিত্র

ছক-৪.১: শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী সড়কের অবস্থা

ক্রমিক নং	সড়কের শ্রেণি	সড়কের সংখ্যা	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)		
			মোট	পাকা সড়ক	কাঁচা সড়ক
১	উপজেলা সড়ক	৪,৭৬৪	৩৭,২৫৪	৩৩,৩২৩	৩,৯৩১
২	ইউনিয়ন সড়ক	৮,০৫৬	৪১,৮২৮	২৮,২০০	১৩,৬২৮
৩	গ্রাম সড়ক -এ	৪৮,৫১৪	১২৮,৪৭৬	৩৬,৬২৭	৯১,৮৪৯
৪	গ্রাম সড়ক -বি (⩾২ কি.মি.) (এলজিইডি)	২৮,২৫৫	৮২,৭১৬	৮,৭১০	৭৪,০০৬
৫	গ্রাম সড়ক -বি (এলজিআই)	৬১,৫৩১	৬৩,০৫৮	৯,৫৫৯	৫৩,৪৯৯
মোট		১,৫১,১২০	৩,৫৩,৩৩২	১,১৬,৪১৯	২,৩৬,৯১৩

বর্তমানে এলজিইডির পল্লি সড়ক নেটওয়ার্কের পরিমাণ ৩,৫৩,৩৩২ কিলোমিটার, এর মধ্যে পাকা সড়কের পরিমাণ ১,১৬,৪১৯ কিলোমিটার।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এলজিইডি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে মোট ৫,৪০০ কিলোমিটার সড়ক উন্নয়ন করেছে। ফলে বর্তমানে ৩৭,২৫৪ কিলোমিটার উপজেলা সড়কের মধ্যে শতকরা ৮৯ ভাগ এবং ৪১,৮২৮ কিলোমিটার ইউনিয়ন সড়কের মধ্যে শতকরা ৬৭ ভাগ উন্নীত হয়েছে।

গ্রাম সড়ক-এ এবং গ্রাম সড়ক-বি (২ কিলোমিটার পর্যন্ত) এর ক্ষেত্রে এই অগ্রগতি যথাক্রমে শতকরা ২৯ ও ১১ ভাগ।

সেতু/কালভার্ট নির্মাণ

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অর্জন
সেতু/কালভার্ট ৮১০টি (দৈর্ঘ্য ৩০,০০০ মিটার)

১০০ মিটার ও এর উর্ধ্বে দীর্ঘ সেতু ৩৫টি দৈর্ঘ্য ৯,২৩০ মি.	১০০ মিটারে নিচে সেতু ৭৭৫টি দৈর্ঘ্য ২০,৭৭০ মি.

নদীমাতৃক বাংলাদেশের সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে রয়েছে নানা প্রতিবন্ধকতা। নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে এলজিইডি দেশব্যাপী গ্রামীণ সড়কে সেতু নির্মাণ করছে। প্রথমদিকে এলজিইডি সীমিত পরিসরের সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ করলেও বর্তমানে ১,৪৯০ মিটার পর্যন্ত দীর্ঘ সেতু নির্মাণ করছে। পানির স্বাভাবিক প্রবাহ ও নির্বিঘ্ন নৌযান চলাচল নিশ্চিত করতে হরাইজেন্টাল ও ভার্টিকাল ক্লিয়ারেন্স বজায় রেখে সেতুগুলো নির্মাণ করা হয়। ১০০ মিটার ও তদূর্ধ্ব সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল সমীক্ষা করা হচ্ছে।

সড়ক, সেতু ও কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অর্জন

সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ		
নিয়মিত	সময়ান্তর	সেতু ও কালভার্ট
১১,২০০ কি.মি.	৭,৭২৪ কি.মি.	১,২৪৪ মিটার

বছরব্যাপী নির্বিঘ্ন যানবাহন চলাচল নিশ্চিত করতে সড়ক ও সড়ক অবকাঠামোর নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ জরুরি। প্রতিটি অবকাঠামো উন্নয়নের সময় ডিজাইন লাইফ নির্ধারণ করা হয়। অবকাঠামোর স্থায়ীত্ব ডিজাইন লাইফ পর্যন্ত বজায় রাখতে প্রয়োজন নিয়মিত ও সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণ। রক্ষণাবেক্ষণ অবকাঠামোকে ব্যাপক ক্ষতি থেকে রক্ষা করে, পাশাপাশি অর্থনৈতিক অপচয়ও রোধ করে।

এলজিইডি নির্মিত অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বছরের শুরুতে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো নিয়মিতভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়ে থাকে। এলজিইডির অনুকূলে সরকার প্রতিবছর গ্রামীণ সড়ক, সেতু ও কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজস্ব বাজেটের আওতায় বরাদ্দ দিয়ে থাকে। এছাড়াও বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়।

গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজার উন্নয়ন

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অর্জন

গ্রোথ সেন্টার	হাটবাজার
৮৫টি	১০০টি

গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজার গ্রামীণ অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র, যা স্থানীয় পুঁজি গঠন, সঞ্চালন ও উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখে। স্থানীয় কৃষক, পণ্য উৎপাদনকারী এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের নায্যমূল্যে এবং নির্বিঘ্নে পণ্য বিপণনের সুযোগ সৃষ্টির জন্য এলজিইডি সারাদেশে গ্রোথ সেন্টার ও গ্রামীণ হাটবাজার উন্নয়ন করে থাকে।

ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অর্জন

১১০টি কমপ্লেক্স নির্মাণ

ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালীকরণ ও তৃণমূল পর্যায়ের জনগণকে একই ছাদের নিচ থেকে 'ওয়ানস্টপ সার্ভিস' সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দেশের সবগুলো ইউনিয়নে (৪,৫৭১টি) ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি কমপ্লেক্সে নির্বাচিত ইউপি চেয়ারম্যান, সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার অফিস স্থাপন করা হয়েছে। ১৯৯৮ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সের টাইপ ডিজাইন অনুমোদন করেন। জনগণকে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি ও এর অবকাঠামোগত উন্নয়ন সুবিধা নিশ্চিত করতে আইসিটি কক্ষ, অপেক্ষাগার, সভাকক্ষ, নারী সদস্যদের জন্য পৃথক টয়লেট সুবিধাসহ ইউনিয়ন পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনার সকল সুবিধা সন্নিবেশ করা হয়েছে।

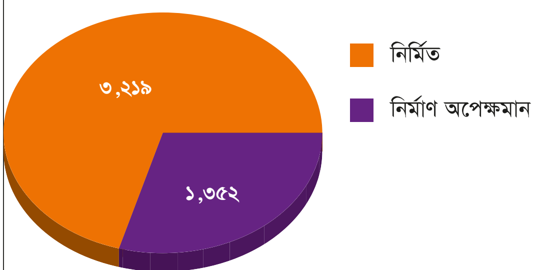

চিত্র-৪.২: ইউপি কমপ্লেক্সের সংখ্যা

ছক-৪.২: ইউপি কমপ্লেক্স নির্মাণের বর্তমান অবস্থা

ক্রমিক নং	প্রকল্প	নির্মিত ইউপি কমপ্লেক্সের সংখ্যা
১	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ (প্রথম পর্যায়)	১,৪৬৮
২	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ (দ্বিতীয় পর্যায়)	৮১২
৩	এলজিইডির অন্যান্য প্রকল্প ও জেলা পরিষদ	৯৩৯
	মোট	৩,২১৯

উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ/সম্প্রসারণ

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অর্জন

৫৮টি উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ/সম্প্রসারণ

উপজেলা পরিষদের অবকাঠামোগত সুবিধাদি বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। নবসৃষ্ট ৩০টি উপজেলায় ৪০ হাজার বর্গফুট আয়তনের অফিস স্পেসের সংস্থান করা হলেও অবশিষ্ট ৪৫৯টি উপজেলায় এই সুবিধা ছিল না। বর্তমানে ২৩৩টি উপজেলা কমপ্লেক্স নির্মাণ ও সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আধুনিক নকশা সম্বলিত ৬ তলা বিশিষ্ট ৪ তলার প্রতিটি প্রশাসনিক ভবনের আয়তন ১৭ হাজার বর্গফুট। বহুমুখী ব্যবহার উপযোগী ৪ হাজার বর্গফুটের পৃথক একটি হলরুম নির্মাণ করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিকনির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি ভবনে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারে প্রযুক্তি সংযুক্ত করা হয়েছে।

সামাজিক অবকাঠামো

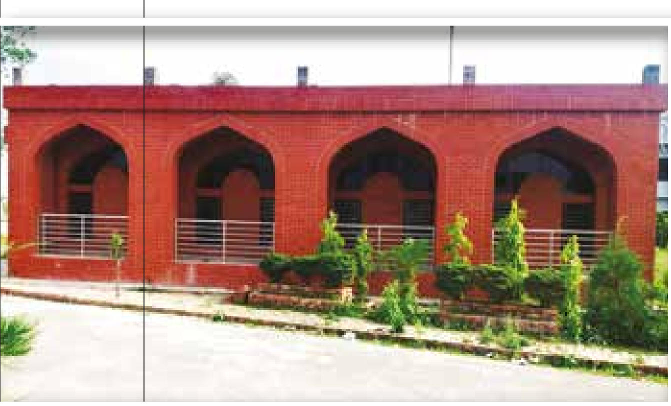

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অর্জন অবকাঠামো উন্নয়ন ৩,৭৬৪টি

বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। সবধর্মের মানুষ এখানে নির্বিঘ্নে ধর্মীয় ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত এদেশের জনগণ এক অন্যের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। ধর্মীয় মেলবন্ধনের এই দৃষ্টান্তকে অক্ষুণ্ণ রাখতে এলজিইডি মসজিদ, মন্দির, কবরস্থান, শ্মশানঘাট ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

বহুমুখী সাইক্লোন শেল্টার

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অর্জন

সাইক্লোন শেল্টার	সংযোগ সড়ক
নির্মাণ- ৬৬টি/চলমান-১৮৪টি	নির্মাণ-১২ কি.মি./চলমান-৯৬ কি.মি.

সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে উপকূলীয় জনগণের জানমাল সুরক্ষায় এলজিইডি বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করছে। ইতোপূর্বে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় বর্তমানে দেশের উপকূলীয় ৯টি জেলায় ৫৫৬টি দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং ৪৫০টি আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে 'বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প' বাস্তবায়িত হচ্ছে। আশ্রয়কেন্দ্রে যাতায়াতের সুবিধার জন্য ১৮২ কি.মি. সংযোগ সড়ক ও ৬৫৬ মিটার সেতু/কালভার্ট নির্মাণের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে রয়েছে প্রসূতি ও নবজাতকের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা এবং বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সৌরবিদ্যুতের সংস্থান। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ভিত্তিক সাইক্লোন শেল্টারগুলো প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে স্থানীয় জনসাধারণের গবাদিপশু ও অন্যান্য সম্পদ সুরক্ষাসহ বিভিন্ন সামাজিক সুযোগ সুবিধা যেমন- সামাজিক অনুষ্ঠান ও টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অর্জন রোপিত চারা ২,৯১,৭৩৪টি

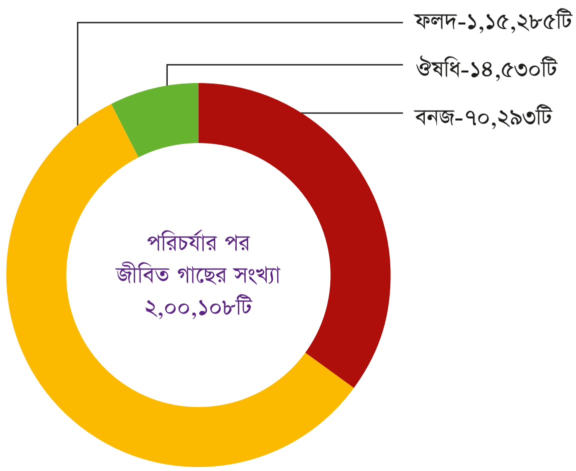

চিত্র-৪.৩: জীবিত গাছের সংখ্যা

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষের কোনো বিকল্প নেই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নতুন প্রকল্প গ্রহণের সময় প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ এবং অধিকহারে বনজ ও ফলদ গাছ লাগানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে সড়কের উভয় পাশে বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা কার্যক্রমকে নিয়মিত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে এলজিইডি।

ল্যান্ডিংঘাট নির্মাণ

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অর্জন ৫২টি

বাংলাদেশ নদ-নদীর দেশ। নদী তীরে প্রাচীনকাল থেকেই গড়ে উঠেছে জনবসতি, হাটবাজার, কলকারখানা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। যখন এদেশের সড়ক যোগাযোগ তেমন মজবুত ছিল না তখন নদীই ছিল মানুষের যাতায়াতের অন্যতম প্রধানপথ। বর্তমানে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হলেও অর্থনৈতিক দিক থেকে সাশ্রয়ী হাওয়ায় পল্লি এলাকার অনেকেই পণ্য পরিবহনে নদীপথ ব্যবহার করে। এই বাস্তবতায় নদী তীরবর্তী গ্রামীণ হাটবাজার ও গ্রোথ সেন্টারে পাকা ঘাট নির্মাণ করছে এলজিইডি। পণ্য উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী ও নৌপথে চলাচলকারীদের নৌযানে ওঠানামা নিরাপদ ও সহজ করতে এসব ঘাট নির্মাণ করা হয়।

নগর উন্নয়ন

বর্তমানে বাংলাদেশে মোট পৌরসভার সংখ্যা ৩২৮টি। পৌরসভার সৃষ্টির অন্যতম উদ্দেশ্য পৌরবাসীকে নাগরিক সুবিধা দেওয়া। নাগরিকদের স্বাচ্ছন্দে চলাচলের জন্য রাস্তাঘাট, ফুটপাত নির্মাণ ও সংস্কার; শহরের জলাবদ্ধতা দূর করার জন্য ড্রেন নির্মাণ ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা সচল রাখা; শহরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও রাতে নিরাপদ চলাচলের জন্য সড়কবাতির ব্যবস্থা- এই ৪টি সুবিধা প্রদান পৌরসভার মূল দায়িত্ব। এছাড়াও পৌরসভা অন্যান্য নাগরিক সুবিধা সম্প্রসারণ করে থাকে, যার মধ্যে অন্যতম পৌরবাসীর চিত্তবিনোদনের জন্য পার্ক নির্মাণ ও সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা। কিন্তু নানা কারণে বাংলাদেশের পৌরসভারগুলোর অর্থনৈতিক ভিত্তি শক্তিশালী নয়। এছাড়াও পরিচালন ব্যবস্থার দুর্বলতা ও অপরিকল্পিত নগরায়ণ জনগণের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার আর্থিক সহায়তায় পৌরসভার অবকাঠামো ও পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং দক্ষতা বাড়াতে এলজিইডি দেশের পৌরসভাগুলোকে কারিগরি সহায়তা দিয়ে থাকে। এলজিইডির বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে পৌরসভায় যেসব কার্যক্রম পরিচালিত হয়, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে তার অর্জনসমূহ নিচে তুলে ধরা হলো-

নগর অবকাঠামো উন্নয়ন

সড়ক উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ফুটপাত নির্মাণ

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অর্জন

সড়ক উন্নয়ন	সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	ফুটপাত নির্মাণ
৮৭৩ কিলোমিটার	১৪০ কিলোমিটার	৮৭৩ কিলোমিটার

নাগরিক সেবার অন্যতম চাহিদা উন্নত সড়ক ব্যবস্থা। এই চাহিদা মেটাতে দেশের সকল পৌরসভা এবং ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন বাদে অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি পরিকল্পিতভাবে সড়ক উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। একই সঙ্গে পথচারীদের স্বাচ্ছন্দে চলাচলের জন্য ফুটপাত নির্মাণ করা হয়। প্রশস্ত সড়কের মাঝে সড়ক বিভাজক নির্মাণ করে প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষায় বৃক্ষরোপণ করা হয়ে থাকে। সামাজিক ও পরিবেশগত সুরক্ষা নিশ্চিত করে এসব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

ড্রেন

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অর্জন

ড্রেন নির্মাণ
৩০০ কিলোমিটার

জলাবদ্ধতা শহর ও নগরের একটি বড় সমস্যা। পর্যাপ্ত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকায় অল্প বৃষ্টিতেই শহরগুলোতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। পথ চলতে নাগরিকদের পড়তে হয় বিড়ম্বনায়। অপচয় হয় মূল্যবান সময় এবং ব্যয় হয় অতিরিক্ত অর্থ। একই সঙ্গে জলাবদ্ধতা সড়কের ব্যাপক ক্ষতি করে, ফলে সড়ক রক্ষণবেক্ষণ ব্যয়ও বেড়ে যায়। এই বাস্তবতায় শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনে এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় শহরের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নে ড্রেন নির্মাণ করে থাকে। এসব ড্রেনের ওপরে সাধারণত পথচারী চলাচলের জন্য ফুটপাত নির্মাণ করা হয়।

বাস ও ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অর্জন বাস/ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ ৮টি

আন্তঃজেলা ও বিভিন্ন স্থানে দ্রুত ও স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের জন্য নাগরিকদের গণপরিবহনের ওপর নির্ভর করতে হয়। এছাড়াও নগরে পণ্য পরিবহনের জন্য ট্রাক এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। একটি আদর্শ নগরের জন্য দরকার সমন্বিত সুশৃঙ্খল পরিবহন ব্যবস্থা, যার অন্যতম দিক বাস ও ট্রাক টার্মিনাল। নগরগুলোয় পর্যাপ্ত বাস ও ট্রাক টার্মিনাল না থাকায় সড়কে যানজট তৈরি হয়। সড়কের মধ্যে বাস থামিয়ে যাত্রী ওঠাতে-নামাতে গিয়ে অনেকসময় দুর্ঘটনাও ঘটে। সড়কের পাশে বাসের জন্য যাত্রীদের অপেক্ষা করতে হয়, যা ঝুঁকিপূর্ণ। এসব সমস্যা দূর করে যাত্রীদের যাতায়াত নিরাপদ, আরামদায়ক ও নির্বিঘ্ন করতে এলজিইডি বাস ও ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ করছে।

কিচেন মার্কেট

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অর্জন ১৮টি

নগরবাসীর প্রাত্যহিক বাজার-ঘাটের সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে এলজিইডি নগর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পৌরসভায় পরিবেশসম্মত কাঁচাবাজার বা কিচেন মার্কেট নির্মাণ করছে। এসব বাজারে তরি-তরকারি ও মাছ-মাংসের জন্য রয়েছে আলাদা ব্যবস্থা। মুদি ও মনোহারি সামগ্রী বিপণনের ব্যবস্থাও রয়েছে এসব কিচেন মার্কেটে।

কঠিনবর্জ্য ব্যবস্থাপনা

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অর্জন

ছক-৪.৩: বর্জ্য ব্যপস্থাপনা

ক্রমিক নং	অঙ্গ	সংখ্যা
১	ডাম্পিংগ্রাউন্ড নির্মাণ	২টি
২	ফিক্যাল স্ল্যাজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ	১টি
৩	ডাম্পট্রাক	৯৯টি
৪	ভ্যাকুট্যাগ	১টি
৫	ডাস্টবিন	৮০টি

নগরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। কঠিন বর্জ্য জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। বাসাবাড়ির বর্জ্য ও নগরের কঠিন বর্জ্য অপসারণে পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি, দক্ষ জনবল ও পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার অভাব পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনকে মারাত্মক মুখে ফেলেছে।

যশোর পৌরসভায় নবনির্মিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্ল্যান্ট

নগরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন আনতে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনকে সহায়তা দিচ্ছে এলজিইডি। এর আওতায় রয়েছে ডাম্পিংগ্রাউন্ড, সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন, ফিক্যাল স্ল্যাজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ। বর্জ্য অপসারণের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় পৌরসভায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করছে এলজিইডি। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ডাস্টবিন। যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা না ফেলে ডাস্টবিনে তা ফেলে নগর পরিচ্ছন্ন রাখা সম্ভব। এলজিইডি পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে ডাস্টবিন স্থাপন করছে।

পাবলিক টয়লেট/কমিউনিটি ল্যাট্রিন

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অর্জন

পাবলিক টয়লেট/কমিউনিটি ল্যাট্রিন ১১টি

নগর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে প্রয়োজন পর্যাপ্ত পাবলিক টয়লেটের। এটি জনস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের শহর ও নগর এলাকায় পর্যাপ্ত পাবলিক টয়লেট না থাকায় নগরবাসী প্রায়শই সমস্যার মুখোমুখি হয়। নগরের বস্তিগুলোতেও রয়েছে তীব্র ল্যাট্রিন সমস্যা। এই প্রেক্ষাপটে পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত নগর গড়ে তোলার লক্ষ্যে এলজিইডি পাবলিক টয়লেট ও কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ করে আসছে।

পার্ক ও বিনোদনকেন্দ্র

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অর্জন পার্ক ৬টি

সুস্বাস্থ্যের জন্য শরীর ও মন প্রফুল্ল রাখা জরুরি। এজন্য প্রয়োজন নির্মল বায়ু, সকাল অথবা সান্ধ্যকালীন ভ্রমণ। নগরে সবুজঅঞ্চল, পার্ক, বিনোদনকেন্দ্র নগরবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। বসবাসযোগ্য টেকসই নগর গড়তে পার্ক ও সবুজায়ন একটি অগ্রাধিকারমূলক বিষয় এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে শহর এলাকায় পার্ক ও বিনোদনকেন্দ্র নির্মাণ করছে। নগরবাসীর অবকাশ, বিশ্রাম, বিনোদন ও সুস্বাস্থ্যের জন্য নির্মিত পার্ক ও বিনোদনকেন্দ্রগুলো অবারিত করেছে নতুন দিগন্ত।

পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অর্জন

ওভারহেড ট্যাংক ২টি, পাইপ লাইন স্থাপন ৮০.৫০ কি.মি.

সুপেয় পানিপ্রাপ্তি নগরবাসীর নাগরিক অধিকার। পৌরবাসীর জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে এলজিইডি বিভিন্ন পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়নে কাজ করছে। প্রকল্পভুক্ত পৌরসভায় ওভারহেড ট্যাঙ্ক নির্মাণ, পাইপলাইন স্থাপন, পুনস্থাপন ও মিটার স্থাপন করা হচ্ছে। একই সঙ্গে উপকূলীয় পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া পৌরসভায় দৈনিক ৪.৫০ মিলিয়ন লিটার ক্ষমতা সম্পন্ন সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ করা হচ্ছে।

পরিচ্ছন্নকর্মী নিবাস

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অর্জন

১০ তলা ভবন ৪টি, ফ্ল্যাট সংখ্যা ৩২৫টি

পরিচ্ছন্নকর্মীরা নগর পরিচ্ছন্ন রাখতে কাজ করলেও এদের রয়েছে তীব্র আবাসন সমস্যা। পরিচ্ছন্নকর্মীদের জন্য সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর জীবন নিশ্চিত করতে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় এলজিইডি ১০ তলা বিশিষ্ট ১৩টি ভবন নির্মাণ করছে। ৪৭২ বর্গফুট আয়তনের ১,১৪৮টি ফ্ল্যাটের প্রতিটিতে রয়েছে ২টি শয়ন কক্ষ, ১টি রান্নাঘর, ১টি টয়লেট ও ২টি বারান্দা। প্রতিটি ভবনে আছে স্টোররুম, ১টি কমিউনিটি হল, লিফট, জেনারেটর, বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন ও অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা।

সড়কবাতি

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অর্জন সড়কবাতি স্থাপন ২,৩৫৯টি

নাগরিক সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে পৌরসভার ৪টি গুরুত্বপূর্ণ সেবার একটি পৌর এলাকায় সড়কবাতি স্থাপন। রাতে নাগরিকদের নিরাপদ চলাচলের জন্য সড়কবাতি অপরিহার্য। এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে পৌরসভার যেসব সড়ক উন্নয়ন করে থাকে, সেসব সড়কের মধ্যে বাতিবিহীন সড়কে চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সড়কবাতি স্থাপন করা হয়। এতে রাতের বেলা নাগরিকদের চলাচল নিরাপদ হচ্ছে।

সেতু/কালভার্ট

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অর্জন ৩,৬১৫.৩২ মিটার

বাংলাদেশে অনেক পৌরসভা আছে, যেগুলোর ভেতর দিয়ে নদী বা খাল প্রবাহমান। এসব প্রবাহমান জলাধার পৌরবাসীর যাতায়াত ব্যবস্থাকে ব্যাহত করলেও পৌর এলাকার পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রাখতে নদী বা খালের প্রবাহ সচল রাখার কোনো বিকল্প নেই। এছাড়া পরিবেশ সুরক্ষার জন্যও এসব জলাধার সংরক্ষণ প্রয়োজন। তাই পৌর এলাকার ভেতরে অবস্থিত নদী বা খাল বাঁচিয়ে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে পৌর এলাকায় প্রয়োজন অনুযায়ী সেতু বা কালভার্ট নির্মাণ করে থাকে।

কমিউনিটি সেন্টার

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অর্জন ৪টি

দেশের মানুষের আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে আধুনিক জীবনের চাহিদা। একসময় সামাজিক অনুষ্ঠানাদি বাড়িতে আয়োজন করা হলেও মানুষ এখন নির্ঝঞ্ঝাটভাবে কমিউনিটি সেন্টারে তা সম্পন্ন করতে অনেক বেশি আগ্রহী। এছাড়া বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজনের পাশাপাশি জাতীয় অনুষ্ঠানাদি আয়োজনের জন্য রাজধানী বা বড় শহরে বেসরকারিভাবে অবকাঠামো গড়ে উঠলেও পৌরসভা পর্যায়ে তা বিস্তৃত হয়নি। এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে এলজিইডি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের সহায়তায় কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করছে।

সাইক্লোন শেল্টার

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অর্জন ২টি

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ একটি দেশ। উপকূলীয় এলাকায় এই ঝুঁকি অনেক বেশি, বিশেষত সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস জানমালের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে থাকে। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত আবহাওয়ার বিরূপ প্রভাবে এখন ঘূর্ণিঝড়ের মাত্রা যেমন বেড়েছে, পাশাপাশি প্রায়শ এ ধরনের ঝড় আঘাত হানছে। এই প্রেক্ষাপটে উপকূলবাসীর জানমাল সুরক্ষায় পল্লি এলাকার মতো পৌর এলাকায়ও এলজিইডি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করছে। কোস্টাল টাউনস্ এনভায়রনমেন্টাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট এর আওতায় উপকূলীয় ১০টি পৌরসভায় ২২টি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে।

পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন

টাউন লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (টিএলসিসি)

নগরের টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন। এলজিইডি নগর পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়নের বিষয়টিকে বিশেষভাবে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে জনঅংশগ্রহণমূলক এবং জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে প্রতিটি পৌরসভায় টাউন লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (টিএলসিসি) গঠন করা হয়েছে। ৫০ সদস্য বিশিষ্ট টিএলসিসিতে পৌরসভার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, সুবিধাভোগী, বস্তিবাসীর প্রতিনিধি, নারী ও নগরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণের মাধ্যমে নগর উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছেন। পৌরমেয়রের সভাপতিত্বে ত্রৈমাসিকভিত্তিতে টিএলসিসির সভা অনুষ্ঠিত হয়। টিএলসিসি সভার অনুমোদনের সাপেক্ষে পৌরসভার উন্নয়ন কার্যক্রম গৃহীত হয়।

ওয়ার্ড কমিটি

নগর উন্নয়নে ওয়ার্ড কমিটিগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রথাগতভাবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া ছিল পিরামিডের মতো ওপর থেকে নিচে। কিন্তু জনঅংশগ্রহণ ছাড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ উন্নয়নকে টেকসই করতে পারে না। এ পরিপ্রেক্ষিতে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়ন ও অন্যান্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তৃণমূলের জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পৌরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ড কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে নগর পরিচালন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে সিদ্ধান্তগ্রহণ নিচ থেকে ওপর পদ্ধতিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ওয়ার্ড কমিটিগুলো স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিত ও এর গুরুত্ব বিবেচনা করে টিএলসিসি সভায় উপস্থাপনের মাধ্যমে নগর উন্নয়নে কাজ করছে। এছাড়াও স্থানীয় পর্যায়ের সামাজিক সমস্যা সমাধানেও কমিটিগুলো দায়িত্ব পালন করছে।

আয়কর ব্যবস্থাপনা

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে পৌরসভার আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে এলজিইডি সহযোগিতা দিয়ে আসছে। কম্পিউটারাইজড ট্যাক্স বিলিং পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে আয়কর আদায়ে দৃশ্যমান পরিবর্তন এসেছে। স্থানীয় সম্পদ আহরণে সক্ষমতা বাড়ায় পৌরসভার আয় উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। বর্তমানে পৌরসভাগুলো কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়মিত বেতন প্রদান ও দায়দেনা পরিশোধ করতে পারছে। একই সঙ্গে সম্পদ আহরণে গতিশীলতা এবং আর্থিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা এসেছে।

দক্ষতা উন্নয়ন

এলজিইডি সূচনালগ্ন থেকেই দক্ষ জনবল গড়ে তুলতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নগর সেক্টর কার্যক্রমের অন্যতম দিক এর পরিচালন ব্যবস্থার মানোন্নয়ন। আর এর জন্য প্রয়োজন দক্ষ জনবল। এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে পৌরসভার জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পরিকল্পিত নগরায়ণ, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, কমিউনিটি মোবিলাইজেশনসহ প্রাসঙ্গিক বিষয়ের ওপরে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন

গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি থেকে এলজিইডি ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। অংশগ্রহণমূলক এসব প্রকল্পের আওতায় উপ-প্রকল্প নির্বাচন ও পরিকল্পনা প্রণয়ন থেকে শুরু করে এর বাস্তবায়ন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে উপকারভোগী সবাই অংশগ্রহণ করে থাকেন। তাঁদের নিয়েই পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) গঠিত হয়।

এলজিইডির ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পের উপকারভোগীগণ সঠিক পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি, সমবায়ভিত্তিক উন্নয়ন, সমন্বিত কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন, ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজেদের সমবায় সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে দেশি জাতের হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল-ভেড়া পালন, বসতবাড়িতে সবজি চাষ, লাউ-কুমড়া জাতীয় সবজি উৎপাদন করে একদিকে যেমন আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন, অন্যদিকে দেশকে খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জনে অবদান রাখছেন। কৃষি, সবজি ও মৎস্য উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ওপরের সারিতে। ধান উৎপাদনে চতুর্থ, মাছ ও সবজি উৎপাদনে তৃতীয় স্থানে রয়েছে।

এলজিইডির এসব ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের ওপর চাপ কমছে, যা সামগ্রিকভাবে পরিবেশ সুরক্ষায় ভূমিকা রাখছে।

বাঁধ নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অর্জন

বাঁধ নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ
১৪৬ কিলোমিটার

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। অতিবৃষ্টি, বন্যা ও পাহাড়ি ঢলের কারণে অনেক সময় জমির ফসল ও আবাদি জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এলজিইডি বন্যা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য বাঁধ নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণসহ প্রয়োজনীয় পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো নির্মাণ করে থাকে।

খাল/পুকুর খনন ও পুনর্খনন

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অর্জন

খাল খনন ও পুনর্খনন	পুকুর পুনর্খনন
৫০০ কিলোমিটার	১৩.১৭ একর

বাংলাদেশ নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়ের দেশ। বর্তমানে উদ্বেগজনক হারে দেশের খাল, বিল, পুকুর ও জলাশয় ভরাট হয়ে যাচ্ছে। ফলে প্রতিবেশ ও পরিবেশের ওপর পড়ছে বিরূপ প্রভাব। বিশেষত খাদ্য ও মৎস্য উৎপাদন, জলজ সম্পদ আহরণের ওপর পড়ছে নেতিবাচক প্রভাব। ভূ-উপরিস্থ পানির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, এর সুষ্ঠু সংরক্ষণ এবং ব্যবহারের জন্য এলজিইডি নাব্য হারানো খাল ও পুকুর পুনর্খননে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। কৃষি উন্নয়নে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে সেচকার্য পরিচালনা এবং মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে এসব খাল ও পুকুরের অনেক অবদান রয়েছে।

রেগুলেটর নির্মাণ

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অর্জন

রেগুলেটর নির্মাণ
১০৩টি

শুষ্ক মৌসুমে চাষবাদের জন্য পর্যাপ্ত পানির স্বল্পতা দেখা দেয়। অন্যদিকে বর্ষা মৌসুমে নদী-নালা-খাল ও বিলের পানি উপচে ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। রেগুলেটর নির্মাণ করে কৃষিজমিতে পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সেচ ও কৃষি উন্নয়নে এলজিইডি কাজ করছে। রেগুলেটরগুলো পানিপ্রবাহ ব্যবস্থাপনা করছে, উপচেপড়া পানি কৃষিজমি থেকে বের করে দিচ্ছে এবং খরা মৌসুমে সঞ্চিতপানি সরবরাহ করে কৃষি উৎপাদনে সহায়তা করছে।

আত্মকর্মসংস্থানে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অর্জন

প্রশিক্ষণ	অংশগ্রহণকারী - ৯,২৯৬ জন
২৩৯ ব্যাচ	নারী-৫,৭১৭; পুরুষ-৩,৫৭৯

প্রতিটি পানি সম্পদ উপ-প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) গঠন করা হয়েছে। সমবায় পদ্ধতিতে সমিতি পরিচালিত হয়। সমিতির সদস্যগণ সঞ্চয় কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। সদস্যরা সমিতির সঞ্চয়কৃত অর্থ থেকে ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে আয়বর্ধনমূলক কাজ করছেন। আত্মকর্মসংস্থানে দক্ষতা বাড়াতে সদস্যদের জন্য আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুপালন, মৎস্যচাষ, বাড়ির আঙিনায় সবজিচাষ, কুটিরশিল্প, টেইলারিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে অনেকেই বিশেষ করে সমিতির নারী সদস্যরা আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়েছেন। এছাড়াও পাবসস সদস্যদের সমিতি পরিচালনা এবং উপ-প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে দক্ষতা বাড়াতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উপ-প্রকল্প সম্প্রসারণ ও সংস্কার

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অর্জন

সম্প্রসারণ/অতিরিক্ত উন্নয়নঃ ৭৭টি উপ-প্রকল্প ১,৭২৭ হেক্টর
সংস্কারঃ ৪৫০টি (রাজস্ব বাজেটে)

১৯৯৫ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে এলজিইডি সারাদেশে ১,১১৮টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এসব উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা অক্ষুণ্ন রাখতে উপ-প্রকল্পের বিভিন্ন অবকাঠামো সংস্কার করা হয়। প্রতিবছর রাজস্ব বাজেটের আওতায় স্বল্পপরিসরে অবকাঠামো মেরামত ও সংস্কার করা হয়। একই সঙ্গে স্থানীয় জনগণের চাহিদার ভিত্তিতে উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি/উপ-প্রকল্প সম্প্রসারণের জন্য অবকাঠামোগত সহায়তা এবং উপকারভোগীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

গত ১০ বছরে এলজিইডির অর্জন

গত দশ বছরে (জানুয়ারি ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১৮) পল্লি অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডির অর্জন বিগত কয়েক দশকের কাছাকাছি। এ অর্জন সম্ভব হয়েছে সরকারের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন উন্নয়ন লক্ষ্য, সমন্বিত পরিকল্পনা ও গৃহীত কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের ফলে। বাংলাদেশ অগ্রগতির সকল সূচকে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। এ অর্জনে দেশব্যাপী গড়ে তোলা পল্লি ভৌত অবকাঠামোর ব্যাপক অবদান রয়েছে।

২০১৬ সালে বিশ্বব্যাংকের এক গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে, গ্রামীণ যোগাযোগ সূচকে বাংলাদেশের অর্জন শতকরা ৮৬.৭ ভাগ। অর্থাৎ দেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর শতকরা ৮৬.৭ ভাগ সর্বোচ্চ দুকিলোমিটার বা ত্রিশ মিনিট হাঁটার পর যে কোনো পাকা সড়কে উঠতে পারে। দেশব্যাপী শক্তিশালী সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক তৈরি হওয়ায় সার্বিক উন্নয়ন সূচকে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, শিক্ষাপ্রসার, স্বাস্থ্য সুবিধা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারিত হচ্ছে, ফলে দারিদ্র্য হ্রাস পাচ্ছে।

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ২০০৯ সালের ৩১.৫ শতাংশ থেকে কমে ২০১৮ সালে দাঁড়িয়েছে ২১.৩ শতাংশ। অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, দেশের মাথাপিছু আয় ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ছিল ৭০৩ মার্কিন ডলার যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে হয়েছে ১ হাজার ৯০৯ মার্কিন ডলার। এ সময়ে মাথাপিছু আয় বেড়েছে ১৪৯ শতাংশ। ২০০৯ সালের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছিল ৫.০৫ ভাগ যা ২০১৭-১৮ সালে ছিল ৭.৮৬ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রাক্কলন করা হয়েছে ৮.১৩ ভাগ। বর্তমানে অতি দারিদ্র্যের হার ১৭.৬ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১১ দশমিক ৩ শতাংশে।

এলজিইডি গ্রামীণ ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নগর স্থানীয় সরকার পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে জনসেবার মান বৃদ্ধি এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে দেশের কৃষি ও মৎস্য সম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। এসব কার্যক্রম দারিদ্র্য হ্রাসসহ জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

গত দশ বছরে এলজিইডির অর্জিত সাফল্যের চিত্র তুলে ধরা হলো:

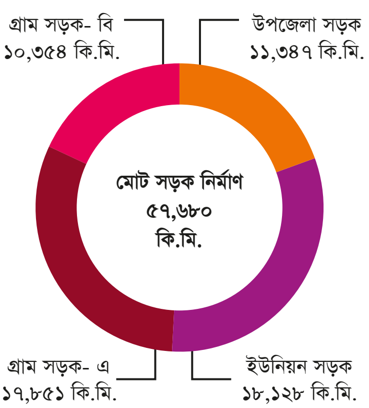

চিত্র-৪.৪: সড়ক নির্মাণ

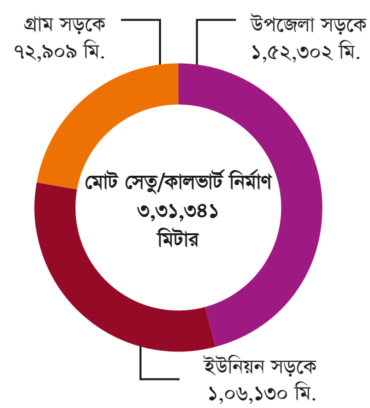

চিত্র-৪.৫: সেতু/কালভার্ট নির্মাণ

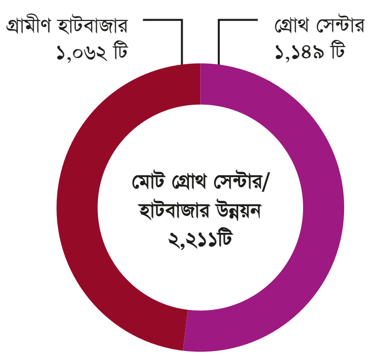

চিত্র-৪.৬: গ্রোথ সেন্টার/হাটবাজার উন্নয়ন

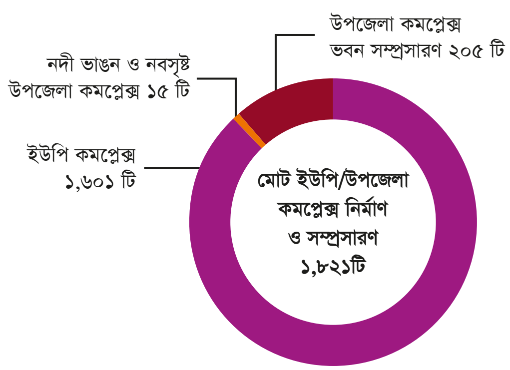

চিত্র-৪.৭: ইউপি/উপজেলা কমপ্লেক্স নির্মাণ ও সম্প্রসারণ

ছক-৪.৪: অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ

অন্যান্য অবকাঠামো	বিগত দশ বছরের অর্জন
মহিলা মার্কেট সেকশন	৯১টি
পানি সম্পদ উপ-প্রকল্প	৫০৮টি; ৩,১৬,৮৬৬ হেক্টর
সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ	৮২৬ টি
বৃক্ষরোপণ	৫,৯৮১ কি.মি.

অধ্যায়-৫

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধন

শুভ উদ্বোধন

গঙ্গাচড়া শেখ হাসিনা সেতু

Y আকৃতির শেখ হাসিনা তিতাস সেতু

২টি পরিচ্ছন্নকর্মী নিবাস

১০টি নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র

৬টি নগর মাতৃসদন

৯টি উপজেলা পরিষদ সম্প্রসারিত প্রশাসনিক ভবন

৭টি সেতু ও ১টি জেটি

- দিনাজপুর জেলায় ঢেঁপা নদীর ওপর নির্মিত সেতু
- গাজীপুর জেলায় শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর নির্মিত সেতু
- জামালপুর জেলায় ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর শহিদ লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল সেতু
- জামালপুরে ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর শহিদ মে.জে. খালেদ মোশাররফ বীর উত্তম সেতু
- টাঙ্গাইল জেলায় ধলেশ্বরী নদীর ওপর নির্মিত দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা সেতু
- নড়াইল জেলায় চিত্রা নদীর ওপর নির্মিত শেখ রাসেল সেতু
- মাদারীপুর জেলায় আড়িয়াল খাঁ নদীর ওপর নির্মিত শেখ লুৎফর রহমান সেতু
- কক্সবাজারের টেকনাফ এ টেকনাফ-মায়ানমার ট্রানজিট ঘাটে নির্মিত জেটি

নরসিংদী জেলায় মেঘনা নদীর ওপর নির্মিত শেখ হাসিনা সেতু

শুভ উদ্বোধন

এলজিইডি দেশব্যাপী গ্রামীণ যোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণ করছে। এর পাশাপাশি নির্মাণ করছে বিভিন্ন ধরনের আর্থসামাজিক ও সেবাদানকারী অবকাঠামো। নির্মিত এসব অবকাঠামো দেশের সার্বিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে (চারটি পৃথক অনুষ্ঠান) এলজিইডি নির্মিত ৩৮টি কাজের শুভ উদ্বোধন করেন। কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে ১০টি দীর্ঘ সেতু, ১টি জেটি, ৯টি উপজেলা পরিষদের সম্প্রসারিত প্রশাসনিক ভবন ও হলরুম, ২টি বহুতল বিশিষ্ট পরিচ্ছন্নকর্মী নিবাস, ৬টি নগর মাতৃসদন ও ১০টি নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র।

- একসময় রংপুর ছিল দুর্ভিক্ষপীড়িত এলাকা। ১৯৯৬ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠনের পর বাংলাদেশ প্রথমবারের মত খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর কোথাও আর 'মঙ্গা' শব্দটি শোনা যায় না। উত্তরবঙ্গের মানুষ মঙ্গা শব্দটি ভুলেই গেছে।

- বাঞ্ছারামপুরের ওয়াই সেতুটি নিয়ে তিন উপজেলার মানুষের মধ্যে বিতর্ক ছিল। সবাইকে ডেকে বলা হলো, বাঞ্ছারামপুর থেকে সেতুর একটা অংশ যাবে মুরাদনগরের দিকে আরেকটা অংশ যাবে হোমনার দিকে। তাহলে সেতুটি দেখতেও অন্যরকম লাগবে। ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ এলজিইডি নির্মিত 'শেখ হাসিনা তিস্তা সেতু' এবং 'শেখ হাসিনা তিতাস সেতু' উদ্বোধনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ কথা বলেন।

- যারা নগর জীবনকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখছে, তাদের সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর জীবনধারনের নিশ্চয়তা দিতে এধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ৮ অক্টোবর ২০১৮ ধলপুর ও দয়াগঞ্জে পরিচ্ছন্নকর্মীদের আবাসিক ভবন উদ্বোধনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ কথা বলেন।

- পৃথিবীতে কোনো দেশ এতো অল্পসময়ে উন্নতি করতে পারে কিনা? আমরা সেই অসাধ্য সাধন করতে পেরেছি। বাংলাদেশকে আরও অনেক দূর যেতে হবে। ২০১৮ এর ১১ অক্টোবর ২০টি জেলায় ৩৩টি উন্নয়নমূলক কাজের উদ্বোধনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

২টি সেতু উদ্বোধন

শুভ উদ্বোধন করেন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

১ আশ্বিন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
১৬ সেপ্টেম্বর২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

রংপুর জেলায় তিস্তা নদীর ওপর ৮৫০ মিটার দীর্ঘ গঙ্গাচড়া শেখ হাসিনা সেতু

২০ সেপ্টেম্বর ২০১২ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিস্তা নদীর ওপর ৮৫০ মিটার দীর্ঘ সেতুটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। সেতুটি নির্মাণের পূর্বে লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলায় অবস্থিত স্থলবন্দর বুড়িমারি যেতে রংপুর থেকে লালমনিরহাট হয়ে ১৩৫ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে হতো। সেতুটি নির্মিত হওয়ায় বুড়িমারি স্থলবন্দরের সঙ্গে দূরত্ব ৪০ কিলোমিটার কমেছে। সেতুটি আদিতমারি, কালিগঞ্জ, হাতিবান্ধা ও পাটগ্রাম চারটি উপজেলাকে সংযুক্ত করেছে। এতে এ অঞ্চলের জনগণের যোগাযোগ সহজ হয়েছে।

বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সেতুটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১২৩ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা। প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট গার্ডার নির্মিত সেতুটির প্রস্থ ৯.৬০ মিটার। এর উভয় পার্শ্বে ০.৯০ মিটার ফুটপাত রয়েছে। যানবাহন চলাচল অংশের প্রস্থ ৭.৩০ মিটার। সেতুটিতে ৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের মোট ১৭টি স্প্যান রয়েছে। ১,৩০০ মিটার নদীর তীর সংরক্ষণ করা হয়েছে। সর্বোচ্চ বন্যাসীমা থেকে ন্যূনতম নৌ চলাচল উচ্চতা রাখা হয়েছে ৫.৭০ মিটার। রাতে নিরাপদ চলাচলের জন্য সেতুতে বৈদ্যুতিক বাতি স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে সেতুটি নির্মিত হয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় তিতাস নদীর ওপর ৭৭১ মিটার দীর্ঘ Y আকৃতির শেখ হাসিনা তিতাস সেতু

বাঞ্ছারামপুর উপজেলা ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্যতম বৃহৎ একটি উপজেলা, যার মধ্য দিয়ে তিতাস নদী প্রবাহিত। এই উপজেলার ফরদাবাদ ইউনিয়নের চরলোহানিয়া ও ভুরভুরিয়া এবং পার্শ্ববর্তী কুমিল্লা জেলার হোমনা উপজেলার রামকৃষ্ণপুরকে “Y” আকৃতিতে তিনটি খণ্ডে বিভক্ত করেছে তিতাস নদী। সেতুটি নির্মাণের ফলে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর উপজেলা ও পার্শ্ববর্তী কুমিল্লা জেলার হোমনা ও মুরাদনগরের সঙ্গে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলা সদরের সাথে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সদরের ১২ কিলোমিটার দূরত্ব হ্রাস পেয়েছে।

সেতুটি নির্মাণের ফলে কুমিল্লা-সিলেট মহাসড়ক হয়ে কুমিল্লার সড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এতে হোমনার সঙ্গে কুমিল্লা শহরের দূরত্ব ১০-১২ কিলোমিটার হ্রাস পেয়েছে। নারায়ণগঞ্জের গাউছিয়া ও ঢাকার পূর্বাচল হয়ে রাজধানী বিশেষ করে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের সাথে মুরাদনগরের দূরত্ব প্রায় ৩৫ কিলোমিটার কমে এসেছে।

উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় সেতুটি নির্মাণে জমি অধিগ্রহণসহ মোট ব্যয় হয়েছে ৯৯ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা। প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট গার্ডার নির্মিত সেতুটির প্রস্থ ৮.১০ মিটার। এর উভয় পার্শ্বে ০.৭৫ মিটার ফুটপাত রয়েছে। সেতুটিতে মোট স্প্যান সংখ্যা ২৪টি। সর্বোচ্চ বন্যাসীমা থেকে ন্যূনতম নৌ চলাচল উচ্চতা রাখা হয়েছে ৭.৬২ মিটার। রাতে নিরাপদ চলাচলের জন্য সেতুতে বৈদ্যুতিক বাতি স্থাপন করা হয়েছে। প্রটেকশনসহ এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণের জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় ৫.৮৫ একর এবং কুমিল্লা জেলায় ২.০২ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে সেতুটি নির্মিত হয়েছে।

করিডোর

রাজধানীর
দয়াগঞ্জ ও ধলপুরে ২টি
পরিচ্ছন্নকর্মী নিবাস
শুভ উদ্বোধন করেন
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

২৩ আশ্বিন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
০৮ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

লিফট

২০১২ সালের ২৪ জুলাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একনেক সভায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নকর্মীদের পুরাতন ঝুঁকিপূর্ণ ভবন ভেঙে নতুন ভবন নির্মাণের অনুশাসন প্রদান করেন, যার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বের ঝুঁকিপূর্ণ ১২টি ৪ তলা ভবন ভেঙে ১৩টি ১০ তলা ভবনে মোট ১,১৪৮টি ফ্ল্যাট নির্মাণের জন্য উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) প্রণয়ন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে ১ অক্টোবর ২০১৩ সালে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্প থেকে নাগরিক সুবিধাবঞ্চিত ১,১৪৮টি পরিচ্ছন্নকর্মী পরিবার আধুনিক ও যুগোপযোগী আবাসন সুবিধা পাবে। পরিবারের সদস্যদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য তথা সামগ্রিক জীবনমান উন্নত হবে।

উদ্বোধনকৃত ৪টি ভবনে রয়েছে ৩৪৫টি ফ্লাট। প্রতিটি ফ্ল্যাটের আকার ৪৭২ বর্গফুট। এতে ২টি শয়ন কক্ষ, ১টি রান্নাঘর, ১টি টয়লেট ও ২টি বারান্দা রয়েছে। প্রতিটি ভবনে লিফট এবং সার্বক্ষণিক বিদ্যুতের জন্য জেনারেটরের ব্যবস্থা আছে। আছে আলাদা বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন ও অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা। ভবনের সম্পূর্ণ ফ্লোর টাইলস্ দ্বারা আবৃত। প্রতিটি ভবনে পৃথক স্টোররুম ও একটি কমিউনিটি হল রয়েছে।

জেনারেটর

১০টি
নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র
শুভ উদ্বোধন করেন
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

২৬ আশ্বিন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
১১ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

নবনির্মিত ৩তলা বিশিষ্ট নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র

দেশের নগরাঞ্চলে বসবাসকারী অপেক্ষাকৃত দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও জীবিকার অন্বেষণে আসা মানুষের স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও মান উন্নয়নের লক্ষ্যে "আরবান প্রাইমারি হেলথ-কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্প" নামে একটি প্রকল্প স্থানীয় সরকার বিভাগ বাস্তবায়ন করেছে। এই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য শহরের দরিদ্র জনগণ বিশেষ করে নারী ও শিশুদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। ২০১২ সালের ২৪ জুলাই একনেকে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়।

প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে ১০টি ৬ তলা বিশিষ্ট নগর মাতৃসদন ভবন ও ১৯টি ৩ তলা বিশিষ্ট নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ এবং ৫১টি নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ৯টি নগর মাতৃসদন ভবনের মেরামতসহ ৪টি নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সম্প্রসারণ কাজ করা হয়েছে। এলজিইডি এসব স্বাস্থ্যসেবাদানকারী ভবনগুলো নির্মাণ করেছে। বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত এসব মাতৃসদন ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোকে রোগী সেবাবান্ধবকেন্দ্র হিসেবে নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এগুলোর মধ্যে ৬টি নগর মাতৃসদন ভবন ও ১০টি নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন করেন। ১০টি নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র হচ্ছে-

- ধুলিপাড়া দক্ষিণ রসুলপুর নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন
- সদর দক্ষিণ কমলাপুর নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন
- বাউবন্দ সদর দক্ষিণ নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন
- নীলের পাড়া নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন
- নতুন জুমাপাড়া নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র, রংপুর সিটি কর্পোরেশন
- এরশাদনগর নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র, রংপুর সিটি কর্পোরেশন
- প্রকাশ বত্রিশ নুরানী নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কিশোরগঞ্জ পৌরসভা
- তারাপাশা-সাতাল নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কিশোরগঞ্জ পৌরসভা
- বারাদি নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কুষ্টিয়া পৌরসভা
- বড়খাদা নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কুষ্টিয়া পৌরসভা

৬টি
নগর মাতৃসদন

- ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকার সিএস, প্লট-২০৯, জহুরাবাদ, মিরপুর-১ নগর মাতৃসদন
- গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকার দক্ষিণ কোলার বাজার ধীরাশ্রম নগর মাতৃসদন
- গোপালগঞ্জ পৌর এলাকার পৌরসভা কমপাউন্ড নগর মাতৃসদন
- রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকার পূর্ব খাসবাগ নগর মাতৃসদন
- কুষ্টিয়া পৌর এলাকার মিলের পাড়া নগর মাতৃসদন
- কিশোরগঞ্জ পৌর এলাকার হারুয়া নগর মাতৃসদন

নবনির্মিত ৬ তলা বিশিষ্ট নগর মাতৃসদন

নবনির্মিত সম্প্রসারিত প্রশাসনিক
ভবন উপজেলা পরিষদ,
তাড়াশ, জেলা– সিরাজগঞ্জ

৯টি
উপজেলা পরিষদ

সম্প্রসারিত প্রশাসনিক ভবন ও হলরুম নির্মাণ

শুভ উদ্বোধন করেন
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

২৬ আশ্বিন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
১১ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

স্থানীয় সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ উপজেলা পরিষদের অবকাঠামোগত সুবিধাদি সম্প্রসারণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের সেবাপ্রাপ্তির বিষয়টি সহজতর করার লক্ষ্যে ২০১১ সালে উপজেলা পরিষদ সম্প্রসারিত প্রশাসনিক ভবন ও হলরুম নির্মাণ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। গত ২৯ মার্চ ২০১১ একনেক সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রকল্পটি অনুমোদন করেন।

নবসৃষ্ট ৩০টি উপজেলায় ৪০ হাজার বর্গফুট আয়তনের অফিস স্পেসের সংস্থান করা হলেও অবশিষ্ট ৪৫৯টি উপজেলায় এই আয়তনের সুবিধাদি ছিল না। এ কারণে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ২৩৩টি উপজেলা কমপ্লেক্স নির্মাণ ও সম্প্রসারণ করা হবে।

৬-তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ৪ তলার প্রতিটি প্রশাসনিক ভবনের আয়তন ১৭ হাজার বর্গফুট। বহুমুখী ব্যবহার উপযোগী ৪ হাজার বর্গফুটের একটি সুসজ্জিত হলরুম পৃথকভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। এসব ভবনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনা অনুযায়ী বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, ব্যবহার এবং সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারের প্রযুক্তি সংযোজন করা হয়েছে। উদ্বোধনকৃত উপজেলা পরিষদগুলো হচ্ছে-

- ডোমার উপজেলা
- আত্রাই উপজেলা
- রানীনগর উপজেলা
- সিংড়া উপজেলা
- তাড়াশ উপজেলা
- কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা
- সাটুরিয়া উপজেলা
- শার্শা উপজেলা
- নোয়াখালী সদর উপজেলা

সভাকক্ষ

উপজেলা পরিষদ হলরুম

৭টি সেতু ও ১টি জেটি

দিনাজপুর জেলার কাহারোল উপজেলায় মুকুন্দপুর-কান্তজিউ বাজার ভায়া কান্তজিউ মন্দির সড়কে ঢেঁপা নদীর ওপর ২৮০ মিটার দীর্ঘ সেতু

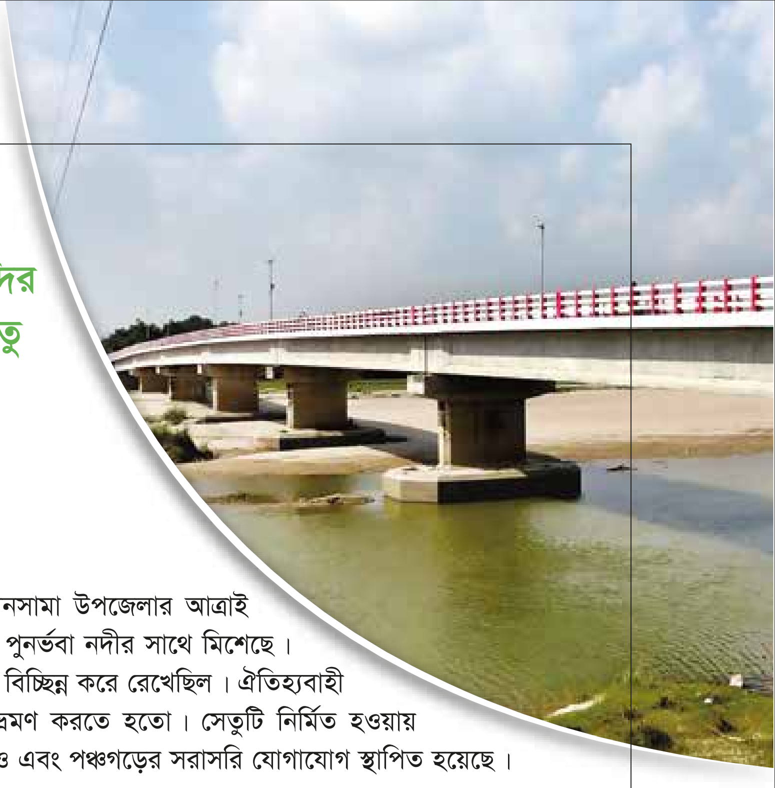

শুভ উদ্বোধন করেন
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

২৬ আশ্বিন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
১১ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

দিনাজপুর জেলা শহর থেকে ২০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে খানসামা উপজেলার আত্রাই নদীর থেকে শাখা ঢেঁপা নদী দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলায় পুনর্ভবা নদীর সাথে মিশেছে। নদীটি দিনাজপুরের বীরগঞ্জ কাহারোল সদর ও বিরল উপজেলাকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। ঐতিহ্যবাহী কান্তজিউ মন্দিরে আসা পূণ্যার্থী ও পর্যটকদের নদী পার হয়ে ভ্রমণ করতে হতো। সেতুটি নির্মিত হওয়ায় বীরগঞ্জ, কাহারোল ও বিরল উপজেলার সঙ্গে দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও এবং পঞ্চগড়ের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে।

উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় এ্যাপ্রোচসহ সেতুটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১৬ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট গার্ডার নির্মিত সেতুটির প্রস্থ ৮.১০ মিটার। এর উভয় পার্শ্বে ০.৭৫ মিটার ফুটপাত রয়েছে। সেতুটিতে মোট স্প্যান সংখ্যা ৭টি। সর্বোচ্চ বন্যাসীমা থেকে ন্যূনতম নৌ চলাচল উচ্চতা রাখা হয়েছে ২.৬০ মিটার। বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে সেতুটি নির্মিত হয়েছে।

গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলায় বরমী জিসি-পাচুয়া হাজি বাজার ভায়া সিংহশ্রী সড়কে ২৩০০ মিটার চেইনেজে শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর ৩১৫ মিটার দীর্ঘ সেতু

শুভ উদ্বোধন করেন
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

২৬ আশ্বিন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
১১ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

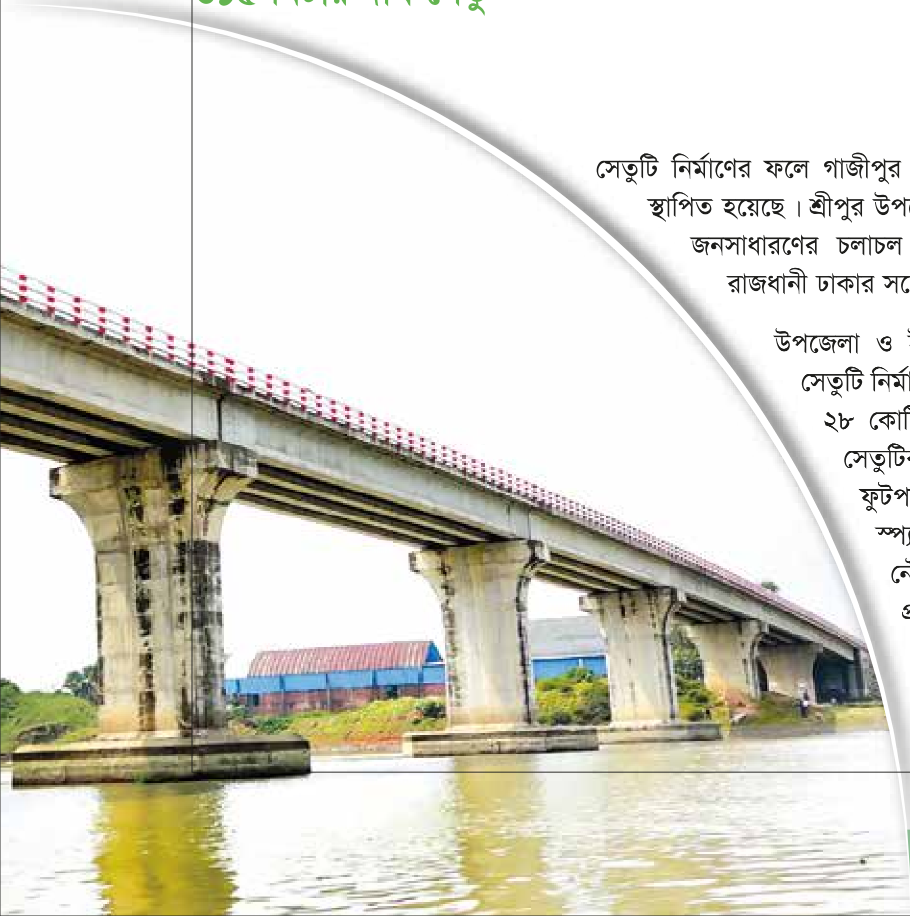

সেতুটি নির্মাণের ফলে গাজীপুর জেলার শ্রীপুর ও কাপাসিয়া উপজেলার মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। শ্রীপুর উপজেলার ৪টি এবং কাপাসিয়া উপজেলায় ৪টি ইউনিয়নের জনসাধারণের চলাচল সহজ হয়েছে। সেতুটি কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ ও রাজধানী ঢাকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এলাকার সড়ক নেটওয়ার্ক সৃষ্টি করেছে।

উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় সেতুটি নির্মাণে এ্যাপ্রোচ সড়ক ও জমি অধিগ্রহণসহ মোট ব্যয় হয়েছে ২৮ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা। প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট গার্ডার নির্মিত সেতুটির প্রস্থ ৮.১০ মিটার। এর উভয় পার্শ্বে ০.৭৫ মিটার ফুটপাত রয়েছে। সেতুটিতে মোট স্প্যান সংখ্যা ৯টি, প্রতিটি স্প্যানের দৈর্ঘ্য ৩৫ মিটার। সর্বোচ্চ বন্যাসীমা থেকে ন্যূনতম নৌ চলাচল উচ্চতা রাখা হয়েছে ৭.৬২ মিটার। প্রটেকশনসহ এ্যাপ্রোচ সড়কের দৈর্ঘ্য ৬০০ মিটার। এর জন্য ১.৫২ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। জমি অধিগ্রহণ ব্যয় ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে সেতুটি নির্মিত হয়েছে।

জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় ডেফলা ঘাট থেকে দিঘীরচর আলমডাঙ্গা সড়কে ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর ৫৬০ মিটার দীর্ঘ শহিদ লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল সেতু

শুভ উদ্বোধন করেন
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

২৬ আশ্বিন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
১১ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

দেশের অন্যতম বৃহৎ জলধারা ব্রহ্মপুত্র নদ জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলাকে দুভাগে বিভক্ত করেছে। ফলে উপজেলার পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল।

ডেভলাঘাট থেকে দীঘিরচর আলমডাঙ্গা সড়কে ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর নবনির্মিত ৫৬০ মিটার দীর্ঘ শহিদ লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল সেতুটি জেলার ইসলামপুর, দেওয়ানগঞ্জ, মেলান্দহ, মাদারগঞ্জ এবং শেরপুর সদর উপজেলার মধ্যে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন করলো। সেতুটি ৪টি গ্রোথসেন্টার এবং ৮টি বাজারকে শেরপুর শহর এবং মহাসড়কের সঙ্গে যুক্ত করেছে।

জমি অধিগ্রহণ এবং ১,০০০ মিটার ঢাল সুরক্ষা ও ২,২০০ মিটার সংযোগ সড়ক নির্মাণসহ সেতুটি নির্মাণে ব্যয় হয় মোট ৮৯ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা। অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ ৮.৮৬ একর। বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে সেতুটি নির্মিত হয়েছে।

জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর ৫৬০ মিটার দীর্ঘ শহিদ মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ বীর উত্তম সেতু

শুভ উদ্বোধন করেন
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

২৬ আশ্বিন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
১১ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় পাইলিংঘাট থেকে সভুপুরা সড়কে ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর নির্মিত ৫৬০ মিটার দীর্ঘ শহিদ মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ বীর উত্তম সেতুটি পার্শ্ববর্তী কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী এবং রাজিবপুর মহাসড়কের পাশাপাশি জামালপুর জেলার বক্সিগঞ্জ উপজেলার ভারত সীমান্তে কামালপুর স্থল বন্দরের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করলো।

চরাঞ্চলের কৃষকেরা সহজেই বাজারে পণ্য আনা-নেওয়া করতে পারছে এবং উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য পেতে শুরু করেছে। সেতুটি নির্মাণে ফলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দ্রুত ও সহজে চর এলাকায় যেতে পারছে, যা জননিরাপত্তায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

জমি অধিগ্রহণ এবং ১,০০০ মিটার ঢাল সুরক্ষা, নদীর উভয় পাড়ে ৭,৮০০ মিটার সংযোগ সড়ক নির্মাণসহ সেতুটি নির্মাণে ব্যয় হয় মোট ১১২ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ ৬.১৭ একর।

জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলাধীন ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর ২টি সেতু নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় সেতু দুটি নির্মিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৩ সালের ১০ অক্টোবর সেতু দুটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে সেতুটি নির্মিত হয়েছে।

রাত্রিকালীন ছবি

টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলায় ধলেশ্বরী নদীর ওপর ৫২০.৬০ মিটার দীর্ঘ দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা সেতু

শুভ উদ্বোধন করেন
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

২৬ আশ্বিন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
১১ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর ওপর ৫২০.৬০ মিটার আরসিসি প্রি-স্ট্রেসড সেতু নির্মাণ প্রকল্প আওতায় নির্মাণ করা হয়েছে দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা সেতু। সেতুটি নির্মাণের ফলে টাঙ্গাইলের নাগরপুর উপজেলা ও সিরাজগঞ্জের চৌহালি উপজেলার সঙ্গে রাজধানীর দূরত্ব ৪০ কিলোমিটার কমেছে। সেতুটি এলাকার কৃষি ও শিল্পজাত পণ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পর্যটন ও আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে গতি সঞ্চার করেছে।

৮০০ মিটার ঢাল সুরক্ষাসহ সেতুটি নির্মাণে মোট ব্যয় হয়েছে ৬৯ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা। প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট গার্ডার নির্মিত সেতুটির প্রস্থ ৯.৬০ মিটার। এর উভয় পার্শ্বে ০.৯০ মিটার ফুটপাত রয়েছে। সেতুটিতে মোট স্প্যান সংখ্যা ১৪টি। সর্বোচ্চ বন্যাসীমা থেকে ন্যূনতম নৌ চলাচল উচ্চতা রাখা হয়েছে ৪.৭১ মিটার। রাতে নিরাপদ চলাচলের জন্য সেতুতে বৈদ্যুতিক বাতি স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে সেতুটি নির্মিত হয়েছে।

নড়াইল জেলার সদর উপজেলায় পুরাতন ফেরিঘাট সংলগ্ন চিত্রা নদীর ওপর শেখ রাসেল সেতু

শুভ উদ্বোধন করেন
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

২৬ আশ্বিন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
১১ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলা নড়াইল একটি প্রাচীন জনপদ। বিশ্ববরেণ্য চিত্রশিল্পী এসএম সুলতানের স্মৃতিধন্য এ জেলার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে চিত্রা নদী। কথিত আছে নদীর দুকূলের চিত্র ছবির মত সুন্দর বলেই এর নাম হয়েছে চিত্রা।

নড়াইল সদর উপজেলার পুরাতন ফেরিঘাটে চিত্রা নদীর ওপর ১৪০ মিটার দীর্ঘ প্রি-স্ট্রেসড সেতু ও ১৪০ মিটার দীর্ঘ ভায়াডাক্ট নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নড়াইল সদর উপজেলায় চিত্রা নদীর ওপর ১৪০ মিটার দীর্ঘ শেখ রাসেল সেতুটি নির্মিত হয়েছে। এতে নড়াইলের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী গোপালগঞ্জ ও যশোরের সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। একই সঙ্গে জেলা সদরের সাথে কালিয়া ও লোহাগড়া উপজেলার সড়ক দূরত্ব কমে এসেছে। নদীর একটি পাড় অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ হওয়ায় ওই অংশে ১৪০ মিটার ভায়াডাক্ট নির্মাণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে সেতুটি নির্মিত হয়েছে।

মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলায় আড়িয়াল খাঁ নদীর ওপর ৬৮৬.৭৫ মিটার দীর্ঘ শেখ লুৎফর রহমান সেতু

শুভ উদ্বোধন করেন
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

২৬ আশ্বিন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
১১ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার মধ্য দিয়ে আড়িয়াল খাঁ নদী প্রবাহিত। এই নদীর ওপর ৬৮৬.৭৫ মিটার দীর্ঘ শেখ লুৎফর রহমান সেতু নির্মাণের ফলে উপজেলা সদরের সঙ্গে জেলার দূরত্ব প্রায় ২০ কিলোমিটার হ্রাস পেয়েছে। পাশাপাশি মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও বরিশাল জেলার অধিবাসীগণ সরাসরি এ সেতু থেকে উপকৃত হচ্ছেন। এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, হাটবাজার, সরকারি খাদ্য গুদাম, পোস্ট অফিসসহ বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ক্ষুদ্র শিল্পকারখানা রয়েছে। ইতোপূর্বে এই পথে চলাচলের ক্ষেত্রে নদী পাড় হতে মানুষকে বিড়ম্বনায় পড়তে হতো। সেতুটি নির্মিত হওয়ায় এলাকার যোগযোগের ক্ষেত্রে সড়ক নেটওয়ার্ক সৃষ্টি হয়েছে।

উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় সেতুটি নির্মাণে জমি অধিগ্রহণসহ মোট ব্যয় হয়েছে ৮৪ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা। প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট গার্ডার নির্মিত সেতুটির প্রস্থ ৯.৬০ মিটার। এর উভয় পার্শ্বে ০.৯০ মিটার ফুটপাত রয়েছে। সেতুটিতে মোট স্প্যান সংখ্যা ১৫টি। সর্বোচ্চ বন্যাসীমা থেকে ন্যূনতম নৌ চলাচল উচ্চতা রাখা হয়েছে ১২.২০ মিটার। রাতে নিরাপদ চলাচলের জন্য সেতুতে বৈদ্যুতিক বাতি স্থাপন করা হয়েছে। জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে ২.৭৪৩ একর। বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে সেতুটি নির্মিত হয়েছে।

কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলায় টেকনাফ-মায়ানমার ট্রানজিট ঘাটে ৫৫০ মিটার দীর্ঘ জেটি

শুভ উদ্বোধন করেন
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

২৬ আশ্বিন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
১১ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার নাফ নদীটি বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলীয় একটি পাহাড়ী নদী। সেন্টমার্টিন বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত একটি প্রবাল দ্বীপ। এটি কক্সবাজার জেলার টেকনাফ থেকে প্রায় ৯ কিলোমিটার দক্ষিণে নাফ নদীর মোহনায় অবস্থিত। টেকনাফ থেকে সেন্টমার্টিন যাওয়ার জন্য পর্যটকদের নৌযানে ওঠা-নামার সুবিধাজনক কোনো ব্যবস্থা ছিল না। নৌযানে আরোহণে অসুবিধাসহ বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতো, যা পর্যটন শিল্পের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করছিল। জেটিটি নির্মাণের মাধ্যমে সেন্টমার্টিন দ্বীপের যাতায়াতকারী পর্যটকদের লঞ্চে ওঠা-নামা অনেক নিরাপদ হয়েছে। এতে নাফ নদীসহ বঙ্গোপসাগরে চলাচলকারী নৌযানের ল্যান্ডিং সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সঙ্গে টেকনাফ থেকে সেন্টমার্টিন এর দূরত্ব ৫ কিলোমিটার হ্রাস পেয়েছে।

উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় জেটিটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৩১ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা। বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে সেতুটি নির্মিত হয়েছে।

নরসিংদী জেলায় মেঘনা নদীর ওপর ৬৩০ মিটার দীর্ঘ শেখ হাসিনা সেতু

শুভ উদ্বোধন করেন
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

১৭ কার্তিক ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
০১ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

রাজধানী ঢাকার নিকটবর্তী শিল্প-বাণিজ্য সমৃদ্ধ এক জনপদ নরসিংদী। এই জেলার সদর উপজেলার মধ্য দিয়ে মেঘনা নদী প্রবাহিত। নদীটি নরসিংদী সদর উপজেলার চরাঞ্চলের ৪টি ইউনিয়ন- করিমপুর, নজরপুর, আলোকবালী ও চরদিঘলদীকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলো। প্রতিদিন প্রায় ২৫ হাজার মানুষ নরসিংদী-করিমপুর অংশে মেঘনা নদী পার হয়ে উপজেলা ও জেলা সদরে যাতায়াত করে। নরসিংদী শহর ও ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক ধরে রাজধানীতে যাতায়াতের ক্ষেত্রে চরম অসুবিধায় পড়তে হতো।

সারা দেশে উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় সেতুটি নির্মিত হয়েছে। এর ফলে নরসিংদী সদর উপজেলার চরাঞ্চলের ৪টি ইউনিয়ন এবং পার্শ্ববর্তী রায়পুরা উপজেলার ৪টি ইউনিয়নসহ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর ও নবীনগর উপজেলার জনসাধারণের ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক ব্যবহার করে রাজধানীসহ অন্যান্য গন্তব্যে যাতায়াতের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

সেতুটি নির্মাণে মোট ব্যয় হয়েছে ৯৭ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে ৪.৭৯ একর জমি অধিগ্রহণ ব্যয় ৯ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা এবং এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণ ব্যয় ৭ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা। প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট গার্ডার নির্মিত সেতুটির প্রস্থ ৯.৬০ মিটার। এর উভয় পার্শ্বে ১.০০ মিটার ফুটপাত রয়েছে। যানবাহন চলাচলের জন্য প্রস্থ ৭.৩০ মিটার। সেতুটিতে ৪২ মিটার দৈর্ঘ্যের মোট ১৫টি স্প্যান রয়েছে। সর্বোচ্চ বন্যাসীমা থেকে ন্যূনতম নৌ চলাচল উচ্চতা ৭.৬২ মিটার। রাতে নিরাপদ চলাচলের জন্য সেতুতে বৈদ্যুতিক বাতি স্থাপন করা হয়েছে। নদীর দুপাড়ে প্রটেকশনসহ এ্যাপ্রোচ সড়কের মোট দৈর্ঘ্য ৩৪৭০ মিটার, যার মধ্যে করিমপুর প্রান্তে দৈর্ঘ্য ২০৯৫ মিটার এবং নরসিংদী প্রান্তে দৈর্ঘ্য ১৩৭৫ মিটার।

অধ্যায়-০৬

ইউনিটভিত্তিক কার্যক্রম

প্রশাসনিক ইউনিট
পরিকল্পনা ইউনিট
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ইউনিট
আইসিটি ইউনিট
সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও সড়ক সুরক্ষা ইউনিট
প্রকিউরমেন্ট ইউনিট
প্রশিক্ষণ ইউনিট
ডিজাইন ইউনিট
মাননিয়ন্ত্রণ ইউনিট
নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট
সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট

প্রশাসনিক ইউনিট

এলজিইডি সরকারের অন্যতম বৃহৎ প্রকৌশল সংস্থা। সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী সর্বমোট জনবল সংখ্যা ১৩,৩৯৪। এলজিইডির প্রশাসনিক ইউনিট সরাসরি প্রধান প্রকৌশলী পরিচালনা করেন। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন), নির্বাহী প্রকৌশলী এবং সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলীগণ তাঁকে সহায়তা করে থাকেন। জনবল নিয়োগ, পদায়ন, বদলি, পদোন্নতি, শৃঙ্খলা ও আইন এবং ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল কর্মকাণ্ড প্রশাসনিক ইউনিটের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রশাসনিক ইউনিটের প্রধান প্রধান কার্যক্রম নিচে দেওয়া হলো:

পদোন্নতি

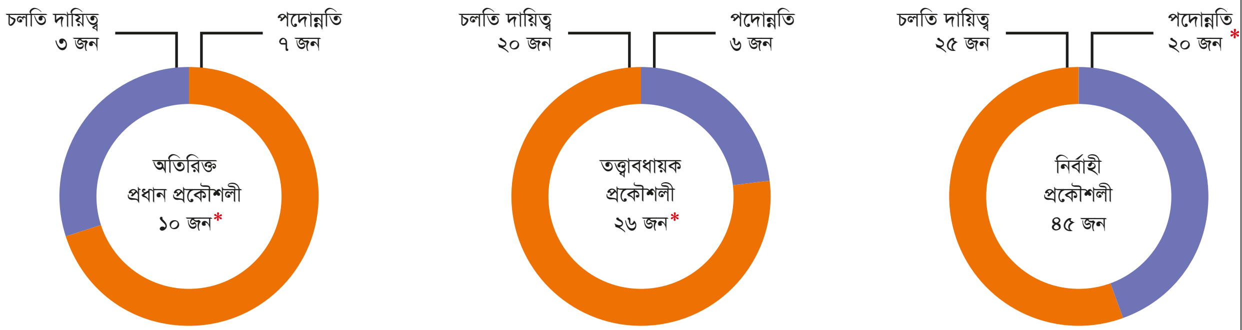

চিত্র-৬.১:পদোন্নতি-নির্বাহী প্রকৌশলী ও তদূর্ধ্ব পদে

ছক-৬.১:পদোন্নতি-সিনিয়রকারী পর্যন্ত পদে

সহকারী/উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী থেকে সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে চলতি দায়িত্ব	১০৬ জন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী/সমমানের পদ থেকে সহকারী/উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে পদোন্নতি	১০৮ জন*
হিসাব সহকারী পদ থেকে হিসাবরক্ষক পদে পদোন্নতি	১১০ জন

* স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক

প্রশাসনিক শৃঙ্খলা

বিভাগীয় মামলা

কর্তব্য পালনে অবহেলা কিংবা ত্রুটিপূর্ণ উন্নয়ন কাজের সঙ্গে কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারী সংশ্লিষ্ট থাকলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে পরিদর্শন টিম বা তদন্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা বিধি অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

চিত্র-৬.২:মামলা (১ম শ্রেণির কর্মকর্তা)

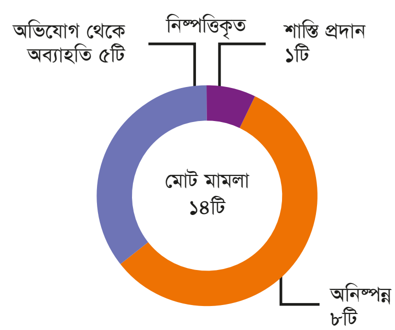

চিত্র-৬.৩:মামলা (২য় শ্রেণির কর্মকর্তা)

কৈফিয়ত তলব

কাজ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে বা প্রশাসনিক কার্যাবলি পরিচালনায় ব্যর্থতার অভিযোগে ৭৩ জন প্রথম শ্রেণির এবং ২২ জন দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে কৈফিয়ত তলব করা হয়।

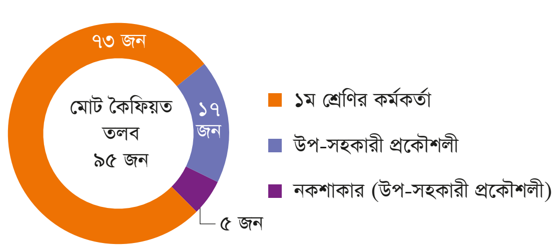

চিত্র-৬.৪: কৈফিয়ত তলব

পরিকল্পনা ইউনিট

সত্তর দশক অবধি রাজস্ব বাজেটভুক্ত পল্লীপূর্ত কর্মসূচীর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে দেশব্যাপী ছোট আকারের পূর্ত কাজ বাস্তবায়নের পর ১৯৮২ সালে এলজিইডি প্রথমবারের মত সরকারের উন্নয়ন বাজেটের আওতায় প্রকল্প গ্রহণ করা শুরু করে। নিবিড় পল্লীপূর্ত কর্মসূচি দিয়েই এই অভিযাত্রা শুরু। এ সময় বিশেষ পল্লীপূর্ত কর্মসূচির প্রকল্প ছক প্রণীত হয়। একই সময়ে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩: বৃহত্তর সিলেট জেলা প্রকল্পের প্রকল্প ছক প্রণীত হয়। সে সময় প্রকল্প প্রণয়নে বিশেষ করে বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প তৈরিতে প্রথমে প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই এবং পরে সম্ভাব্যতা যাচাই করে প্রকল্পের ধারণাপত্র বা প্রজেক্ট কনসেপ্ট পেপার (পিসিপি) তৈরি করা হতো। পিসিপি অনুমোদিত হলে তার ওপর ভিত্তি করে 'প্রকল্প প্রস্তাব' বা প্রজেক্ট প্রপোজাল (পিপি) প্রণীত হতো। পরবর্তীতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রক্রিয়া সংক্রান্ত পদ্ধতির সংস্কার হলে দুটি পৃথক দলিলের পরিবর্তে পিসিপি ও পিপি-র সমন্বিত রূপ হিসেবে 'উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব' বা ডিপিপি প্রবর্তন করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে একজন নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে পিপি তৈরি হলেও পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) এর পদ সৃষ্টির পর তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এলজিইডি পরিকল্পনা ইউনিট উপরোক্ত কাজ ছাড়াও খাদ্য সহায়তায় গ্রোথ সেন্টার সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন কর্মসূচি ও সমন্বিত খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন তদারকি করেছে, ফলশ্রুতিতে দেশের বর্তমান রুরাল রোড নেটওয়ার্ক এর মূলভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ৯০ দশকের শেষে এলজিইডিতে পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়।

এলজিইডির রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য বাস্তবায়নে পরিকল্পনা ইউনিট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই ইউনিট অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) এর অধিক্ষেত্রভুক্ত। তত্ত্বাবাধায়ক প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) এর নেতৃত্বে একটি টিম এ ইউনিটে কাজ করছে। এলজিইডির তিনটি সেক্টর, তথা- পল্লি, নগর ও পানি সম্পদ সেক্টরের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদন প্রক্রিয়ায় এ ইউনিট সহায়তা প্রদান করে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য হ্রাস ও আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নে এলজিইডি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে থাকে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি), জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশ সুরক্ষা ও জাতীয় উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের যে অঙ্গীকার রয়েছে প্রকল্প প্রণয়নের সময় সে বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়।

প্রকল্প প্রণয়নের জন্য এলজিইডির রয়েছে গ্রামীণ সড়ক মাস্টারপ্ল্যান, সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো ডাটাবেজ, সিডিউল অব রেট, মিউনিসিপ্যাল মাস্টারপ্ল্যান এবং জিআইএস প্রযুক্তি। পল্লি সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো উন্নয়নে গ্রামীণ সড়ক মাস্টারপ্ল্যানকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে জিআইএস ডাটাবেজ ও ম্যাপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা, সমপর্যায়ের সমাপ্ত বা চলমান প্রকল্পের ফলাফল ও অভিজ্ঞতা, অন্য প্রকল্প/কর্মসূচির সঙ্গে দ্বৈততা, দেশের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী জাতীয় নীতি/পরিকল্পনায় বর্ণিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রকল্পের অবদান, আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ, আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ ও জেন্ডার সমতা বিষয়গুলো প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পায়। পরিকল্পনা ইউনিট সাধারণত তিন ধরনের প্রকল্প/কার্যক্রম নিয়ে কাজ করে, যথা- বিনিয়োগ, কারিগরি সহায়তা (টিএ) এবং সমীক্ষা/স্টাডিজ। এছাড়া উন্নয়ন সহযোগীদের অনুসন্ধানের সুবিধার্থে প্রিলিমিনারি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রোপোজাল (পিডিপিপি) প্রস্তুত করে থাকে। এলজিইডি একটি বিকেন্দ্রীকৃত সংস্থা। তাই পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় জনসাধারণ ও জনপ্রতিনিধিদের চাহিদা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়।

পরিকল্পনা ইউনিট প্রাক-প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সকল কার্যাবলি যেমন উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি), সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (আরডিপিপি), সমীক্ষা/জরিপ প্রস্তাব এবং কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের (টিএপিপি) প্রস্তাব প্রস্তুত এবং ক্ষেত্র বিশেষে ওই সকল প্রস্তাব/ ছক সংশোধনের কাজ করে থাকে। তাছাড়া উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও অর্থ বিভাগের সাথে আলোচনা অনুযায়ী পরবর্তী অর্থবছরসমূহে গৃহীতব্য সম্ভাব্য প্রকল্পসমূহের তালিকা প্রণয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের সাথে এলজিইডির সমন্বয় সাধনের কাজও পরিকল্পনা ইউনিটের মাধ্যমে হয়ে থাকে। কোনো প্রকল্পের জন্য বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রাথমিক উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (পিডিপিপি) প্রণয়ন করাও এ ইউনিটের ওপর অর্পিত দায়িত্বের অংশ।

বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ কর্তৃক পরিচালিত মিশনের সঙ্গে প্রকল্প প্রণয়ন বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন পরিচালিত মিশনের সঙ্গে বাস্তবায়ন অগ্রগতি, বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত সমস্যা এবং সমাধানের কর্মকৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়ে থাকে।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের অর্জন

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে পরিকল্পনা ইউনিট ৪০টি ডিপিপি প্রণয়ন ও ৩০টি ডিপিপি সংশোধন এবং ১টি টিএপিপি প্রণয়ন করে। এসবের মধ্যে ৩১টি ডিপিপি ও ২৫টি সংশোধিত ডিপিপি (আরডিপিপি) সরকারের অনুমোদন লাভ করে।

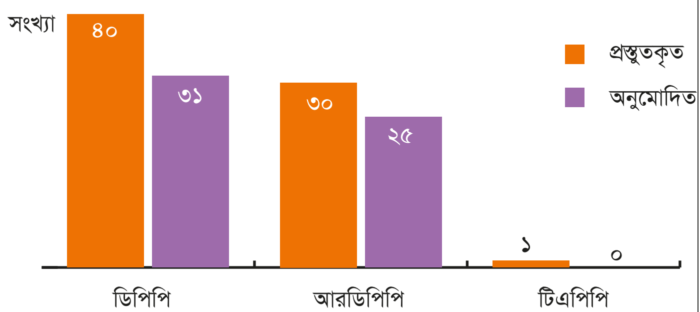

চিত্র ৬.৫: ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে প্রস্তুতকৃত ও অনুমোদিত ডিপিপি/আরডিপিপি/টিএপিপি

২৩ অক্টোবর ২০১৮ অনুষ্ঠিত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ১১তম একনেক সভায় সভাপতিত্ব করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ইউনিট

শুরুতে এলজিইডির প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রকল্প মনিটরিং এর কাজ প্রকল্প প্রণয়নে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের মাধ্যমে সম্পাদিত হতো। পরবর্তীতে কাজের পরিধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আলাদাভাবে প্রকল্প পরিবীক্ষণের প্রয়োজনীয়তা পরিপ্রেক্ষিতে ৯০ দশকের প্রথম দিকে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সেকশন বা এমআইএস স্থাপন করা হয়। এরপর একই দশকের শেষের দিকে প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য মনিটরিং ও ইভ্যালুয়েশন ইউনিট (পিএমই) গঠন করা হয়। সেই থেকে এ ইউনিট উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রকল্পের অগ্রগতি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পিএমই ইউনিট ব্যাপক কার্যক্রম সম্পন্ন করে আসছে, যা দেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই ইউনিট এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত থাকে। প্রধান প্রকৌশলীর সভাপতিত্বে প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দের উপস্থিতিতে নিয়মিত মাসিক সভার মাধ্যমে প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। মন্ত্রণালয় থেকে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত তহবিল অবমুক্তকরণে সহযোগিতা করে এ ইউনিট। এছাড়া প্রধান প্রকৌশলীর সভাপতিত্বে বিভাগীয় পর্যায়ে মূল্যায়ন সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পিএমই ইউনিট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন এবং জাতীয় সংসদের চাহিদা নিয়েও কাজ করে। এ ইউনিট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার নির্ধারিত ছকে প্রয়োজন অনুযায়ী তথ্যাদি ও প্রতিবেদন সরবরাহ করে থাকে।

পরিদর্শন দল

এলজিইডির ২০টি অঞ্চলের প্রতিটির জন্য একটি করে পরিদর্শন দল গঠন করা হয়েছে। প্রতিদলে বিভিন্ন স্তরের ৩ জন প্রকৌশলী রয়েছেন। এসব দল নিয়মিত মাসিক ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কার্যক্রম পরিদর্শন করে পর্যবেক্ষণগুলো প্রধান প্রকৌশলী ও আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কাছে রিপোর্ট আকারে পেশ করে। রিপোর্টের মূল্যায়নের জন্য সভা আহবান করা হয়। সভায় প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়। এর ফলে এলজিইডি এডিপি তহবিল ব্যবহারে ৯৯ শতাংশ অগ্রগতি অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে।

পরিদর্শন দলের কর্মীরা
সড়কের কার্পেটিং স্তরের পুরুত্ব পরিমাপ করছেন

প্রতিবেদন প্রণয়ন

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) আওতায় চলমান প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণের পর প্রতিবেদন প্রণয়ন করে চাহিদা মোতাবেক যথাযথ মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, আইএমইডি, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি), পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন সেক্টর, কার্যক্রম বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাতে সরবরাহ করা হয়।

বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন বিভাগ, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন এবং দাতা সংস্থার প্রতিনিধি/মিশন কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের জন্য তাৎক্ষণিক চাহিদা অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন করে সরবরাহ করা হয়।

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি/ মিশন এর সঙ্গে মন্ত্রণালয় পর্যায়ে আলোচনার প্রয়োজনে কার্যপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ এবং ডিপিইসি, পিইসি, একনেক সভার কার্যপত্র প্রণয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হয়।

এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাজেট প্রণয়ন এবং অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক তৈরিকৃত আইবিএএস সফটওয়্যার (iBAS Software)-এ ওই সকল তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করে প্রয়োজনীয় বরাদ্দের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ তৈরির লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ; এবং সমাপ্ত প্রকল্পের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) নির্ধারিত ছকে প্রণয়নপূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আইএমইডি এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার কাছে প্রেরণ করা হয়।

প্রাক-এডিপি পর্যালোচনা সভা

স্থানীয় সরকার বিভাগে অনুষ্ঠিত এডিপি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা সভার প্রাক-পর্যালোচনা হিসেবে এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রধান প্রকৌশলীর সভাপতিত্বে প্রতিমাসে উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্পভিত্তিক মাসওয়ারি অগ্রগতি, তুলনামূলক কম অগ্রগতি সম্পন্ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে শ্লথ অগ্রগতির কারণ, পরিদর্শন টিম, আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালকগণ কর্তৃক পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা, গুণগতমান রক্ষা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সৃষ্ট যে কোনো জটিলতা বা প্রতিবন্ধকতা নিরসনকল্পে প্রধান প্রকৌশলীর সভাপতিত্বে বিশেষ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পিএমই ইউনিট নিবিড় তদারকি করে থাকে।

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা

এলজিইডি সদর দপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক এবং মাঠপর্যায়ের বিভাগীয় অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্প বাস্তাবায়ন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উপস্থিতিতে বছরে অন্তত একবার এলজিইডির সদর দপ্তরে এবং বিভিন্ন সময়ে বিভাগীয়/আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রধান প্রকৌশলীর সভাপতিত্বে এলজিইডির কর্মকাণ্ডের ওপর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব সভায় এলজিইডির সার্বিক কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়ন ও প্রশাসনিক ইস্যুতে কোনো সমস্যা দেখা দিলে অনেক ক্ষেত্রে প্রধান প্রকৌশলী তাৎক্ষণিক সমাধান দিয়ে থাকেন।

এডিপি পর্যালোচনা সভা

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত (এডিপি) প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও চিহ্নিত সমস্যাসমূহ সমাধানের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে স্থানীয় সরকার বিভাগে নিয়মিত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্প বাস্তবায়নে চিহ্নিত সমস্যা সমাধানসহ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত পরামর্শ অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয় পিএমই কর্তৃক তদারকি করা হয়।

এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি

জাতীয় সংসদের জন্য তথ্য সরবরাহ

জাতীয় সংসদে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণ এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য স্থানীয় সরকার বিভাগে সরবরাহ করা হয়।

জাতীয় সংসদে মাননীয় সংসদ সদস্যগণের উত্থাপিত এলজিইডি সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর জবাব প্রদানের জন্য প্রতিবেদন স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়।

জাতীয় সংসদের বিভিন্ন স্থায়ী কমিটি যেমন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি এবং সরকারী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কমিটির সভার কার্যপত্র প্রণয়নের জন্য চাহিদা মোতাবেক তথ্য সরবরাহ করা হয়।

উল্লেখ্য, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত ৪০৩টি প্রশ্ন/নোটিশের জবাব এলজিইডির প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ইউনিট কর্তৃক প্রদান করা হয়েছে।

পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ পর্যালোচনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ

জাতীয় দৈনিক ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত অভিযোগ পর্যালোচনা করে পরিলক্ষিত ত্রুটি সংশোধনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা দেওয়া হয়। ত্রুটি সংশোধনে ব্যর্থতা এবং অনিয়মে জড়িত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী ও ঠিকাদারগণের বিরুদ্ধে আইনানুগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে এলজিইডি সংশ্লিষ্ট প্রকাশিত সংবাদ ৪১৬টি। যার মধ্যে দরপত্র সংক্রান্ত অনিয়ম ৪টি, দাপ্তরিক দুর্নীতি/অনিয়ম সংক্রান্ত ৪৩টি, ব্যক্তিগত দুর্নীতি/অনিয়ম/ আত্মসাৎ সংক্রান্ত ৫টি, বাস্তবায়িত কাজে ত্রুটি/ অসম্পূর্ণতা সংক্রান্ত ৩৮টি, উন্নয়নমূলক কাজ পরিত্যক্ত/মন্থর গতির ৩৩টি এবং ১৫৬টি ক্ষেত্রে এলজিইডির প্রশংসা করা হয়েছে। বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে এলজিইডির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এ ধরনের সংবাদ ১৩৭টি।

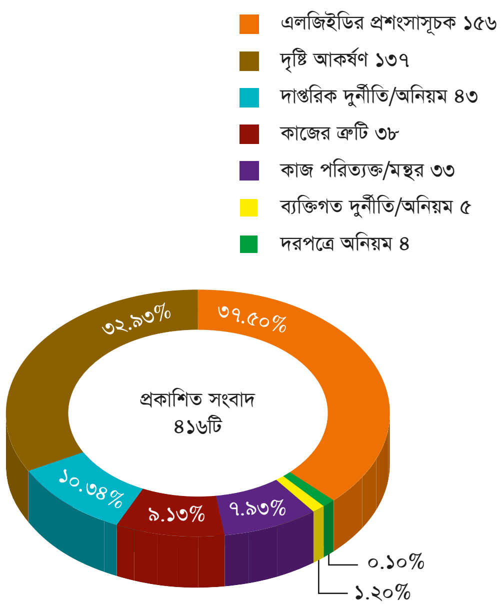

চিত্র- ৬.৬ : পত্রিকায় প্রকাশিত এলজিইডি সম্পর্কিত সংবাদের তুলনামূলক চিত্র

প্রকাশিত ৪১৬টি সংবাদের মধ্যে ১২৩টি নেতিবাচক সংবাদের যথার্থতা যাচাই করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনার পর ৮টি ক্ষেত্রে এলজিইডির কোনো সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়নি, ১১টি ক্ষেত্রে সংবাদ ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে। অবশিষ্ট ১০৪টি সংবাদের মধ্যে ৭৩টির ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং বাকি ৩১টির বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এছাড়া নেতিবাচক নয় অথচ সমস্যা সমাধানে এলজিইডির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এমন ১৩৭টির ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন আছে।

পরিদর্শন টিমের প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ এবং কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তা ছাড়াও স্থানীয় সরকার বিভাগের ৩০টি পরিদর্শন টিম, এলজিইডি সদর দপ্তর পর্যায়ে গঠিত ২০টি পরিদর্শন টিম এবং ১৪ জন আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করেন। পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ত্রুটি সংশোধনের জন্য মাঠপর্যায়ে নির্দেশ প্রদানসহ অনিয়মে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এলজিইডির প্রশাসনিক ইউনিটকে অবহিত করা হয়।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিদর্শন টিমের প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এলজিইডির পরিদর্শন টিমের পরিদর্শনে ১,৫৬২টি কাজের মধ্যে ৪১২টি ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যার মধ্যে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ৩৪৯টি কাজ সংশোধন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৬৩টি স্কিমের ত্রুটি সংশোধন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

অর্থবছরে আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণ ৫৯টি উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করে ২৫টিকে ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। এসবের মধ্যে ২০টি কাজের ত্রুটি সংশোধন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৫টি কাজের ত্রুটি সংশোধন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এলজিইডির বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ ১,০৭৯টি উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করে ৩৪৪টি কাজকে ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেন, যার মধ্যে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ২৮১টি সংশোধন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৬৩টি স্কিমের ত্রুটি সংশোধন প্রক্রিয়া চলমান আছে।

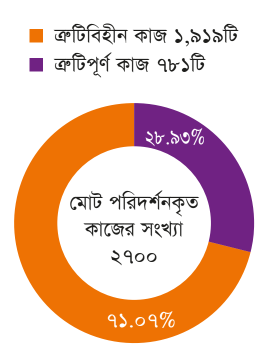

চিত্র- ৬.৭ : ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মোট পরিদর্শনকৃত কাজ

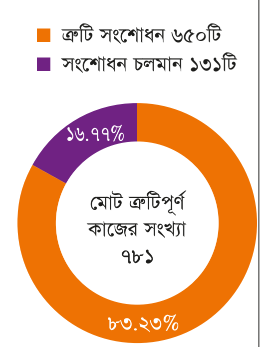

চিত্র- ৬.৮ : ত্রুটি সংশোধন

আইসিটি ইউনিট

এলজিইডির অন্যতম প্রধান কাজ হলো দেশজুড়ে গ্রামীণ ও নগর এলাকার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে কারিগরি সহায়তা দেওয়া। এ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ভূমিকা অপরিসীম। এলজিইডি গত শতাব্দীর আশির দশকের শেষের দিক থেকে সংস্থার সদর দপ্তরে কম্পিউটারের ব্যবহার শুরু করে। ৯০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে জেলা পর্যায়ে কম্পিউটার ব্যবহার শুরু হয়। সদর দপ্তরে ফাইবার অপটিক ব্যাকবোন সহকারে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (ল্যান) স্থাপিত হয় ১৯৯৬ সালে। বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনায় ই-জিপি, ই-নথিসহ বিভিন্ন জাতীয় উদ্যোগ বাস্তবায়নে এলজিইডি অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও অধিদপ্তরের নিজস্ব কার্যক্রম সহজ ও নির্ভুল করার জন্য বেশ কিছু কাস্টমাইজড সফটওয়্যার তৈরি ও ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্তমানে একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর অধিক্ষেত্রের আওতায় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (আইসিটি)-এর নেতৃত্বে আইসিটি ইউনিট নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৯২ সালে এলজিইডি সদর দপ্তরে জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম (জিআইএস) ও ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশেন সিস্টেম (এমআইএস) এর কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ২০১৩ সালের মে মাসে জিআইএস ও এমআইএস সেকশন আন্তর্ভুক্ত করে আইসিটি ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়।

জিআইএস

উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জিআইএস প্রযুক্তির সুবিধা গ্রহণের উদ্দেশ্যে ১৯৯২ সালে প্রথম পাবলিক সেক্টর প্রতিষ্ঠান হিসেবে এলজিইডিতে জিআইএস স্থাপন করা হয়। সারা দেশের সকল উপজেলার ডিজিটাল ম্যাপ প্রস্তুতের কাজ তখন থেকেই হাতে নেওয়া হয়। দীর্ঘ ১৬ বছর নিরলস পরিশ্রমের পর ২০০৮ সালে সারা দেশের সব উপজেলার ডিজিটাল ম্যাপ প্রস্তুত সম্পন্ন হয়। পরবর্তীতে ডাটাবেজ হালনাগাদ করার পর ২০১১ সালের ১২ জুন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এলজিইডির ওয়েবসাইটে জেলা ও উপজেলা ডিজিটাল ম্যাপ উন্মুক্ত করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এলজিইডির ওয়েবসাইটে
জেলা ও উপজেলা ডিজিটাল ম্যাপ অবমুক্ত করছেন

উদ্দেশ্য

জিআইএস ব্যবহারের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে জিআইএস প্ল্যাটফর্মে স্থানীয় পর্যায়ের অবকাঠামোর ডাটাবেজ তৈরি করে তৃণমূল পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও জনসাধারণের অংশগ্রহণ সহজ করা। পরিকল্পনা প্রণয়নের মৌলিক তথ্য বিভিন্ন লেয়ারে সংরক্ষণ করা হয়। এসব তথ্য জিও-স্পেশাল ডাটাবেজ থেকে সহজেই পাওয়া যায়। এই ডাটাবেজ ও তথ্য স্থানীয় অংশীদারদের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করে।

নিয়মিত কার্যক্রম

- জিও-স্পেশাল ডাটাবেজ হালনাগাদ করা
- সড়কের শ্রেণিবিন্যাস অনুসারে রোডম্যাপ হালনাগাদ করা
- জেলা ও উপজেলা ম্যাপ হালনাগাদ করা
- এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্পের চাহিদার ভিত্তিতে ম্যাপ প্রস্তুত

বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

জেলা ও উপজেলা ম্যাপ

জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশের সকল জেলা ও উপজেলা ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। ১৯৯২ সালে পুরোনো থানা ম্যাপ, টপো ম্যাপ, স্যাটেলাইট ইমেজ ও এরিয়াল ফটোগ্রাফি ব্যবহার করে থানা বেইজ ম্যাপ তৈরি শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৪ সাল থেকে ডিজিটাইজিং টেবিল ব্যবহার করে এসব ম্যাপের জিও রেফারেন্সিং ও ডিজিটাইজেশন সম্পন্ন করা হয়। ১৯৯৮ সাল থেকে প্রথমে জিপিএস সার্ভে এবং পরে স্থানীয় কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের সহায়তায় মাঠপর্যায়ে এসব ম্যাপের সঠিকতা যাচাই করা হয়। এ পদ্ধতিতে ২০০৮ সালে সারা দেশের উপজেলা ম্যাপ তৈরি সম্পন্ন হয়। এসব ম্যাপ ল্যামবার্ট কনিকাল কো-অর্ডিনেট (এলসিসি) সিস্টেমে ১:৫০০০০ স্কেলে প্রণয়ন করা হয়েছে। এসব ম্যাপে সড়ক, সেতু ও অন্যান্য অবকাঠামোসহ ১৯ ধরনের তথ্য রয়েছে। মাঠ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জিআইএস ডাটাবেজ এবং ম্যাপ নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।

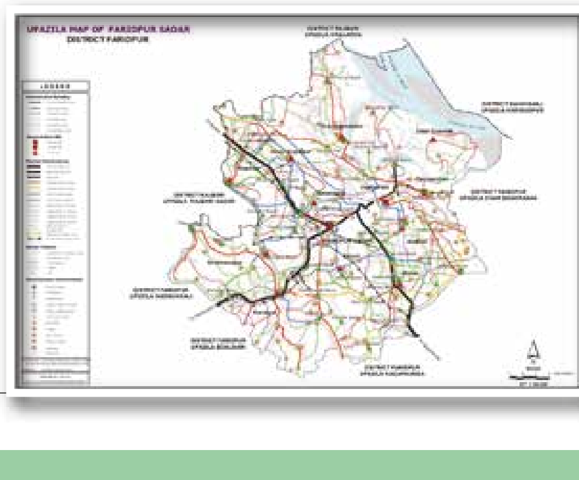

স্কুল ম্যাপ

প্রতিটি উপজেলার জন্য স্কুল ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। এসব ম্যাপ স্কুল অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সরকারের নীতিমালা অনুসারে কোথায় নতুন স্কুল নির্মাণ করতে হবে সে ব্যাপারে এ ম্যাপ থেকে ধারণা পাওয়া যায়।

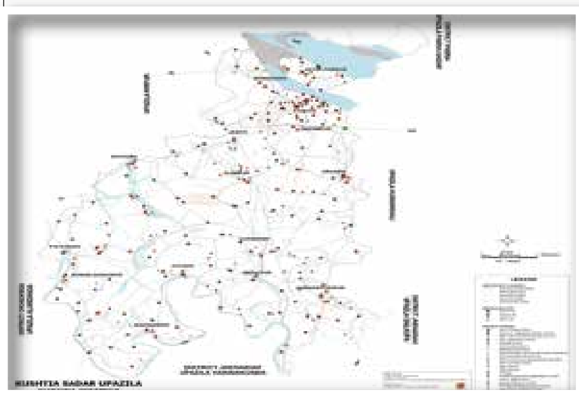

রোড ডেনসিটি ম্যাপ

রোড ডেনসিটি ম্যাপ থেকে দেশের কোন অঞ্চলে নতুন সড়ক উন্নয়ন করতে হবে সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। নতুন প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নে এ ম্যাপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

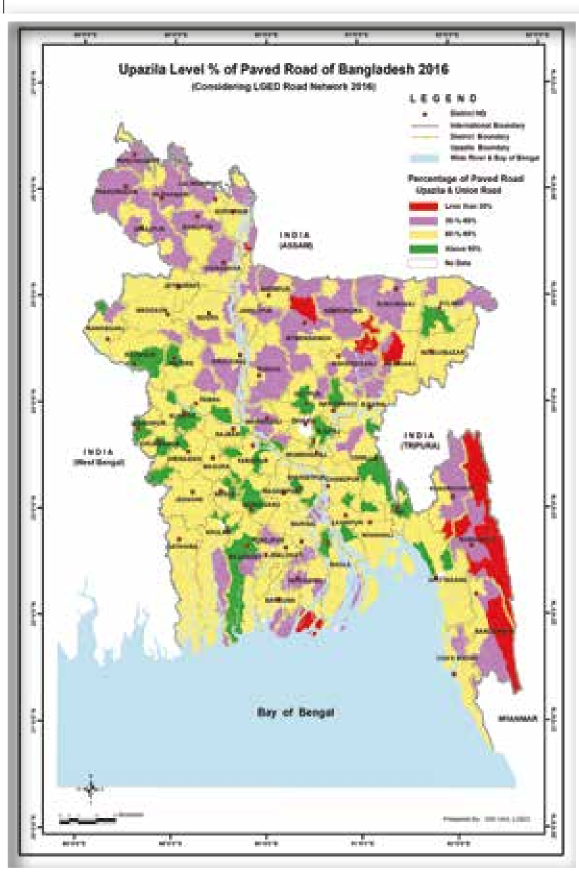

পৌরসভা ম্যাপ

এলজিইডির বিভিন্ন নগর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রণীত পৌরসভার বিভিন্ন ধরনের ম্যাপ এলজিইডির জিআইএস সেকশনে সংরক্ষিত আছে।

অন্যান্য বিশেষ ধরণের ম্যাপ

এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্প ও শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় হ্যাজার্ড ম্যাপ, এ্যাক্সেসিবিলিটি ম্যাপ, ডিজাস্টার ভালনারাবিলিটি ম্যাপ, জেলা অফগ্রিড ম্যাপ, ট্রাফিক মুভমেন্ট ম্যাপ, স্লাম এরিয়া ম্যাপসহ বিভিন্ন ধরনের বিশেষ ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে নির্বাচনী এলাকাভিত্তিক ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে।

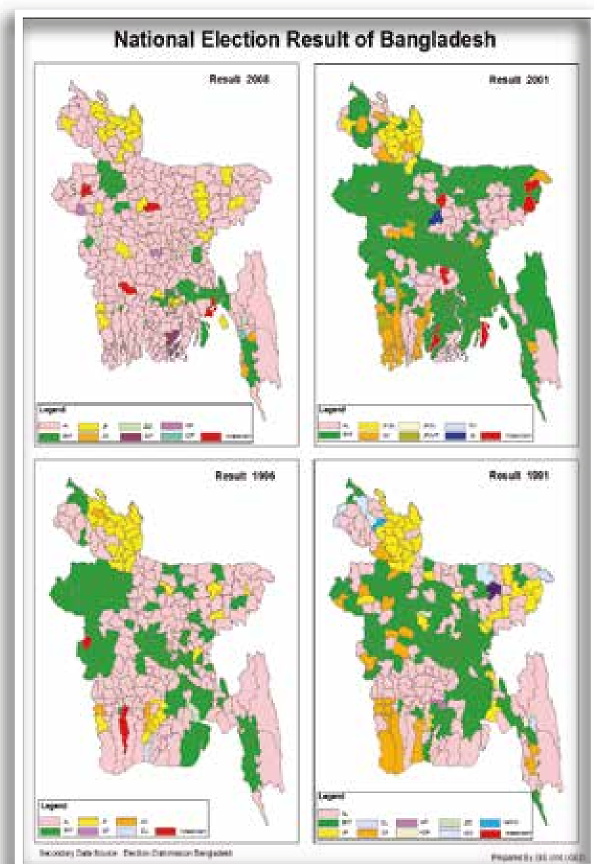

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ন্যাশনাল স্পেশাল ডাটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার (এনএসডিআই) এর সেমিনারের শুভ উদ্বোধন করছেন

ন্যাশনাল স্পেশাল ডাটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার (এনএসডিআই)

জাতীয়ভাবে জিআইএস ডাটা শেয়ার করার অভিন্ন পাটফর্ম হিসেবে বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ন্যাশনাল স্পেশাল ডাটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার (এনএসডিআই) প্রস্তুতির কাজ চলছে, যেখানে নীতিমালা প্রণয়ন, ডাটা শেয়ারিংসহ সকল ক্ষেত্রে এলজিইডি মুখ্য সহায়ক হিসেবে কাজ করছে।

গুগল ম্যাপের সঙ্গে সমন্বয়

এলজিইডির সকল উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক গুগল ম্যাপের এর সঙ্গে সমন্বয় করে হালনাগাদ করা হয়েছে। পাশাপাশি গুগল আর্থ ইমেজারি ব্যবহার করে উপকূলীয় এলাকার চরসমূহের তথ্য হালনাগাদ করা হয়েছে।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের অর্জন

চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) ও চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সারা দেশের ১৪,৮৬৮টি বিদ্যালয়ের টপোগ্রাফিক সার্ভে করা হবে। এর মধ্যে ড্রোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে ৩৫১টি এবং অবশিষ্ট বিদ্যালয়ে টোটাল স্টেশনের মাধ্যমে সার্ভে করা হবে। সার্ভে থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সাহায্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য একটি ওয়েবভিত্তিক জিআইএস এমআইএস অ্যাপ্লিকেশন প্রস্তুত করা হবে। **টোটাল স্টেশন ব্যবহার করে ইতোমধ্যে ৫,৪৯১টি বিদ্যালয়ের সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে। ড্রোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে সার্ভে কাজও চলমান আছে।**

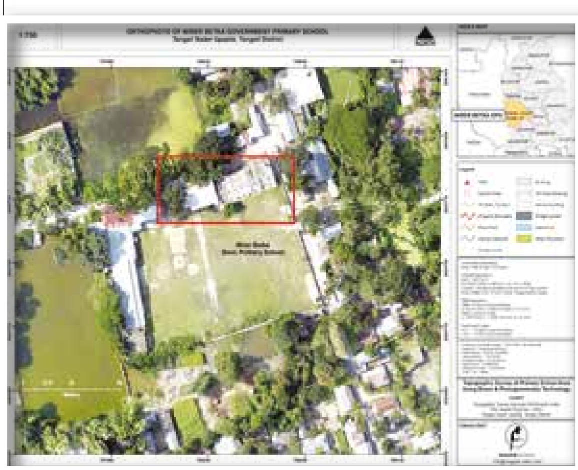

২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে সারা দেশের ভোটকেন্দ্রের অবস্থান ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে।

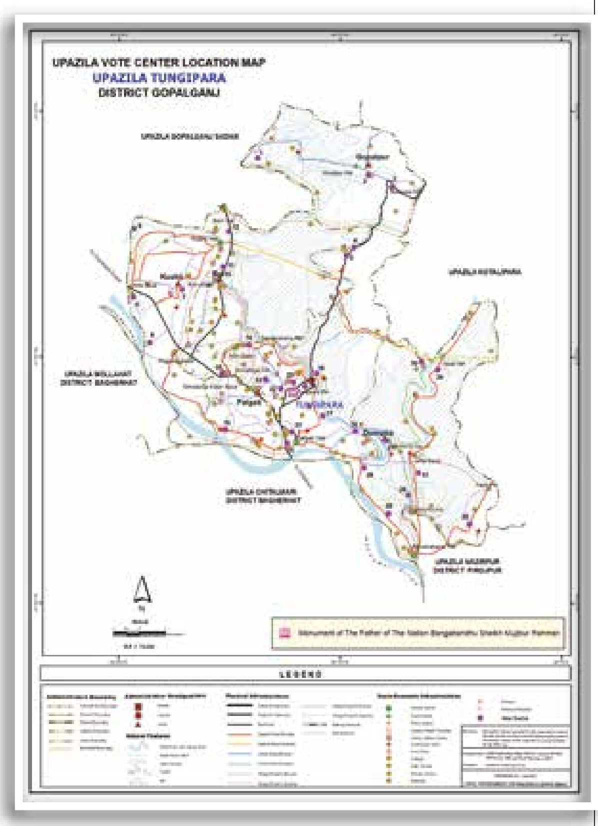

২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলার ভোটকেন্দ্রের লোকেশন ম্যাপ

এমআইএস

তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে এলজিইডির উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রকল্প পরিবীক্ষণ, প্রশাসনিক কার্যক্রম ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এলজিইডির রয়েছে নিজস্ব ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম বা এমআইএস, যা অধিদপ্তরের কার্যক্রম সহজে ও সুচারুরূপে বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

নিয়মিত কার্যাবলি

- এলজিইডি সদর দপ্তর এবং ঢাকা বিভাগীয়, আঞ্চলিক ও জেলা কার্যালয়ের (এ্যানেক্স ভবন) লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক ল্যান ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ
- ল্যানের নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য ওয়েব প্রক্সিসার্ভার ও সেন্ট্রাল এ্যান্টি-ভাইরাস ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ
- এলজিইডির ডেস্কটপ ও পোর্টেবল কম্পিউটার ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্পেসিফিকেশন তৈরি, ইন্সটলেশন ও রক্ষণাবেক্ষণে সহায়তা
- দাপ্তরিক বিভিন্ন চাহিদা মোতাবেক সফটওয়্যার উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে সহায়তা
- ই-মেইল, এসএমএস ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও বহির্ব্যবহারকারীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণ
- ব্যাকআপ পাওয়ার সাপ্লাই, ভাইরাস প্রোটেকশন, নিয়ন্ত্রিত অ্যাক্সেস, ডাটা ব্যাকআপসহ বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে নিরাপত্তা ব্যবস্থা স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ
- হেল্পলাইন ও সফটওয়্যার-হার্ডওয়্যার সাপোর্ট সার্ভিসের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের সহায়তা
- স্থানীয় সরকার বিভাগের অন্যান্য কার্যালয়সমূহকে আইসিটি বিষয়ক কার্যক্রমে সহায়তা।

এমআইএস সুবিধা

ল্যান, ইন্টারনেট ও আইপি ফোন

ল্যান দ্বারা স্বল্পদূরত্বে থাকা কম্পিউটার, প্রিন্টারসহ অন্যান্য ডিভাইস সংযুক্ত করা যায়। এর মাধ্যমে একাধিক ব্যবহারকারী কমন রিসোর্স দিয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারেন, ফলে অর্থের সাশ্রয় হয়। এলজিইডি সদর দপ্তর এবং ঢাকা এ্যানেক্স ভবনের সব কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানারসহ অন্যান্য নেটওয়ার্কিং ডিভাইস ল্যানে সংযুক্ত রয়েছে। ল্যানে তিন হাজার পোর্টের মাধ্যমে বর্তমানে প্রায় ২,১০০টি কম্পিউটার বিভিন্ন সার্ভারে সংযুক্ত রয়েছে। পাশাপাশি ল্যানের মাধ্যমে সব কম্পিউটার ও মোবাইলে কেন্দ্রীয়ভাবে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এলজিইডি সদর দপ্তরের ইন্টারনেট সংযোগের গতি বাড়িয়ে ২০০ থেকে ২৭৫ এমবিপিএস করা হয়েছে, যার মাধ্যমে প্রায় ২৩০০ কর্মকর্তা-কর্মচারী কেন্দ্রীয়ভাবে ইন্টারনেট সেবা পাচ্ছেন। ল্যানের মাধ্যমে আধুনিক আইপি ফোন ব্যবহার করে ইন্টারকম সুবিধা দেওয়া হচ্ছে।

ওয়েবসাইট

গত শতাব্দীর ৯০ দশকের মাঝামাঝি থেকে এলজিইডির নিজস্ব ডাইনামিক ওয়েবসাইট (www.lged.gov.bd) চালু করা হয়। বাংলা ও ইংরেজি ভাষাতে এই ওয়েবসাইট জাতীয় তথ্য বাতায়নে স্থানান্তর করা হয়েছে। ওয়েবসাইটটিতে সদর দপ্তর, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের জন্য আলাদা পেজ রয়েছে। স্থানান্তরিত ওয়েবসাইটির সঙ্গে পুরাতন ওয়েবসাইটের সংযোগ রয়েছে। এছাড়াও তথ্য অধিকার, ইনোভেশন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, এনওসি ও জিও ইত্যাদি বিষয়ে পৃথক পেজ তৈরি করে ওয়েবসাইটটি তথ্যসমৃদ্ধ করা হয়েছে। **বিগত অর্থবছরে এলজিইডির মোট ২,৬৬৬টি দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি এলজিইডি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।**

এলজিইডির ওয়েবপেইজ

এ্যান্টি-ভাইরাস

২০১৪ সাল থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে এন্টিভাইরাসের মাধ্যমে সদর দপ্তর এবং ঢাকা এ্যানেক্স ভবনের সব কম্পিউটারের ভাইরাস গার্ড সেবা প্রদান করা হচ্ছে, এতে কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের আলাদা এন্টিভাইরাস ক্রয় করতে হয় না।

সার্ভার রুম

এলজিইডি সদর দপ্তরে অবস্থিত নিজস্ব সার্ভার রুমে সকল নেটওয়ার্ক ডিভাইস এবং ২৩টি ফিজিক্যাল সার্ভার রয়েছে। এছাড়াও একটি পাওয়ার রুমের মাধ্যমে সকল ডিভাইসের নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হচ্ছে। ২৩টি ফিজিক্যাল সার্ভারে ৪০টিরও বেশি অ্যাপ্লিকেশন সার্ভিস রয়েছে; এছাড়া সম্প্রতি সার্ভার রুমে ২০ টেরাবাইট সেন্ট্রাল স্টোরেজ (এসএএন) এবং ১২ টেরাবাইট স্টোরেজসহ ব্যাকআপ সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম

এলজিইডির প্রশাসনিক কাজের সহায়ক হিসেবে সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর ব্যক্তিগত ও চাকরি সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ, বদলি, পদোন্নতি ইত্যাদি বিষয় কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য ওয়েবভিত্তিক পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (পিএমআইএস) তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ৮,৩০০ কর্মকর্তা-কর্মচারী এ সিস্টেমে তথ্য প্রদান করছেন।

ই-টিকেটিং

ই-টিকেটিং এর মাধ্যমে এলজিইডি সদর দপ্তর এবং ঢাকা এ্যানেক্স ভবনের প্রতিদিনের আইটি বিষয়ক সমস্যা ও সমাধানের রেকর্ড রাখা হয়। এর মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে পর্যালোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন ব্যবহারকারী তাদের ফিডব্যাক দিতে পারেন। **ই-টিকেটিং এর মাধ্যমে গত অর্থবছরে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও নেটওয়ার্ক বিষয়ক প্রায় ১,৪৬৯ টি সমস্যার সমাধান করা হয়েছে।**

ই-ফাইলিং

বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক এলজিইডি সদর দপ্তরসহ মাঠপর্যায়ের দপ্তরসমূহে ই-ফাইলিং ব্যবস্থা চালু করেছে। পূর্বের নিয়মের পাশাপাশি ই-ফাইলিং এর মাধ্যমেও বিভিন্ন নথি প্রস্তুত করা হচ্ছে। এমআইএস সেকশন এ সংক্রান্ত কারিগরি ও প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান করছে।

ই-সার্ভিস রোডম্যাপ বাস্তবায়ন

ই-সার্ভিস রোডম্যাপ-২০২১ অনুযায়ী এলজিইডির সকল সেবাকে ই-সার্ভিসে রূপান্তর করার কাজ চলছে, যার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (আইডিআইএস) প্রস্তুত করা হয়েছে। মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে যেকোন নাগরিক তার উপজেলায় চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমের তথ্য দেখতে পারবেন এবং কাজ সম্পর্কিত মতামত জানাতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ

এলজিইডির সবস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর আইসিটি বিষয়ে দক্ষতা বাড়ানোর জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া ই-ফাইলিং, ই-জিপিসহ বিভিন্ন ই-সেবা বাস্তবায়নের জন্য কারিগরি সহায়তা আইসিটি ইউনিটের মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে।

সংক্ষিপ্ত পার্সোনাল ডাটাসিট (পিডিএস)

সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও সড়ক সুরক্ষা ইউনিট

এলজিইডি পেশাগত দক্ষতার সঙ্গে জনঅংশগ্রহণের ভিত্তিতে পল্লি, নগর ও পানি সম্পদ উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করে থাকে। পল্লি সড়ক ও সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাস ও সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা প্রতিবছর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে বিপুল সম্পদ বিনিয়োগ করে থাকে। বিগত তিন দশকে উপজেলা সড়ক সম্প্রসারণে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। একই সঙ্গে ইউনিয়ন সড়কগুলো গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে।

বছরব্যাপী সড়ক যোগাযোগ অক্ষুণ্ন রাখতে প্রয়োজন নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ। পর্যাপ্ত ও সময়োপযোগী রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে পরিবহন ব্যয় বেড়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায় দুর্ঘটনাও। ফলশ্রুতিতে পরিবহন সেবার নির্ভরযোগ্যতা হ্রাস পায়। সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯২-১৯৯৩ অর্থবছরে প্রথম স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুকূলে গ্রামীণ সড়ক ও অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজস্ব খাতে বরাদ্দ প্রদান করে। দক্ষতার সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা জন্য ১৯৯৯ সালে এলজিইডিতে রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনটেন্যান্স সেল (আরআইএমসি) গঠন করা হয়। ২০০৪ সালে এর নামকরণ করা হয় রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনটেন্যান্স ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (আরআইএমএমইউ), যা ২০১১ সালে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও সড়ক সুরক্ষা ইউনিট (আরএমআরএসইউ) এ রূপান্তরিত হয়। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (রক্ষণাবেক্ষণ) এর অধিক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (রক্ষণাবেক্ষণ) এর নেতৃত্বে ১৭ জনবল নিয়ে এ ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্য

- পল্লি সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে ক্ষতির হার কমিয়ে আনা
- পরিবহন ব্যয় কমানো
- অর্থনীতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি
- দারিদ্র্য হ্রাস ও সামাজিক উন্নয়ন
- নিরবচ্ছিন্ন সড়ক পরিবহন সুবিধা প্রদান
- সড়ক সুরক্ষার উন্নয়ন
- সামাজিক ও পরিবেশ সুরক্ষাও উন্নয়ন।

গ্রামীণ সড়ক ও অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে যেসব পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন নির্দেশিকা, নীতি ও কৌশল অনুসরণ করা হয় তা হলো

দেশে বিভিন্ন শ্রেণির মোট ৩ লক্ষ ৫৩ হাজার ৩৩২ কিলোমিটার পল্লি সড়ক আছে, যার মধ্যে বর্তমানে প্রায় ১ লক্ষ ১৭ হাজার কিলোমিটার পাকা সড়ক এবং পল্লি সড়কের ওপর প্রায় ১৩ লক্ষ ১৯ হাজার মিটার সেতু/কালভার্ট রয়েছে। এছাড়া প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে এলজিইডির বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে প্রায় তিন থেকে চার হাজার কিলোমিটার সড়ক ও ১৫ হাজার মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ করা হচ্ছে।

এসব সড়ক গ্রামীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে অপরিসীম অবদান রাখছে। বিশেষ করে গ্রোথ সেন্টার ও হাট-বাজার, কৃষি ও অকৃষি খামার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক, আর্থিক, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে জনসাধারণের যাতায়াত সুগম করছে। ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ সুবিধা, খামারপর্যায়ে কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৬৫ শতাংশই পল্লি এলাকায় বাস করে, তাই বিপুল এ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং গ্রামীণ অর্থনীতিসহ তথা দেশের সার্বিক অর্থনীতি বিকাশে এসব সড়কের রয়েছে ব্যাপক অবদান।

এসব পল্লি সড়ক বছরব্যাপী নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে যানবাহন চলাচল উপযোগী রাখতে সড়কের সুরক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকার প্রতিবছর জাতীয় রাজস্ব বাজেট থেকে এলজিইডির অনুকূলে সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দিয়ে থাকে। প্রতি বছর এই বরাদ্দের পরিমাণ বাড়লেও তা পর্যাপ্ত নয়, যার অন্যতম কারণ-

- গ্রামীণ সড়কে যানবাহন বিশেষ করে ভারী যানবাহন চলাচল বৃদ্ধি
- বন্যা, অতিবৃষ্টি, পাহাড়ী ঢল, হঠাৎ বন্যা, উপকূলীয় এলাকায় সাইক্লোন/জলোচ্ছ্বাসসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে সড়ক ও সড়ক অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি
- গুরুত্বপূর্ণ সড়কে সহজ যোগাযোগ ও সড়কের পাকা অংশের কার্যকারিতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সড়কগুলো প্রশস্ত করা এবং ডিজাইন লাইফ শেষ হওয়া সড়কের বেজকোর্সের শক্তিবৃদ্ধি।

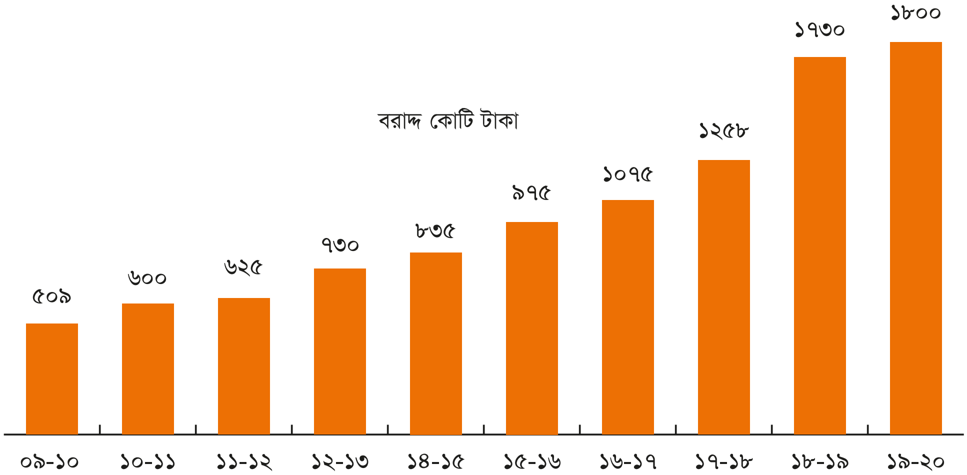

চিত্র- ৬.৯ : সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের বছরভিত্তিক রাজস্ব বরাদ্দ

সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো মেরামত ও সংরক্ষণের জন্য প্রতিবছরের মতো ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের শুরুতে বিটুমিনাস কার্পেটিং সড়কে রাফনেস সার্ভে এবং সেতু/কালভার্টের ডিটেইলড কনডিশন সার্ভে করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত রোড এন্ড স্ট্রাকচার ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম-৮ (আরএসডিএমএস-৮) সফটওয়্যারের সাহায্যে প্রসেস করে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক ও সেতু/কালভার্টের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১২ হাজার ৩২৪ কোটি টাকার চাহিদা নিরূপণ করা হয়। তবে এই অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটে 'গ্রামীণ সড়ক' মেরামত ও সংরক্ষণ উপখাতে ১ হাজার ৮ শত কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়, যা নিরূপিত চাহিদার মাত্র ১৪.৬১ শতাংশ।

সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, অগ্রাধিকার নির্ণয় ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে নিবিড় পরিবীক্ষণ এবং উত্তম চর্চা সফলভাবে প্রয়োগের ফলে প্রতিবছরের মতো ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ শতভাগ ব্যবহার সম্ভব হয়েছে।

এলজিইডি সাধারণত সড়কের নিয়মিত ও নির্দিষ্ট সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহের মেরামত ও পুনর্বাসন কাজ প্রয়োজন অনুযায়ী জরুরি ভিত্তিতেও করা হয়।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের অর্জন

ছক- ৬.২ : ধরন অনুযায়ী ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম

(কোটি টাকা)

ক্রমিক নং	রক্ষণাবেক্ষণের ধরন	পরিমাণ	ব্যয়
০১	নিয়মিত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	১১,২০০ কি.মি.	৬০.০০
০২	সময়ান্তর সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	৭,৭২৪ কি.মি.	১,৬৬৭.৮৮
০৩	কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ	১৩০টি	৫২.১২
০৪	জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ	-	২০.০০
	মোট		১৮০০.০০

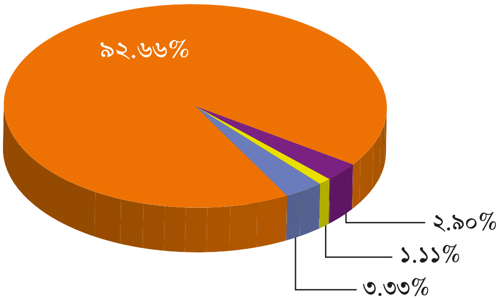

চিত্র - ৬.১০ : ধরন অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণ

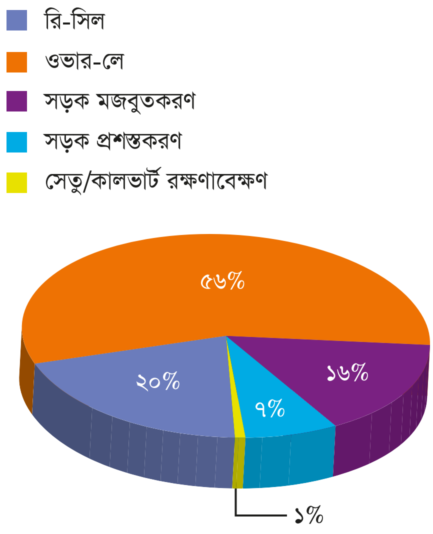

চিত্র - ৬.১১ : সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণ

ছক- ৬.৩ : ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণ

(কোটি টাকা)

ক্রমিক নং	সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণের ধরন	স্কিমের সংখ্যা	ব্যয়
০১	রি-সিল	৯৩২টি	৩৪৭.৩০
০২	ওভার-লে	১,৮১৪টি	৯৬১.১২
০৩	সড়ক মজবুতকরণ	৩২০টি	২৭১.৮৮
০৪	সড়ক প্রশস্তকরণ	১১১টি	১২৬.৬২
০৫	সেতু/কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ	১৩০টি	৫২.১২
	মোট	৩,৩০৬টি	১,৭২০.০০

নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ যন্ত্রপাতি

সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের চিত্র

কার্যকরি ও সুষ্ঠু সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে জানুয়ারি ২০১৩ এ অনুমোদিত 'পল্লি সড়ক ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা' অনুযায়ী এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্পে সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থের সংস্থান রাখা হয়। এই অর্থে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এলাকার সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো মেরামত করায় রক্ষণাবেক্ষণ চাহিদার ব্যাপকতা হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে।

এছাড়া ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাম সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দুটি প্রকল্পের মাধ্যমে সারা দেশে ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

পূর্বের অবস্থা

বর্তমান অবস্থা

উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ ভবন মেরামত ও সংরক্ষণ

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। নির্মিত অনেক উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্সের উপজেলা পরিষদ ভবন এবং ইউনিয়ন পরিষদ ভবন যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে জরাজীর্ণ এবং কালক্রমে ব্যবহারের অনুপোযোগী হয়ে পড়েছে। এসব ভবন নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ না করলে ভবিষ্যতে বড় ধরনের মেরামত ও পুনর্বাসন প্রয়োজন হবে। এ পরিপ্রক্ষিতে জাতীয় বাজেটের "মেরামত ও সংরক্ষণ এর অধীন অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা" খাতের অর্থ দ্বারা উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ ভবন রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ২০ কোটি টাকা, যার বাস্তবায়ন অগ্রগতি শতভাগ।

সড়কের পার্শ্বঢাল সুরক্ষা

প্রকিউরমেন্ট ইউনিট

স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা, সবার জন্য সমান সুযোগসহ সরকারি ক্রয়ে প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করা বিশ্বব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি সুসংহত জাতীয় ক্রয় কাঠামো প্রতিষ্ঠা এবং ক্রয় ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে সরকারি ক্রয় কাজে সুশাসন নিশ্চিত করা সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়।

বাংলাদেশে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট ২০০৬ (পিপিএ) কার্যকর করার আগে সকল ধরনের ক্রয়কার্য সম্পাদিত হতো 'চুক্তি আইন' অনুসারে, যা ছিল খুব সাধারণ প্রকৃতির। পিপিএ ২০০৬ এর সাথে পিপিআর ২০০৮ বিদ্যমান আইনের ওপর সুস্পষ্ট সুবিধা প্রদান করেছে। ২০১১ সালে ইলেক্ট্রনিক গভর্মেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) প্রবর্তন করে ক্রয় কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও অর্থের মূল্য (ভ্যালু ফর মানি) নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নে এক অনন্য উচ্চতায় আসীন হয়েছে।

সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে এলজিইডি দেশের ক্রয়নীতি অনুসরণ করে সকল ক্রয় কাজ সম্পাদন করে থাকে। সরকার 'দি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশন ২০০৩' জারি করার পর জানুয়ারি ২০০৪ এ এলজিইডি সদর দপ্তরে 'প্রকিউরমেন্ট ইউনিট' নামে একটি ইউনিট চালু করা হয়। এই ইউনিট পিপিএ ২০০৬, পিপিআর ২০০৮ এবং ই-জিপি গাইডলাইনস, ২০১১ অনুসরণে ক্রয় কাজ সম্পাদনের এলজিইডির সকল ক্রয়কারী কার্যালয়কে কারিগরি সহায়তা দিয়ে থাকে।

ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের শুরু থেকেই এলজিইডি ই-জিপি অনুসরণের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। ক্রয় প্রক্রিয়ায় জাতীয় ই-জিপি পোর্টাল ব্যবহার করা হয়। এলজিইডির বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর তা ই-জিপি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়। দরপত্র খোলা, মূল্যায়ন, অনুমোদন প্রক্রিয়া, চুক্তির বিজ্ঞপ্তি, চুক্তি স্বাক্ষর ইত্যাদি কাজ অনলাইন পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি জাতীয় পত্র-পত্রিকা, ই-জিপি পোর্টাল, এলজিইডি ওয়েবসাইটে নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

প্রকিউরমেন্ট ইউনিটের সাংগঠনিক কাঠামো

এলজিইডির ২০১৯ সালের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী এই ইউনিটের মোট জনবল ৮ জন। এই ইউনিট একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর অধিক্ষেত্র হিসেবে পরিচালিত হয়। একজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রকিউরমেন্ট) ইউনিটের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বর্তমানে মোট ১৩ জন কর্মকর্তা এবং কর্মচারী এই ইউনিটে কর্মরত রয়েছেন।

কার্যাবলি

- সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে এলজিইডির সকল ক্রয়কারী কার্যালয়কে ক্রয় সংক্রান্ত কারিগরি সহায়তা প্রদান
- সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে পারস্পরিক সহযোগিতা বিনিময় এবং যোগাযোগ রক্ষা
- বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ক্রয় কার্যক্রমে পরামর্শ ও মতামত প্রদান
- অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের দরপত্র/প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন কমিটিতে চাহিদার ভিত্তিতে বহির্সদস্য মনোনয়ন দিয়ে সহায়তা প্রদান
- পিপিএ, ২০০৬ এবং পিপিআর, ২০০৮ অনুসারে প্রধান প্রকৌশলীর ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদান
- এলজিইডির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পাবলিক প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা।

ই-জিপি বাস্তবায়ন

সরকারি ক্রয় কাজে অবাধ প্রতিযোগিতা এবং অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এলজিইডির সকল ক্রয়কারী কার্যালয়ে ই-জিপি পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। ই-জিপি সম্পর্কিত সকল সহায়তা প্রকিউরমেন্ট ইউনিট থেকে প্রদান করা হয়। ই-টেন্ডারিং এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে এলজিইডি সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভাসমূহের প্রকৌশলীবৃন্দকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারগণকেও এ বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

ই-জিপি ল্যাবে প্রশিক্ষণ

ই-জিপি সম্প্রসারণ

ই-জিপি সম্প্রসারণ ও সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ার নিবিড় তদারকি, সরকারি কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও পেশাদারিত্ব সৃষ্টি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আইএমইডি এর আওতায় ২০১৭-২০২২ মেয়াদে ডিজিটাইজিং ইমপ্লিমেন্টেশন মনিটরিং এন্ড পাবলিক প্রকিউরমেন্ট প্রজেক্ট (ডিআইএমএপিপিপি) শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সে অনুসারে সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) এবং এলজিইডির মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রকল্পটির বিশেষ দিক হচ্ছে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে ই-জিপি বাস্তবায়ন। ৫ বছর মেয়াদী এ প্রকল্পের মাধ্যমে অন্তত ১,৩০০টি ক্রয়কারী দপ্তরে ই-জিপি বাস্তবায়ন করা হবে, যার মধ্যে ৮৮৮টি দপ্তরের ই-জিপি বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবে এলজিইডি। এছাড়াও পেশাদারী দৃষ্টি ভঙ্গিতে ই-জিপি বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় ৩২৭টি পৌরসভা, ৪৯১টি উপজেলা পরিষদ, ৬১টি জেলা পরিষদ এবং ৯টি সিটি কর্পোরেশন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ই-জিপি বাস্তবায়নে এলজিইডির অগ্রগতি

শুরু থেকেই ইলেকট্রনিক গভর্মেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) সিস্টেম সরকারি দপ্তরগুলোতে জনপ্রিয় হয়েছে এবং এ পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বানের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন পর্যন্ত সারা দেশে প্রায় ২ লক্ষ ৯৯ হাজারের বেশি দরপত্র ই-জিপিতে আহ্বান করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ৩৭ শতাংশ দরপত্র-ই এলজিইডির। বাংলাদেশে ই-জিপি বাস্তবায়নে এলজিইডির ভূমিকা অগ্রগণ্য, যা বিশ্বব্যাংক এবং সরকারের বিভিন্ন প্রতিবেদনে ওঠে এসেছে।

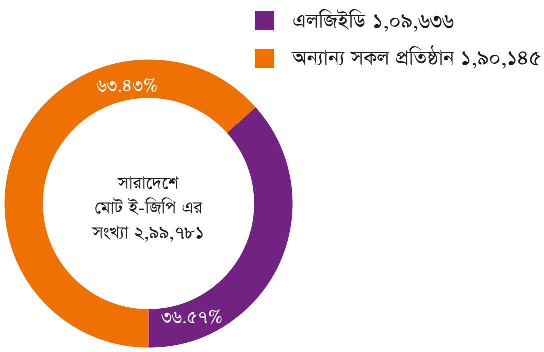

চিত্র- ৬.১২ : ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সারা দেশে ই-জিপি দরপত্র

সক্ষমতা উন্নয়নে প্রকিউরমেন্ট ইউনিট

ই-জিপি পদ্ধতি অনুসরণে শতভাগ দরপত্র আহ্বানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে এলজিইডি। এই লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে ই-জিপি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এলজিইডি সদর দপ্তর, ২০টি আঞ্চলিক দপ্তর এবং জামালপুর ও মৌলভীবাজার জেলায় আধুনিক ই-জিপি রিসোর্স সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। ই-জিপি প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষক তৈরির উদ্দেশ্যে বিদ্যমান প্রশিক্ষক পুলকে একটি আন্তর্জাতিক ফার্মের মাধ্যমে পুনর্গঠন/সম্প্রসারণ করা হবে। ফার্ম নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

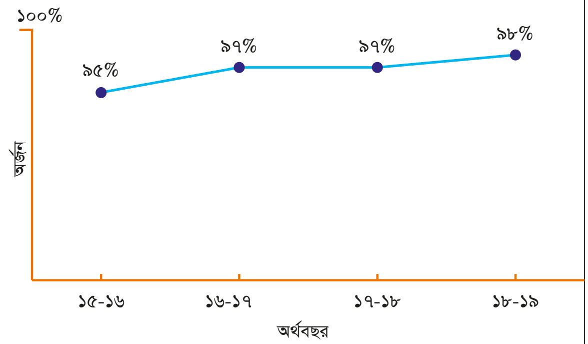

চিত্র- ৬.১৩ : ই-জিপি অর্জন

অবকাঠামোগত অগ্রগতি

- এলজিইডি সদর দপ্তর, বিভাগ, অঞ্চল, জেলা, উপজেলা পর্যায়ে এবং এলজিইডির প্রকল্পের আওতাভুক্ত পৌরসভার ক্রয়কারীসহ মোট ১,১৬৪টি অফিস ই-জিপি এর আওতায় আনা হয়েছে।
- ক্রয় প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন পর্যায়ে সফটওয়্যার সংক্রান্ত উদ্ভূত সমস্যা দ্রুত নিরসনে এলজিইডি সদর দপ্তরে ই-জিপি হেল্পডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে।
- এলজিইডি সদর দপ্তরে দুইটি কেন্দ্রীয়, ২০টি আঞ্চলিক এবং জামালপুর ও মৌলভীবাজার জেলায় ২টিসহ মোট ২৪টি ই-জিপি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।
- প্রতিটি ই-জিপি ল্যাবের জন্য ১টি ল্যাপটপ ও ২০টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ১টি প্রজেক্টর, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতের লক্ষ্যে জেনারেটরসহ ১টি অনলাইন ইউপিএস সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ই-জিপি ল্যাব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার করা হয়েছে।
- এলজিইডির সকল পর্যায়ের দপ্তরে ই-জিপিতে ক্রয় কাজ সম্পাদনে সহায়তার জন্য ৮০৮টি ল্যাপটপ সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি অফিসে ১টি করে ডেস্কটপ কম্পিউটার, প্রিন্টার ও একটি উন্নতমানের স্ক্যানার মেশিন সরবরাহ করা হয়েছে। ই-জিপি ল্যাবগুলোকে ইন্টারনেট সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে।
- প্রকিউরমেন্ট, ইনভেন্টরি এবং মানবসম্পদ সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য proinfo.gov.bd নামে একটি ওয়েবসাইট প্রস্তুত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নিয়মিত তথ্য আপডেটের কাজ চলছে।

প্রশিক্ষণ ইউনিট

কাজের উৎকর্ষ সাধনের জন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন অপরিহার্য। কর্মীর উন্নত দক্ষতা কাজের গুণগত মান বৃদ্ধি করে। এজন্য প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। এ অনুধাবন থেকেই এলজিইডি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করে। তৎকালীন ওয়ার্কস প্রোগ্রাম উইংয়ের অধীনে প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ড শুরু হলেও ১৯৮৪ সালে এলজিইবি প্রতিষ্ঠার পর তা আরও নিবিড় হয়।

১৯৮৪ সালে ঢাকা সদর দপ্তরে ১টি ও ৯টি জেলায় ৯টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প-৪ এর আওতায় প্রথমে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (আইডিপি) এবং পরবর্তীতে ইনস্টিটিউশনাল সাপোর্ট প্রজেক্ট (আইএসপি) এর মাধ্যমে তৎকালীন এলজিইবির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রকল্পের পরামর্শকবৃন্দ সে সময় প্রশিক্ষণ প্রদান করতেন। সেতু নির্মাণ, পরিকল্পনা, গ্রোথ সেন্টার সংযোগ সড়ক পরিকল্পনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি নানা প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। ১৯৯০ সালে একই প্রকল্পের আওতায় আরও ৬ জেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। ১৯৯৮ সাল পরবর্তী সময়ে পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প-২১ (আরডিপি-২১) থেকে এলজিইডি সদর দপ্তর এবং ১০টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সমন্বয় করা হতো।

প্রকল্প সহায়তায় চালু হলেও প্রশিক্ষণের অপরিহার্যতা উপলব্ধি করে পরবর্তীতে প্রশিক্ষণকে প্রতিষ্ঠানিকীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে সদর দপ্তরে ৪ জন এবং ১০টি অঞ্চলে ১০ জন প্রশিক্ষণ প্রকৌশলীর (নির্বাহী প্রকৌশলী) পদ সৃষ্টি করা হয়, যা ২০০৩ সালে রাজস্ব বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হয়।

একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর অধিক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইউনিটের দায়িত্বে রয়েছেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মানবসম্পদ, পরিবেশ ও জেন্ডার), ৪ জন প্রশিক্ষণ প্রকৌশলী (নির্বাহী প্রকৌশলী) এবং ১ জন সহকারী প্রকৌশলী। মাঠপর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয় আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও নির্বাহী প্রকৌশলী (অঞ্চল) এর তত্ত্বাবধানে।

এলজিইডির প্রশিক্ষণ সুবিন্যস্তভাবে পরিচালনার জন্য বছরভিত্তিক প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার তৈরি করা হয়। প্রতিটি কোর্সের রয়েছে স্বতন্ত্র নাম। এলজিইডির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পাশপাশি উপকারভোগীদেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়াও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ যথা, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন ও ইউনিয়ন পরিষদের কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। নির্মাণ শ্রমিকদের দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যেও রয়েছে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ। পাশাপাশি প্রকল্প সংশ্লিষ্ট দুস্থ নারীদের আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে।

এলজিইডি দেশের বিদ্যমান অন্যান্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সঙ্গেও যৌথভাবে বিশেষ কোর্স বাস্তবায়ন করে থাকে, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাংলাদেশ একাডেমি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (কুমিল্লা-বার্ড), পল্লি উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ-বগুড়া), বাংলাদেশ পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ট্রেনিং সেন্টার (বিপিএটিসি), ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ বাংলাদেশ (ইএসসিবি) ইত্যাদি। এছাড়া এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষকবৃন্দ এলজিইডির আমন্ত্রণে প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকেন।

সম্প্রতি প্রশিক্ষণের ওপর একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প সমাপ্ত হয়। প্রকল্পটি ৮টি বিভাগীয় প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন এবং ঢাকার কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণকেন্দ্রকে বহুমুখী প্রশিক্ষণকেন্দ্রে উন্নীত করার সুপারিশ করে। শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি আলাদা কেন্দ্র গঠন করার বিষয়েও সুপারিশ করা হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের চাহিদা মূল্যায়ন করা হয়। উল্লেখ্য, ২০০৫ সালে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) এর সহায়তায় একই বিষয়ের ওপর একটি চাহিদা মূল্যায়নে সমীক্ষা করা হয়েছিল।

মানবসম্পদ উন্নয়নে এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম একদিকে যেমন এলজিইডির উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের উৎকর্ষ সাধনে সহায়তা করছে, অপরদিকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা উন্নয়নেও কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে রাজস্ব ও ১৫টি উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে ৪,৫০৭টি ব্যাচে ১৭০টি প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করা হয়, যার মাধ্যমে ১,৩৫,৪৩২ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এতে ৪,৪৩,১৮৬ প্রশিক্ষণ-দিবস অর্জিত হয়। অংশগ্রহণকারী মোট প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ৩৪,৯৬৫ জন পুরুষ এবং ১,০০,৪৫৭ জন নারী।

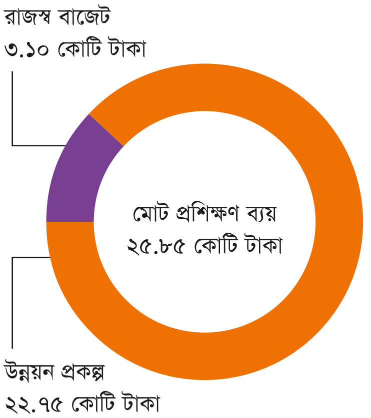

চিত্র ৬.১৪ : রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

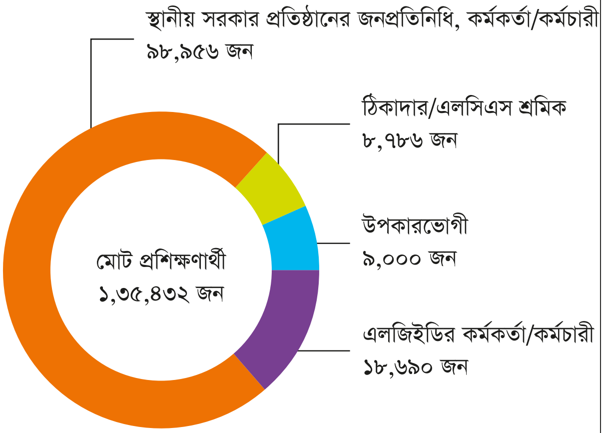

চিত্র ৬.১৫: ধরন অনুযায়ী প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ

পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের পাশাপাশি কর্মকর্তাদের উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিষয়ে এলজিইডি সবসময় গুরুত্ব দিয়ে আসছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৭১টি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং ২৫টি সেমিনার/কর্মশালায় এলজিইডির মোট ৩১৮ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

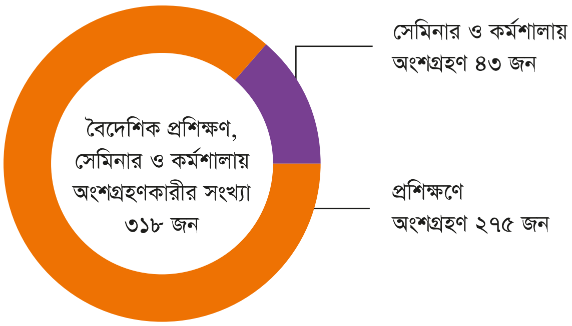

চিত্র- ৬.১৬ : বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ

ই-জিপি প্রশিক্ষণ

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

ডিজাইন ইউনিট

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৯৮১ সালে ইউএস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএইড) এর আর্থিক সহায়তায় বুয়েটের পুরকৌশল অনুষদের মাধ্যমে মাটির কাজের ম্যানুয়াল প্রস্তুত করা হয়েছিল। মাটির রাস্তা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, সেচ ও পানি নিষ্কাশন খাল এবং মজাপুকুরের পরিকল্পনা, ডিজাইন, নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে এই ম্যানুয়াল ব্যবহার করা হতো।

১৯৮৯ সালে সুইডিস ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা) ও নরওয়েজিয়ান এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (নোরাড) এর আর্থিক সহায়তায় রুরাল ইমপ্লয়মেন্ট সেক্টর প্রোগ্রাম (আরইএসপি) এর অন্তর্গত ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-আইডিপি (পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৪) এর আওতায় রোড স্ট্রাকচার ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়। এই ম্যানুয়ালে সর্বোচ্চ ১২ মিটার পর্যন্ত বিভিন্ন স্প্যানের সেতু ও কালভার্টের ডিজাইন অন্তর্ভুক্ত ছিলো। গ্রামীণ সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণে এসব ডিজাইন অনুসরণ করা হতো।

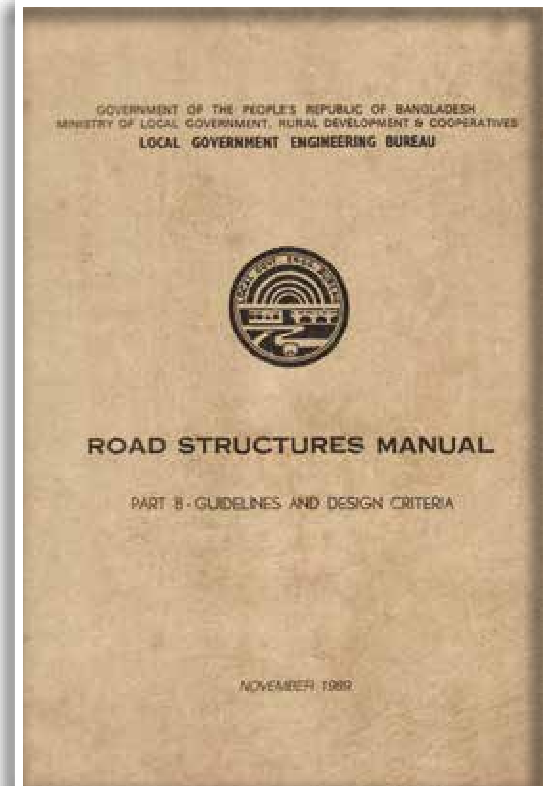

ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (আইডিপি) বৃহত্তর ফরিদপুর ও কুড়িগ্রাম জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছিল। এসব জেলায় ছিল আইডিপির ডিজাইন ইউনিট। এসব ইউনিটের পরামর্শক প্রকৌশলীদের সহায়তায় সড়ক, সেতু, ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ অবকাঠামো, গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজারের ডিজাইন প্রণয়ন করা হতো। ফরিদপুরে আরইএসপি সদর দপ্তরে ছিল আইডিপির ডিজাইন ইউনিটের কেন্দ্রীয় কার্যালয়।

১৯৯০ সালে দ্বিতীয় রুরাল এমপ্লয়মেন্ট সেক্টর প্রোগ্রাম (আরইএসপি-২) এর কার্যক্রম শুরু হলে এতে আইডিপির পাশাপাশি ইনস্টিটিউশনাল সাপোর্ট প্রজেক্ট (আইএসপি) সংযোজিত হয়। আইএসপির আওতায় তৎকালীন এলজিইবি সদর দপ্তর ঢাকায় একটি ডিজাইন ইউনিট স্থাপন করা হয়। এই ইউনিটে নিয়োজিত পরামর্শক প্রকৌশলী কর্তৃক আইডিপিভুক্ত ছয় জেলার বাইরে অবশিষ্ট জেলাসমূহের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক, সেতু, ভবন– বিশেষ করে এলজিইডির জেলা কার্যালয় ও নির্বাহী প্রকৌশলীর বাসভবন, প্রাথমিক বিদ্যালয়, জেলা পরিষদ অডিটরিয়াম, সি-শ্রেণির পৌরভবন ইত্যাদির কাঠামোগত ডিজাইন প্রণয়ন করা হতো। একই সঙ্গে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবিত অবকাঠামোর জন্য প্রণীত ডিজাইন নিরীক্ষা করা হতো। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প চালু হলে এর অবকাঠামোর ডিজাইনও আইএসপির পরামর্শক প্রকৌশলীগণ কর্তৃক প্রণয়ন করা হতো।

এরপর বিভিন্ন প্রকল্পের সহায়তায় ২০০৮ সাল পর্যন্ত ব্যক্তি পরামর্শক বা পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত অবকাঠামোর ডিজাইন প্রণীত হতো।

সময়ের পরিক্রমায় এলজিইডির কাজের ব্যাপ্তি বাড়তে থাকে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত ডিজাইন নিরীক্ষণ, সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প, যেখানে পরামর্শক নিয়োগের সংস্থান ছিল না সেসব প্রকল্পের অবকাঠামোর ডিজাইন প্রণয়ন এবং অনান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বা বিভিন্ন সরকারি সংস্থার অবকাঠামোর ডিজাইন প্রণয়নে সহযোগিতা করার অর্পিত দায়িত্ব পালনের তাগিদ থেকে এলজিইডিতে একটি স্বতন্ত্র ডিজাইন ইউনিট প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই বাস্তবতায় ২০০৮ সালে ছোট পরিসরে এলজিইডির ডিজাইন ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়।

২০০৯ সালে ডিজাইন ইউনিটে এলজিইডির নিজস্ব জনবল দ্বারা ব্যক্তি পরামর্শক ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত ডিজাইন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার কাজ শুরু হয়। একই সঙ্গে পরামর্শকবৃন্দের পাশাপাশি ডিজাইন ইউনিটের নিজস্ব জনবল দ্বারা ডিজাইন প্রণয়নের কাজ চলতে থাকে। ২০১৪ সাল থেকে এলজিইডির নিজস্ব ডিজাইনাররা পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাহায্য ছাড়াই ৬৫ মিটার সিঙ্গেল স্প্যান পিসি বক্স গার্ডার এবং ৩৬ মিটার আরসিসি বক্স গার্ডার সেতু, ৫০ মিটার আর্চ সেতু, ১৫ মিটার আরসিসি স্লাব সেতু এবং ২৪ মিটার পর্যন্ত আরসিসি গার্ডার সেতুর ডিজাইন প্রণয়ন করে আসছে। বর্তমানে এলজিইডি ১,৪৯০ মিটার দৈর্ঘ্যের সেতুর ডিজাইন প্রণয়ন করেছে।

শুধু সেতু নয় সড়ক ও ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রেও এলজিইডির অগ্রযাত্রা অসামান্য। আশির দশকে আধা-পাকা প্রাইমারি স্কুলের ডিজাইন দিয়ে শুরু করা এলজিইডি বর্তমানে নিজস্ব জনবল দ্বারা বহুতল প্রাইমারি স্কুল, পিটিআই ভবন, উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন, মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, ১৫০০ সিটের ধারণক্ষমতা সম্পন্ন অডিটোরিয়াম, বহুমুখী বাণিজ্যিক ভবন, জিমনেসিয়াম, লাইব্রেরিসহ বহুমাত্রিক আধুনিক ভবনের ডিজাইন প্রণয়ন করছে। উপজেলা পর্যায়ের প্রায় সকল ধরনের সড়ক এখন ডিজাইন করে এলজিইডি।

বর্তমানে একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর অধিক্ষেত্রে সেতু এবং সড়ক ও ভবন- এই দুই শাখায় দুজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ডিজাইন ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। এই ইউনিটে রয়েছে ৬ জন নির্বাহী প্রকৌশলী, ৩ জন সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী ও ৪ জন সহকারী প্রকৌশলী।

ডিজাইন ইউনিট সম্পাদিত প্রধান প্রধান কাজ

- সেতু, কালভার্ট, মার্কেট, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, স্কুলভবন, বাস টার্মিনাল, হাসপাতাল, অডিটোরিয়াম, ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন, মডেল থানা, পৌরভবন ইত্যাদির স্থাপত্য ও কাঠামোগত ডিজাইন প্রণয়ন
- সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও সংস্থার পূর্ত অবকাঠামোর ডিজাইন প্রণয়ন
- বিভিন্ন প্রকল্পের উপদেষ্টা ফার্ম কর্তৃক প্রণীত অবকাঠামোর স্থাপত্যগত ও কাঠামোগত ডিজাইন পর্যালোচনা
- স্থাপত্য ও ডিজাইন সংক্রান্ত উপাত্ত সংরক্ষণ
- মাঠপর্যায়ে ডিজাইন সংক্রান্ত উদ্ভূত সমস্যাবলী নিরসনে সরেজমিনে পরিদর্শন ও কারিগরি পরামর্শ প্রদান
- এলজিইডির প্রকৌশলীদের ডিজাইন, ড্রইং ও নির্মাণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান
- ডিজাইন ইউনিট এ কর্মরত প্রকৌশলীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন
- আরসিসি ও পিসি গার্ডার সেতুর ম্যানুয়াল ও গাইডলাইন; সেতু, সড়ক ও ভবনের ডিজাইন স্ট্যান্ডার্ড এবং দরতালিকা ও কারিগরি স্পেসিফিকেশন হালনাগাদ করা
- উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন এর বিভিন্ন অবকাঠামোর ডিজাইন ও প্রাক্কলন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের অর্জন

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এলজিইডির ডিজাইন ইউনিট বিভিন্ন ধরনের মোট ৯৭৯টি অবকাঠামোর ডিজাইন ও ৭৫টি সেতুর ডিজাইন নিরীক্ষা কাজ সম্পাদন করে। অবকাঠামোর সম্পাদিত ডিজাইনের বিস্তারিত তথ্য নিচে চিত্র-৬.১৭ এ তুলে ধরা হলো:

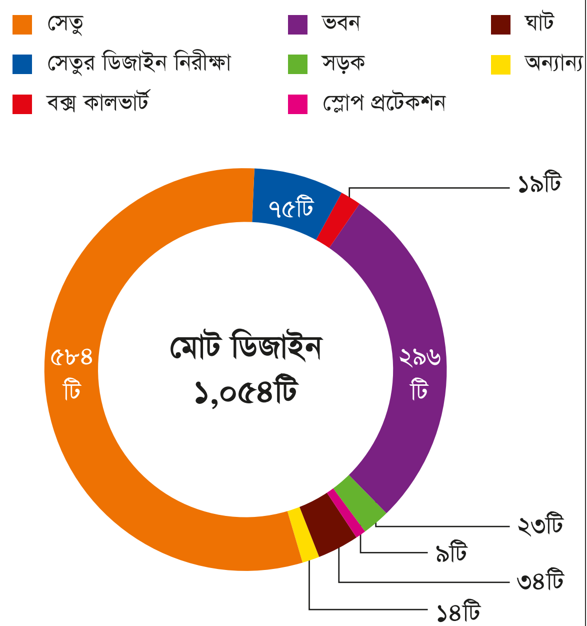

চিত্র- ৬.১৭: ডিজাইন প্রণয়নে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের অর্জন

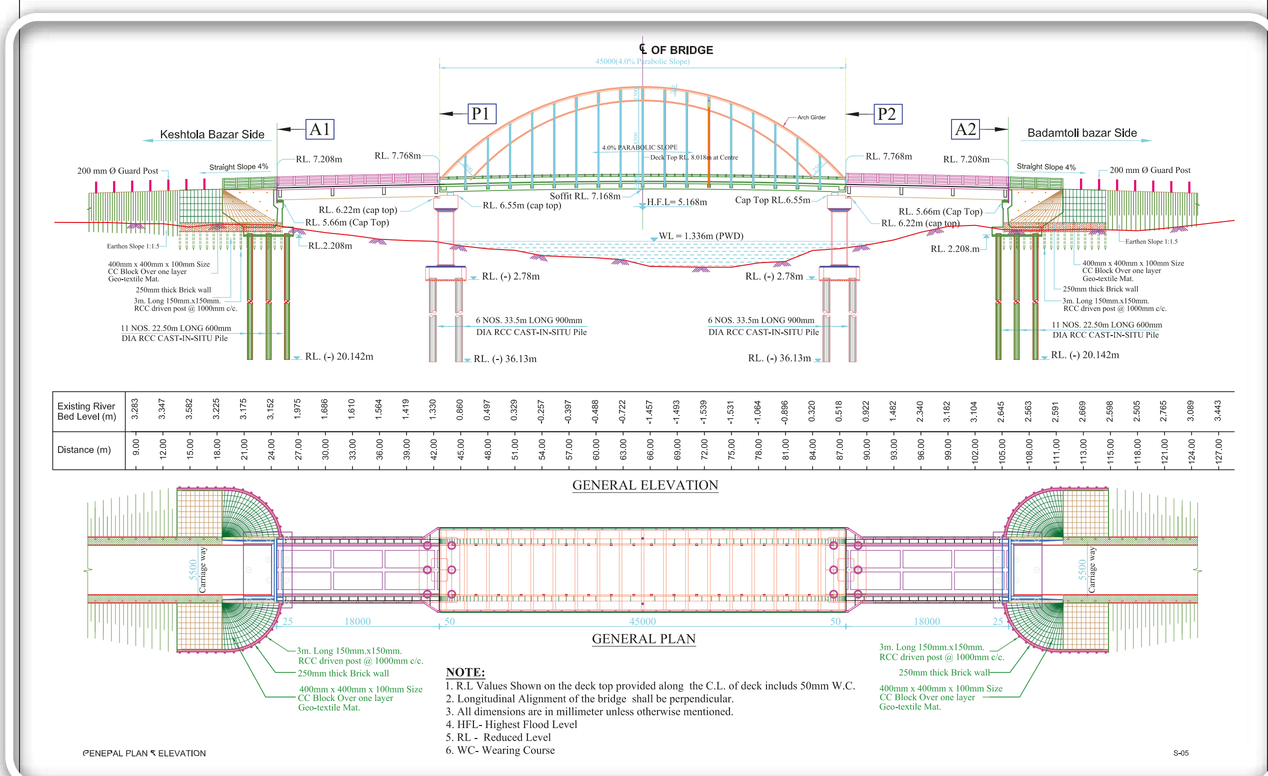

কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ উপজেলাধীন চাপনী বাজার-বাগচতল ভায়া কেশতলা ঘাট সড়কে ডাকাতিয়া নদীর ওপর প্রস্তাবিত ৮১ মিটার দীর্ঘ আরসিসি আর্চ সেতুর প্ল্যান ও এলিভেশন

মাননিয়ন্ত্রণ ইউনিট

যেহেতু নির্মাণ কাজকে শিল্প বলে আখ্যায়িত করা হয় সেহেতু এর লক্ষ্য থাকে গুণগত উৎকর্ষ অর্জন। কোনো সামগ্রী অথবা সেবা যে কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে তার প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ এবং তা যথাযথ ব্যবহার উপযোগী কিনা, তা নিশ্চিত করাকেই গুণগত মান হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাপকাঠি বজায় রাখতে যথাযথ মাননিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য।

এ দিকে লক্ষ্য রেখেই সদর দপ্তর ও জেলা পর্যায়ে এলজিইডি মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপন করেছে। এসব পরীক্ষাগারের মাধ্যমে নির্মাণ সামগ্রী ও সম্পাদিত কাজের মান সুনির্দিষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়। এলজিইডির নিজস্ব উন্নয়ন কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াও অন্যান্য সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চাহিদার ভিত্তিতে কাজের গুণগত মান নির্ণয় সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হয়।

নিবিড় পল্লিপূর্ত কর্মসূচির (ইনটেনসিভ রুরাল ওয়ার্কস প্রোগ্রাম) আওতায় ১৯৮৪ সালে এলজিইডি ফরিদপুরে প্রথম মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপন করে। পরবর্তীকালে পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প– আইডিপি: ১৯৮৫-৯০) এর আওতায় ঢাকা ও প্রকল্পভুক্ত ফরিদপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ী ও কুড়িগ্রাম-এ চার জেলায় মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়।

পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প-৪ এর প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রকল্পের (ইনস্টিটিউশনাল সাপোর্ট প্রজেক্ট– আইএসপি: ১৯৯০-৯৬) আওতায় ঢাকায় সদর দপ্তরে একটি কেন্দ্রীয় মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি এবং পর্যায়ক্রমে অবশিষ্ট ৫৯ জেলায় মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়। এসব ল্যাবরেটরিতে প্রয়োজনের নিরিখে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়। বর্তমানে এলজিইডি সদর দপ্তরে স্থাপিত কেন্দ্রীয় মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি ছাড়াও ৬৪টি জেলায় মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল দিয়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

মাননিয়ন্ত্রণ ইউনিটের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

২০০৩ সালে প্রতিটি জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরে কর্মরত একজন সহকারী প্রকৌশলীকে মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এছাড়াও যথাযথ যোগ্যতা সম্পন্ন ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ানরাও এসব মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে কাজ করছে। এর ফলে এই ইউনিটটি একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। উল্লেখ করা যেতে পারে জাপান উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান (জাইকা) এর সহযোগিতায় রুরাল ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং সেন্টার (আরডিইসি) সেটআপ প্রকল্পের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ২০০৩-০৪ অর্থবছরে প্রথমবারের মত মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ রাজস্ব বাজেট থেকে ৭০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এই বরাদ্দ ছিল ১ কোটি ২৩ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। বর্তমানে এলজিইডি সদর দপ্তরে একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর অধিক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মাননিয়ন্ত্রণ) এর নেতৃত্বে ১২ জনবল দ্বারা এই ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার সুবিধাদি

এলজিইডির জেলা ল্যাবরেটরিসমূহে সিমেন্ট, এগ্রিগেট, ইট, কংক্রিট, রড, বিটুমিন এবং মাটির বিভিন্ন পরীক্ষাসহ সাব-সয়েল ইনভেস্টিগেশনের সুবিধা আছে। এ সকল মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিসমূহে এলজিইডির উন্নয়ন কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রী, রাস্তার বিভিন্ন স্তরসহ অবকাঠামোর বিভিন্ন অংশের/কাজের গুণগত মান নিয়মিত পরীক্ষা করা হয়। তাছাড়া অন্যান্য সংস্থা ও ব্যক্তির চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত ফি গ্রহণ সাপেক্ষে পরীক্ষা সুবিধা প্রদান করা হয়।

জেলা ল্যাবরেটরিতে সম্পাদনযোগ্য পরীক্ষার অতিরিক্ত কিছু বিশেষ পরীক্ষা এলজিইডির কেন্দ্রীয় মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে সম্পাদন করা হয়ে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন লোড ডিভাইসের ক্যালিব্রেশনের ব্যবস্থা আছে। এলজিইডি ল্যাবরেটরিতে যেসব পরীক্ষার সুবিধা রয়েছে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য-

- মার্শাল মিক্সড ডিজাইন
- স্ট্যাবিলিটি ডিটারমিনেশন অব বিটুমিনাস স্যাম্পল
- এক্সস্ট্রাকশন টেস্ট অব বিটুমিনাস কার্পেটিং
- রোটারী হাইড্রলিক ড্রিলিং রিগ ব্যবহার করে সাব-সয়েল ইনভেস্টিগেশন
- মাটির আনকনফাইন্ড কমপ্রেশন টেস্ট
- মাটির কনসলিডেশন টেস্ট
- মাটির ডিরেক্ট শিয়ার টেস্ট
- কোন পেনিট্রেশন টেস্ট (সিপিটি)
- স্টিলের টেনসাইল স্ট্রেংথ ও ইলংগেশন টেস্ট

বিশেষায়িত পরীক্ষা

নির্মাণ সামগ্রীর যেসব পরীক্ষার সুবিধা এলজিইডির ল্যাবরেটরিতে নেই সেসব পরীক্ষার জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন পাবলিক প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তা গ্রহণ করা হয়।

ল্যাবরেটরি পরীক্ষা সংক্রান্ত ফি

কেন্দ্রীয় ও জেলা মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে নির্মাণ সামগ্রী ও অন্যান্য পরীক্ষা করে ফি বাবদ প্রতিবছর উল্লেখ্যযোগ্য পরিমাণ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সদর দপ্তর ও জেলা পর্যায়ের ল্যাবরেটরির মাধ্যমে মোট ৯০ কোটি ৬৯ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা আয় করে সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে।

মাননিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

সরকারের রাজস্ব বরাদ্দ ও বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থায়নে এলজিইডি ও পৌরসভার প্রকৌশলীদের মাননিয়ন্ত্রণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এলজিইডির প্রশিক্ষণ ইউনিটের আয়োজনে কেন্দ্রীয় মাননিয়ন্ত্রণ ইউনিটের প্রকৌশলীগণ এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকেন।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সংগৃহীত ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এলজিইডির কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায়ে ল্যাবরেটরিগুলোতে সরকারের রাজস্ব খাত থেকে ১ কোটি ২৩ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা ব্যয়ে নিচে বর্ণিত যন্ত্রপাতিসমূহ ক্রয় করা হয়েছে:

- কংক্রিট মিনিমিক্সার মেশিন
- সিলিন্ডার মোল্ড
- ইলেক্ট্রনিক ব্যালান্স
- টেস্টিং ম্যাটেরিয়াল্স
- ইনফ্রারেড থার্মোমিটার
- ডায়নামিক কোন পেনিট্রোমিটার (ডিসিপি)
- লস এঞ্জেলস এ্যাবরেশন (এলএএ) মেশিন

এলজিইডির কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরিতে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন প্রকৌশলীবৃন্দ

আরসিসি ঢালাই চলাকালীন কনক্রিটের সিলিন্ডার নেওয়া হচ্ছে

অ্যাসফল্ট কনক্রিটের মার্শাল মিক্সড ডিজাইন

কোন পেনিট্রেশন টেস্ট (সিপিটি) এর সাহায্যে সয়েল প্যারামিটার পরীক্ষা

নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট

বাংলাদেশ আজ নগরায়ণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে। কর্মসংস্থানের প্রত্যাশা এবং উন্নত জীবনযাপনের আশায় গ্রামাঞ্চলের মানুষ শহর অভিমুখী হওয়ায় শহরের ও নগরের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি হয়। একই সাথে নগরগুলোতে দেখা যায় অপর্যাপ্ত নাগরিক সুবিধা। অপরিকল্পিত রাস্তাঘাট, অপর্যাপ্ত পয়ঃ ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, নগর স্বাস্থ্য সুবিধার অপ্রতুলতা, নগর দারিদ্র্য ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত শহরগুলো। এই বাস্তবতায় এলজিইডি ১৯৮৫ সালে ইউনিসেফ এর আর্থিক সহায়তায় বস্তি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে নগর পর্যায়ে প্রথম প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। অতঃপর দেশের মাঝারি শহরগুলোর অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯১ সালে এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় সেকেন্ডারি টাউন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এসটিআইডিপি) শীর্ষক প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়। এই প্রকল্পের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ১৯৯৫ সালে এসটিআইডিপি-২ বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়। পরবর্তীতে আরও ব্যাপকভাবে নগর উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় মিউনিসিপ্যাল সার্ভিসেস প্রজেক্ট (এমএসপি) শিরোনামে একটি প্রকল্প ২০০০ সালে বাস্তবায়ন শুরু হয়। এই প্রকল্পের অর্থায়নে এলজিইডিতে 'মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিট' (এমএসইউ) গঠন করা হয়। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর পদমর্যাদার একজন পরিচালকের তত্ত্বাবধানে এমএসইউ এর কার্যক্রম ৬টি রিজিওনাল মিউনিসিপ্যাল সার্পোট ইউনিট (আরএমএসইউ) এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। মূলত পৌরসভার দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে, বিশেষ করে হোল্ডিং ট্যাক্স, অ্যাকাউন্টস, ট্রেড লাইসেন্স এবং অবকাঠামোর ইনভেন্টরি ও পানির বিল কম্পিউটারাইজেশন– এই ৫টি বিষয়ে এমএসপিভুক্ত ১৭টি সহ মোট ১৫০টি পৌরসভায় সহযোগিতা প্রদান করা হয়। এই সহায়তার আওতায় বর্ণিত ৫টি বিষয়ের মধ্যে অবকাঠামো ইনভেন্টরি বাদে বাকি ৪টি কাজের জন্য সফটওয়্যার তৈরি করা হয়। পরবর্তীতে এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তাপুষ্ট প্রথম নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের (ইউজিআইআইপি) আওতায় 'আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিট' (ইউএমএসইউ) গঠন করা হয় এবং একই কার্যক্রম আরও ৪টি রিজিওয়নে সম্প্রসারণ করা হয়। এক্ষেত্রে এমএসইউ এর পরিচালক ইউএমএসইউ এর পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। ইউএমএসইউ এর আওতায় ৩৩টি পৌরসভায় কম্পিউটারাইজেশন সেবা সম্প্রসারণ করা হয়। এদিকে ২০০২ সালে সরকারের রাজস্ব বাজেটের আওতায় এলজিইডির পূর্ণাঙ্গ নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়। পৌরসভার 'ন্যাশনাল ডাটাবেজ' হালনাগাদ কাজে এই ইউনিট সহায়তা প্রদান করে।

বর্তমানে নগর জনগোষ্ঠী দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ হলেও জাতীয় উৎপাদনে নগর ও শহরের অবদান শতকরা ৬০ ভাগের বেশি, যা পল্লি অঞ্চলের তুলনায় নগর অঞ্চলের অধিক উৎপাদনশীলতার নির্দেশক। দ্রুত বেড়ে ওঠা নগরগুলো উৎপাদনশীলতার বিবেচনায় অপার সম্ভাবনার উৎস। সে কারণে নগরে বসবাসরত নাগরিকদের আবাসন, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ও বস্তি এলাকার উন্নয়নসহ নগর পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়নের মধ্য দিয়ে পরিকল্পিত ও টেকসই নগর গড়ার লক্ষ্যে এলজিইডির নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট কাজ করছে। উন্নয়ন সহযোগী ও বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে এলজিইডি নগর সেক্টরে বর্তমানে বিভিন্ন মেয়াদে মোট ৩২টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

নগর সেক্টরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

এলজিইডি বাংলাদেশের ২৩৮টি পৌরসভা ও ২টি সিটি কর্পোরেশনের মহাপরিকল্পনা বা মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করেছে এবং ১৭টি পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ প্রায় শেষের দিকে। এর মধ্যে জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২২টি পৌরসভা ও ২টি সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২১৫টি পৌরসভা (কুয়াকাটা পর্যটন এলাকাসহ) এবং দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের আওতায় ১টি পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে। এছাড়া তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো

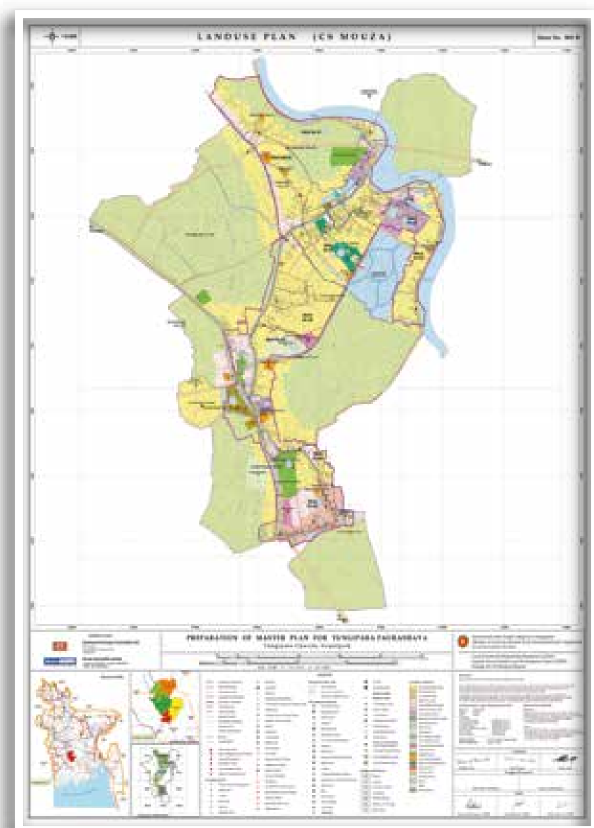

টুঙ্গিপাড়া পৌরসভার ভূমি ব্যবহার ম্যাপ

উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের আওতায় ১৬টি পৌরসভা ও ভোলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১টি পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলমান আছে।

পৌরসভার জনপ্রতিনিধি ও পৌরবাসীর সঙ্গে মতবিনিময় সভা আয়োজনের মধ্য দিয়ে স্থানীয় নাগরিকদের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও মতামতের ভিত্তিতে খসড়া মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। খসড়া মহাপরিকল্পনা বা এর কোনো অংশ অথবা বিষয়ের ওপর এলাকাবাসীর মতামত, অভিযোগ বা আপত্তি বিবেচনার জন্য নূন্যতম এক মাস গণশুনানির পর সকলের মতামতের যৌক্তিকতা বিবেচনায় নিয়ে মহাপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়। পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ অনুযায়ী যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পৌরপরিষদ কর্তৃক তা অনুমোদন করা হয়। ইতোমধ্যে সম্পন্নকৃত মহাপরিকল্পনাগুলো পৌরসভার গণশুনানী ও অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পাদনের পর সরকার কর্তৃক গেজেট নোটিফিকেশনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে ২০১৮ সালে টুঙ্গিপাড়া, কোটালিপাড়া, টাঙ্গাইল, মাধবপুর ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মহাপরিকল্পনার গেজেট নোটিফিকেশন সম্পন্ন হয়েছে। এর আগে কুয়াকাটা পর্যটন এলাকার জন্য প্রণীত মহাপরিকল্পনা গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাইয়ের পর স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক ডিসেম্বর ২০১৪ এ গেজেট নোটিফিকেশন সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট মহাপরিকল্পনাগুলোর গেজেট নোটিফিকেশন জারি প্রক্রিয়াধীন আছে। এলজিইডির নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট এসব মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন কাজের সমন্বয় সাধন করে।

নগর পরিচালন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহের পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়নে কাজ করছে। এর মধ্যে তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (ইউজিআইআইপি-৩) এর আওতায় দেশের ৩৬টি পৌরসভায় পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচি (ইউজিআইএপি) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া নর্দার্ন বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (নবিদেপ) এর আওতায় ১৮টি পৌরসভা, উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সিটিইআইপি) এর আওতায় ১০টি পৌরসভা এবং সিটি গভর্নেন্স প্রজেক্ট (সিজিপি) এর আওতায় ৫টি সিটি কর্পোরেশনের পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০০৩ সালে এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক সহায়তাপুষ্ট প্রথম নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প (ইউজিআইআইপি) এর মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ে প্রকল্পভুক্ত ২২টি ও দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও ১১টি অর্থাৎ সর্বমোট ৩৩টি পৌরসভায় ইউজিএআইপি বাস্তবায়ন করা হয়।

পৌরসভা পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিসহ পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। এলজিইডির নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কাজ বাস্তবায়নে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনকে সহায়তা দিয়ে থাকে।

দক্ষতা উন্নয়ন

পৌরসভায় কর্মরত জনবলসহ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পূর্বোল্লেখিত মিউনিসিপ্যাল সার্ভিসেস প্রজেক্টের আওতায় গঠিত এমএসইউ এবং প্রথম নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের আওতায় গঠিত ইউএমএসইউ এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হলেও পরবর্তীতে তা বিভিন্ন প্রকল্পের সহায়তায় পরিচালিত হয়। বর্তমানে বিশ্বব্যাংক সহায়তাপুষ্ট মিউনিসিপ্যাল গভর্ন্যান্স সার্ভিসেস প্রজেক্ট (এমজিএসপি) এর আওতায় গঠিত মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিট (এমএসইউ) এর মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রম চলছে, যার মধ্যে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ও কারিগরি বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং হোল্ডিং ট্যাক্স, অ্যাকাউন্টিং, ট্রেড লাইসেন্স ও ওয়াটার বিলিং সফটওয়্যার স্থাপন ও পরিচালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, পৌরসভার আর্থিক ও হিসাব ব্যবস্থাপনা, নাগরিক অংশগ্রহণ, মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স অন্যতম। ১০টি অঞ্চলের মাধ্যমে দেশের সকল পৌরসভা ও ৪টি সিটি কর্পোরেশনে এ কার্যক্রম চলছে। এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর পরিকল্পনা ও নগর অবকাঠামো উন্নয়ন) ও পরিচালক (এমএসইউ) এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ১০টি অঞ্চলের নির্বাহী প্রকৌশলী পদমর্যাদার

উপ-পরিচালকগণ দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করছেন। অঞ্চলগুলো হচ্ছে– ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, রংপুর, কুমিল্লা, ফরিদপুর, বরিশাল ও ময়মনসিংহ।

এদিকে নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মহাপরিকল্পনার গেজেট নোটিফিকেশন সম্পন্নকৃত টুঙ্গিপাড়া, কোটালিপাড়া, টাঙ্গাইল, মাধবপুর ও কিশোরগঞ্জ এই পাঁচটি পৌরসভার মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ওপর নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি তথা মেয়র, কাউন্সিলার ও পৌর প্রকৌশলীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিটের আওতায় বিভিন্ন নগর উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৪৫৩টি ব্যাচে সর্বমোট ১২,৩৭৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী, জনপ্রতিনিধি ও অংশীজনদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এলজিইডি সদর দপ্তর ও ১০টি আঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে এসব প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ৯,০১৫ জন পুরুষ ও ৩,৩৬২ জন নারী।

এটুআই কার্যক্রম

দেশের সকল পৌরসভার তথ্য ও সেবাকেন্দ্র (পিআইএসি) এবং নগর তথ্য ও সেবাকেন্দ্র (টিআইএসসি) স্থাপন করার লক্ষ্যে ইউএনডিপির আর্থিক সহায়তায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অবস্থিত এটুআই কার্যক্রম বাস্তবায়নে এলজিইডির নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিটের আওতায় গঠিত ১০টি আঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

স্থানীয় সরকার বিভাগের কার্যক্রম

নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট পৌরসভাসমূহে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক স্থাপন ও ডাটাবেজ তৈরি, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দক্ষতা উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে এমআইএস সফটওয়্যার এবং ওয়েবপোর্টাল অপারেশনের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এলজিইডির ১০টি আঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে পৌরসভার সচিব ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের আর্থিক সহায়তায় নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিটের মাধ্যমে ১১০টি পৌরসভার প্রকৌশলী ও কম্পিউটার অপারেটরদের ই-জিপি এবং ৭৫টি পৌরসভার প্রকৌশলী ও সচিবদের কার্যচুক্তি ব্যবস্থাপনার ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পৌরসভার অবকাঠামো ও ডিজাইন ম্যানুয়ালের ওপরও প্রকৌশলীগণকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

স্থানীয় সরকার বিভাগের উন্নয়ন সহায়তা থোক বরাদ্দ থেকে ৭৪.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯৬টি গার্বেজ ড্যাম্প ট্রাক (৩ টন) ক্রয় করে ১৯৪ টি পৌরসভায় সরবরাহ করা হয়েছে এবং ৭৪.৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭৬টি গার্বেজ ড্যাম্প ট্রাক (১৪.৭৫ টন) ক্রয় করে ১২টি সিটি কর্পোরেশনে সরবরাহ করা হয়েছে।

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট

জাতীয় পানি নীতি অনুসরণে দেশের সার্বিক পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের একটি অন্যতম কার্যক্রম। পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও বাস্তবায়িত প্রকল্পে দীর্ঘমেয়াদী সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০০৩ সালে এলজিইডির সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (আইডব্লিউআরএম) ইউনিট গঠন করা হয়। পানি সম্পদ উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তাসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সাথে যোগযোগ ও সমন্বয় সাধন এবং নতুন প্রকল্প প্রণয়নে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

ভূ-উপরিস্থ পানি সম্পদ ব্যবহার করে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে এলজিইডির পানি সম্পদ সেক্টর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে টেকসই কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারের দারিদ্র্য হ্রাস উদ্যোগে সহায়তা এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিশেষ বিবেচনায় রেখে প্রকল্প এলাকার সকল শ্রেণি ও পেশার জনগণের পরিচালিত একটি টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রচলনের মাধ্যমে সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে ভূমিকা রাখা এ সেক্টরের মূল উদ্দেশ্য।

এই ইউনিটের অধীনে দুটি শাখা রয়েছে, যার একটি পরিকল্পনা ও ডিজাইন শাখা এবং অন্যটি পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ শাখা। উপ-প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, নির্বাচন, সম্ভাব্যতা নিরূপণ এবং পরিকল্পনা ও ডিজাইন প্রণয়নের বিষয়গুলো পরিবীক্ষণ, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন কাজ তদারকি করা পরিকল্পনা ও ডিজাইন শাখার কাজ। অন্যদিকে বাস্তবায়নের পর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) এর কাছে হস্তান্তরকৃত উপ-প্রকল্পগুলোর অবকাঠামোসমূহের বাস্তবায়ন পরবর্তী পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নপূর্বক রক্ষণাবেক্ষণে প্রযুক্তিগত ও আর্থিক এবং সমিতিগুলোর কার্যক্রম তদারকি ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সার্বিক সহায়তা প্রদান পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ শাখার কাজ।

পরিকল্পনা ও ডিজাইন

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় স্থানীয় জনগণ কর্তৃক চিহ্নিত ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রস্তাবিত সর্বোচ্চ ১,০০০ হেক্টর বিস্তৃত আবাদি এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা, পানি নিষ্কাশন, পানি সংরক্ষণ ও ভূ-উপরিস্থ পানি দিয়ে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পসমূহের প্রাক-বাছাই, মাঠপর্যায়ে সরেজমিনে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ, অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা এবং সম্ভাব্যতা যাচাই ও কারিগরি নকশা প্রণয়ন করা হয়। প্রস্তাবিত প্রতিটি উপ-প্রকল্পের প্রস্তাব গ্রহণ এবং প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর উপকারভোগীদের অংশগ্রহণে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি গঠন ও উপ-প্রকল্পের অন্তর্গত অবকাঠামোর নকশা অনুমোদন করা হয়। অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রতিটি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য উপকারভোগীদের সমন্বয়ে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস), এলজিইডি এবং ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যাতে সকল পক্ষ উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে পারে। উপ-প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পর পাবসস এর নির্বাচিত প্রতিনিধি ও এলজিইডি যৌথভাবে একবছর উপ-প্রকল্প পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। এরপর উপ-প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সকল অবকাঠামোর ব্যবহারিক মালিকানা একটি লিজ চুক্তির মাধ্যমে পাবসস এর কাছে হস্তান্তর করা হয়। একটি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে ৪টি ধাপ ও ৩৬ থেকে ৩৮টি প্রক্রিয়া অনুসরণ এবং ১০ থেকে ১২টি শর্ত পূরণ করতে হয়। এসব প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে প্রায় ১৮-৩০ মাস সময়ের প্রয়োজন হয়।

পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট (আইডব্লিউআরএম) এর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ শাখা বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্প সংশ্লিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) এর কাছে হস্তান্তরের পর নির্মিত পানি সম্পদ অবকাঠামোসমূহের বাস্তবায়ন পরবর্তী মনিটরিং ও মূল্যায়নপূর্বক রক্ষণাবেক্ষণে (জরুরি, নিয়মিত ও সময়ান্তর) প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে। একই সঙ্গে সমিতিগুলোর কার্যক্রম তদারকি ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এছাড়া প্রতিটি পাবসসকে অবকাঠামোসমূহের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কৌশল প্রণয়ন এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণে সহায়তা প্রদান করে।

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের আওতায় সমাপ্তকৃত উপ-প্রকল্পের সুষ্ঠু পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত এমআইএস অত্যন্ত কার্যকর একটি ব্যবস্থা। এমআইএস এ উপ-প্রকল্পের পরিকল্পনা, ডিজাইন, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ করা হয়।

মাঠপর্যায়ের প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য সংশ্লিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) এর কাছ থেকে সংগ্রহ করে উপজেলা প্রকৌশলী জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ে প্রেরণ করেন। নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর থেকে এসব তথ্য এমআইএস সফটওয়্যারে অনলাইনে সংরক্ষণ করা হয়। সংরক্ষিত তথ্য উপ-প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ, নতুন প্রকল্প প্রণয়নসহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

উপ-প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ

এলজিইড ১৯৯৫ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত বাস্তবায়িত মোট ৭টি প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ১,১১৮টি উপ-প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করেছে। বাস্তবায়িত এসব উপ-প্রকল্পের সেচ ও নিষ্কাশন (ড্রেনেজ) অবকাঠামো রাজস্ব বাজেটের মেরামত ও সংরক্ষণ কর্মসূচির আওতায় রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়ে থাকে।

এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত সবগুলো উপ-প্রকল্প পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির (পাবসস) কাছে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হস্তান্তর করা হয়েছে। পাবসস উপকারভোগীদের কাছ থেকে মাসিক সঞ্চয়, অন্যান্য উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ এবং স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে উপ-প্রকল্পের পরিচালন ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। জরুরি ও সময়ান্তর বা বড় ধরনের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ এলজিইডির সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের মাধ্যমে প্রতিবছর রাজস্ব বাজেটে সেচ ও নিষ্কাশন (ড্রেনেজ) কাঠামো মেরামত ও সংরক্ষণ কর্মসূচির আওতায় পাবসসের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তবায়িত হয়। এই কর্মসূচির আওতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৩৮ জেলায় ২২৫টি উপ-প্রকল্পের ৪৫০টি স্কিম রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। এ খাতে মোট ১৮ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৭ কোটি ৯৯ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকার তহবিল ব্যবহার করা হয়েছে। এতে শতকরা ৯৯.৯৯ ভাগ অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।

চলমান উন্নয়ন প্রকল্প

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে এই ইউনিটের আওতায় টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প-২ (জাইকা) শীর্ষক ২টি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্প ২টির মাধ্যমে ১৯৫টি নতুন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ৩৯৫টি পুরাতন উপ-প্রকল্পের সম্প্রসারণ/পুনর্বাসন/কার্যকারিতা বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া একই অর্থবছর থেকে ভূ-উপরিস্থ পানির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারা দেশের পুকুর, খাল উন্নয়ন শীর্ষক আরেকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

অধ্যায়-০৭

অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নে এলজিইডির সম্পৃক্ততা

- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
  - প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো
- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
  - উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন
  - বীর নিবাস
  - মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ
- ভূমি মন্ত্রণালয়
  - শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস
- পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
  - বাপার্ড
- কৃষি মন্ত্রণালয়
  - বারটান
  - ইউনিয়ন কৃষক সেবাকেন্দ্র
  - জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
  - জয়িতা
- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
  - ডায়াবেটিস হাসপাতাল
- সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
  - শিল্পকলা একাডেমির মুক্তমঞ্চ ও প্রশিক্ষণ ভবন

এলজিইডি নিজস্ব কাজ বাস্তবায়নের পাশাপাশি অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করে থাকে; এর মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ভিত্তিক কাজের বিবরণ নিচে তুলে ধরা হলো-

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে সরকার বদ্ধপরিকর। আর এ লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়াও চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) এবং চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) শিরোনামে আরও দুটি প্রকল্পের বাস্তবায়ন চলমান। এলজিইডি এসব কাজ বাস্তবায়ন করছে।

সকল শিশুর জন্য গুণগত ও মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে এসব কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এসব কর্মসূচি ও প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে প্রয়োজনভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাঙ্গ, যার আওতায় চর, দ্বীপাঞ্চল, হাওর, চা-বাগানসহ দুর্গম ও শিক্ষায় অনগ্রসর এলাকাসহ সারা দেশে এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

১৯৯০ সাল থেকে এলজিইড প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের (ডিপিই) সঙ্গে কাজ করে আসছে। বর্তমানে এলজিইডি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন 'তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি' এর অন্যান্য উপাঙ্গের মধ্যে 'চাহিদাভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ' উপাঙ্গের সকল ভৌত কাজ বাস্তবায়ন করছে। এর মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ, পিটিআই অবকাঠামো সম্প্রসারণ, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার নির্মাণ, জেলা পর্যায়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ভবন ইত্যাদি।

শিক্ষা উন্নয়ন অবকাঠামো সুষ্ঠু ও মানসম্পন্নভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিইআইএমইউ) স্থাপন করা হয়েছে। নিবিড় পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। দেশের ৬৪টি জেলার এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী, ২০ জন আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর অধীন ২০ জন নির্বাহী প্রকৌশলী সরেজমিনে কাজ পরিদর্শন করে থাকেন। এছাড়া প্রতিটি বিভাগে কর্মরত অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীগণও মাঠপর্যায়ে চলমান কাজের সার্বিক সমন্বয়, পরিদর্শন ও পরামর্শ দিয়ে থাকেন। সদর দপ্তর ও জেলায় স্থাপিত এলজিইডির আধুনিক মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে নির্মাণের প্রতিটি ধাপে নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান পরীক্ষা করা হয়।

এলজিইডি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ সম্পর্কীত কার্যক্রম ডিপিই, প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি ও প্রধান শিক্ষক এবং মাঠপর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে বাস্তবায়ন করে থাকে। এলজিইডির উপজেলা প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে এসব প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করা হয়। উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সমন্বয়ে গঠিত উপজেলা শিক্ষা কমিটি সার্বিক কাজের সমন্বয় করে থাকে।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ঢাকা পিটিআই নির্মাণসহ ১০,০৩৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের কক্ষ নির্মাণ এবং ২৫৩টি বিদ্যালয় মেরামত করা হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় এলজিইডি এ পর্যন্ত বিদেশী সহায়তাপুষ্ট ২২টি ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ১০টি অর্থাৎ মোট ৩২টি কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

ঢাকা পিটিআই ভবন

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন

মহান মুক্তিযুদ্ধ বাঙালীর ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবময় অধ্যায়। মুক্তিযুদ্ধের অর্জনকে স্মরণীয় করে রাখতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বেশ কিছু প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে এলজিইডি কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। আর্থসামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প। প্রকল্পটির মেয়াদ জুলাই ২০১২ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত নির্ধারিত রয়েছে।

তিনতলা বিশিষ্ট কমপ্লেক্স ভবনের প্রতি তলার আয়তন ২,২১৭ বর্গফুট। প্রথম ও দ্বিতীয় তলায় মোট ১২টি দোকান বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহৃত হবে। তৃতীয় তলায় মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অফিস, হলরুম ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক লাইব্রেরি স্থাপন করা হবে।

ইতোমধ্যে ৪০৭টি উপজেলায় কমপ্লেক্স নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩৬৮টি ভবন নির্মাণ শেষ হয়েছে এবং ২৬টির নির্মাণ কাজ চলছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৬০টি উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে।

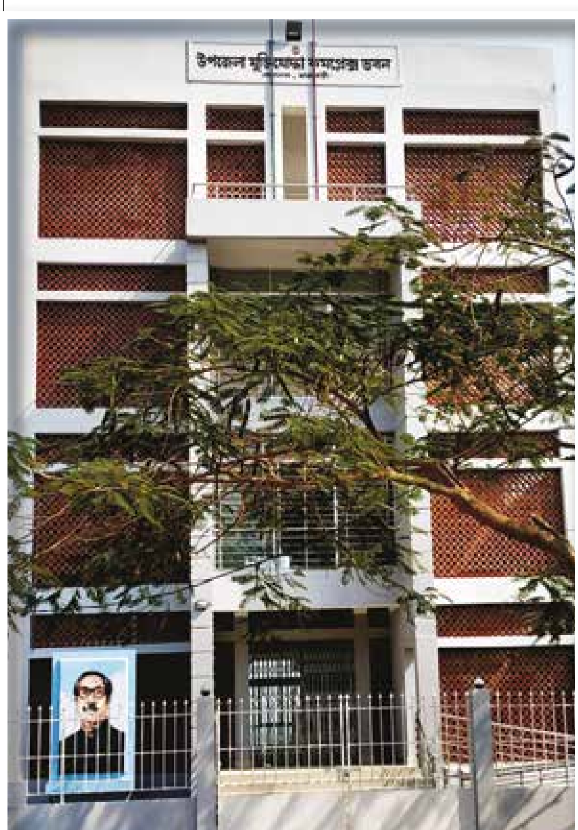

গোয়ালন্দ উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, রাজবাড়ী

বীর নিবাস

মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বীর নিবাস

বাসস্থান নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার। মুক্তিযোদ্ধারা এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান। ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধারা উপার্জনক্ষম না হওয়ায় তাঁদের পক্ষে নিজস্ব বাসস্থান নির্মাণ বেশ দুরূহ। জাতির এ শ্রেষ্ঠ সন্তানদের কথা বিবেচনা করে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০১২ সালে "ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ" প্রকল্পটি গ্রহণ করে। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের সকল উপজেলায় বসবাসরত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য স্যানিটেশন ও টয়লেট সুবিধাসহ মোট ৫০০ বর্গফুট আয়তনের ২,৯৭১টি বাসস্থান নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ প্রকল্পের লক্ষ্য হলো-

- ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসিক সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে কল্যাণকর কার্যক্রম বাস্তবায়ন
- মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও স্মৃতিগুলো তুলে ধরে দেশপ্রেম মূল্যবোধ জাগ্রত করা এবং
- আয় ও কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

দেশের ৬৪ জেলার ৪৮৪টি উপজেলায় ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য নির্মিত এসব নিবাসে বিদ্যুৎ, খাবার পানি, স্যানিটেশন ও টয়লেটের সংস্থান রাখা হয়েছে। এসব নিবাসকে 'বীর নিবাস' হিসেবে নামাঙ্কিত করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে যারা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সমাজে তাঁদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় এটি বর্তমান সরকারের এক অসামান্য উদ্যোগ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসন নির্মাণের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন নিশ্চিত করতে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ

মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং এর সঠিক ইতিহাস প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে তুলে ধরার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণ ও মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এলজিইডি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে, যার মেয়াদ জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত। এর আওতায় ৬৪টি জেলার মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি বিজড়িত ৩৬০টি ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণ করা হবে। নির্মিত অবকাঠামোর সঙ্গে ওই স্থানের যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হবে। ইতোমধ্যে ১৯৯টি উপজেলায় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে ২৮টির কাজ শেষ হয়েছে এবং ১১৬টি স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ কাজ চলছে। গত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ২৮টি মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধ/জাদুঘর নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে।

ভূমি মন্ত্রণালয়

শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস

ভূমি ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন ও জনসেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় 'সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ' প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে এলজিইডি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের লক্ষ্য হলো- শহর ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ভূমি অফিস নির্মাণের মাধ্যমে টেকসই, আধুনিক ও কার্যকর ভূমি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা, জনগণকে ভূমি সংক্রান্ত উন্নত সেবা প্রদান এবং ভূমি অফিসের রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উন্নত ভৌত সুবিধাদি প্রদান করা। একই সঙ্গে ভূমি অফিসসমূহে কর্মরত জনবলের পেশাগত ও আইটি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে। পার্বত্য তিনটি জেলা বাদে দেশের অন্য ৬১ জেলার মহানগর, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ভূমি অফিস নির্মাণ করা হচ্ছে।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে সারা দেশে ৪,৭৬৬টি মহানগর/পৌর/ইউনিয়ন ভূমি অফিস রয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয় পর্যায়ক্রমে ৩,১০০টি ভূমি অফিস নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সেই লক্ষ্যে এলজিইডি কর্তৃক প্রথম পর্যায়ে ৯৯৮টি (সমতলে ৮৯৮টি ও হাওর/উপকূলীয় এলাকায় ১০০টি) ভূমি অফিস নির্মাণ করা হবে। সমতল এলাকার জন্য দুইতলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ১,০৩৬ বর্গফুটের একতলা ভবন, হাওর/উপকূলীয় এলাকার জন্য তিনতলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ১,০৩৬ বর্গফুটের দুইতলা ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রকল্পটি শুরু হয়েছে জুলাই ২০১৬ এবং জুন ২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

বাপার্ড

দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলায় বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বাপার্ড) প্রতিষ্ঠা করা হয়। নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন ও প্রয়োগের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা পালন করা এ একাডেমীর মূল উদ্দেশ্য।

এ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নকল্পে প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ, পুরাতন অবকাঠামো সংস্কার ও আধুনিকায়নের জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় ২০১০-২০২০ মেয়াদী একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এলজিইডি এই প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণের দায়িত্ব পালন করছে। প্রকল্পের আওতায় দুটি ১০-

তলা ভবন (প্রশাসনিক এবং হোস্টেল) এবং দুটি ৬ তলা কোয়ার্টার (অফিসার্স ও স্টাফ) নির্মাণ কাজ চলছে। এছাড়াও একটি কৃষি শেড, একটি পোল্ট্রি শেড, একটি মৎস্য হ্যাচারি শেডসহ অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর পর্যন্ত অবকাঠামো উন্নয়ন কাজের ক্রমপুঞ্জিভূত ভৌত অগ্রগতি শতকরা ৮৯ ভাগ।

কৃষি মন্ত্রণালয়

বারটান

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বোর্ড (বাফমাউব) জনগণের পুষ্টি অবস্থা ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৬৮ সাল থেকে কাজ করছে। এর অন্যতম দায়িত্ব খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও মাঠ গবেষণার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি, পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ, বেকার সমস্যা সমাধান ও দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখা।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন এ সংস্থাটির প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার "বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) আইন-২০১২" পাস করে। একই সঙ্গে বারটান এর প্রধান কার্যালয় ও ৭টি বিভাগের আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপনের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। প্রকল্পের আওতায় বারটান প্রধান কার্যালয়, গবেষণাগার, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ফলিত পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান বিষয়ক ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট ও বিভাগীয় আঞ্চলিককেন্দ্র নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের জন্য এলজিইডিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলায় বারটান এর প্রধান কার্যালয় নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়া সুনামগঞ্জ, নোয়াখালী, বরিশাল, সিরাজগঞ্জ, রংপুর, নেত্রকোণা এবং ঝিনাইদহ জেলায় অবশিষ্ট ৭টি বিভাগের আঞ্চলিককেন্দ্র নির্মিত হচ্ছে।

প্রকল্পটি জুলাই ২০১৩ এ শুরু হয়েছে এবং জুন ২০২০ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর পর্যন্ত শতকরা ৭৫ ভাগ ভৌত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

ইউনিয়ন কৃষক সেবাকেন্দ্র

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। জাতীয় অগ্রগতির সঙ্গে রয়েছে কৃষির নিবিড় সম্পর্ক। এ পরিপ্রেক্ষিতে কৃষকদের উন্নত সেবা বিশেষত প্রশিক্ষণ, কৃষি সংশ্লিষ্ট আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিতিকরণ, কৃষি সম্পর্কিত সমস্যার দ্রুত সমাধান ও পণ্য বাজারজাতকরণ বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সেবাকেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ পাইলট প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এ প্রকল্পের আওতায় দেশের ২১টি জেলার ও ২৪টি উপজেলায় চারতলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট তিনতলা ভবন নির্মাণ কাজ চলছে। প্রকল্পটি জুলাই ২০১৬ এ শুরু হয়েছে এবং জুন ২০২০ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর পর্যন্ত শতকরা ৮২ ভাগ ভৌত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। একাডেমির প্রশিক্ষণ সুবিধাদি বৃদ্ধি, আধুনিকায়ন ও মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং একাডেমির সদস্যদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি শক্তিশালীকরণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় যেসব ভৌত অবকাঠামো নির্মিত হবে তার মধ্যে রয়েছে- ভিজি বাংলো, ট্রেনিং কমপ্লেক্স, ডরমেটরি, ক্যাফেটেরিয়া এক্সটেনশন, মেডিকেল সেন্টার, ডে-কেয়ার সেন্টার, গেস্টহাউজ, অফিসার্স ডরমেটরি ভবন, সড়ক ও ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ এবং পুরনো ভবন মেরামত। এলজিইডি এসব অবকাঠামো নির্মাণ করছে। প্রকল্পটি ১ অক্টোবর ২০১৫ এ শুরু হয়েছে এবং ৩০ জুন ২০২০ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।২০১৮-২০১৯ অর্থবছর পর্যন্ত শতকরা ৮০ ভাগ ভৌত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

জয়িতা

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন নিবন্ধনকৃত মহিলা সমিতিভিত্তিক ব্যতিক্রমী ব্যবসায়ী উদ্যোগ (জয়িতা-বান্দরবান) শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় বান্দরবান জেলা শহরে মেঘলা পর্যটন কেন্দ্রে ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বিপণন, দৈনন্দিন চাহিদার আলোকে সামগ্রী সংগ্রহ ও বিপণন এবং বাজারজাতকরণে নারী উদ্যোক্তাবান্ধব অবকাঠামো উন্নয়ন করে সেবা ও বিপণন ব্যবস্থা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এদিকে গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলায় নারী উদ্যোক্তাদের পরিচালনায় মহিলা বিপনি কেন্দ্র (জয়িতা-কালীগঞ্জ) শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় কালীগঞ্জ উপজেলা শহরে নারীদের সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলার পাশাপাশি ব্যবসার পুঁজি ও বিনিয়োগ সৃষ্টি, নারীবান্ধব পরিবেশ, নারী উদ্যোক্তাবান্ধব অবকাঠামোর উন্নয়ন করে সেবা ও বিপণন ব্যবস্থা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন এবং মার্কেটের মধ্যবর্তী স্থান ও সম্মুখভাগের সৌন্দর্যবর্ধন কাজ করা হচ্ছে। এলজিইডি এই কাজ বাস্তবায়ন করছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এ কাজ শেষ হবে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর পর্যন্ত বান্দরবানে শতকরা ৮০ ভাগ এবং গাজীপুরে শতকরা ৩২ ভাগ ভৌত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

ডায়াবেটিস হাসপাতাল

বাংলাদেশের প্রায় পৌনে এক কোটি মানুষ ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত। বিশ্বে প্রতিবছর তিন লক্ষাধিক ডায়াবেটিস রোগী শনাক্ত হচ্ছে। এদেশে বিপুল সংখ্যক তরুণ-তরুণী ডায়াবেটিক ঝুঁকিতে রয়েছে। গর্ভকালীন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীর হার বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি।

এ বাস্তবতায় দেশের ডায়াবেটিক সমিতি ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে দেশের ৮টি জেলায় ডায়াবেটিস হাসপাতাল নির্মিত হচ্ছে। এই নির্মাণে বাংলাদেশ সরকার শতকরা ৭০-৮০ ভাগ এবং সমিতি ৩০-২০ ভাগ অর্থায়ন করছে। ডায়াবেটিক সমিতিগুলো কমপক্ষে শতকরা ৩০ ভাগ দুস্থ, অবহেলিত ও দরিদ্র রোগীর মধ্যে বিনামূল্যে ডায়াবেটিস চিকিৎসা দেবে।

এলজিইডি সমাজসেবা অধিদফতরের এ প্রকল্পের আওতায় ছয় থেকে দশ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট তিন থেকে সাত তলা ভবন নির্মাণ করছে। তিনটি ভবনের নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট পাঁচটি ভবনের নির্মাণ কাজ চলছে।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

শিল্পকলা একাডেমির মুক্তমঞ্চ ও প্রশিক্ষণ ভবন

স্থানীয় জনগণের কাছে শিল্প, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও চেতনা প্রচার, প্রসার, উন্নয়ন ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে সরকার দেশের জেলায় ১১টি জেলার ১১টি উপজেলায় শিল্পকলা একাডেমি নির্মাণের কাজ বাস্তবায়ন করছে। পর্যায়ক্রমে অবশিষ্ট জেলাগুলোতেও তা বাস্তবায়ন করা হবে। এর আওতায় গ্যালারিসহ মুক্তমঞ্চ ও একটি ১তলা প্রশিক্ষণ কাম অফিস ভবন নির্মিত হচ্ছে। এলজিইডি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি জুন ২০১৯ এ শেষ হয়েছে।

লক্ষ্মীপুর ডায়াবেটিস হাসপাতাল

রাঙ্গুনিয়া উপজেলা শিল্পকলা একাডেমি ভবন

ডোমার উপজেলা মুক্তমঞ্চ

মুক্তমঞ্চের ত্রিমাত্রিক চিত্র

উল্লিখিত প্রকল্পগুলো ছাড়াও এলজিইডি অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের আরও কিছু প্রকল্পের (বিশেষ করে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায়) ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করছে। অধ্যায় ৩ -এ এসব কাজের অগ্রগতি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

অধ্যায়-০৮

এলজিইডির বিশেষ কার্যক্রম

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য কার্যক্রম

পার্বত্য অঞ্চল

বরেন্দ্র অঞ্চল

হাওর অঞ্চল

- অবকাঠামো উন্নয়ন
- ক্লাইমেট অ্যাডাপ্টেশন এন্ড লাইভলিহুড প্রোটেকশন (ক্যালিপ)
- জলমহাল ব্যবস্থাপনা
- মাটির কিল্লা
- ডুবো সড়ক

নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন

চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল

দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি

বিলুপ্ত ছিটমহল উন্নয়ন

জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালার আলোকে কর্মসূচি বাস্তবায়ন এলজিইডির জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যের বিশেষ দিকগুলো বিবেচনায় নিয়ে সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এলজিইডি বিশেষ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য- রোহিঙ্গা শরণার্থীর জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন, দেশের উত্তর-মধ্যাঞ্চলের তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্র নদী বিধৌত রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা ও জামালপুর জেলার চরবেষ্টিত ২৫টি বন্যাপ্রবণ উপজেলার জনগণ এবং বিলুপ্ত ছিটমহলবাসীর জীবনমান উন্নয়ন, হাওর, পার্বত্য ও বরেন্দ্র অঞ্চলের জন্য গৃহীত বিশেষ কার্যক্রম। যুগপৎভাবে এলজিইডি সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় দুস্থ ও অসহায় জনগোষ্ঠী এবং ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জন্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য কার্যক্রম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৭ কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলার কুতুপাংল রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করেন

মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশে বসবাসরত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী সহিংসতা ও নির্যাতনের শিকার হয়ে ২০১৭ সালের আগস্টে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে। কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলায় এসব রোহিঙ্গা আশ্রয় গ্রহণ করে। বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা শরণার্থী ও স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় "জরুরিভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় মাল্টিসেক্টর প্রকল্প (ইএমসিআরপি)" এবং এডিবির সহায়তায় "বাংলাদেশ: জরুরি সহায়তা প্রকল্প"। অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে প্রকল্পদুটি বাস্তবায়নে এলজিইডি সম্পৃক্ত রয়েছে।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে এলজিইডি কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ ও এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ খলিলুর রহমান

বিশ্বব্যাংক সহায়তা প্রকল্পের এলজিইডি অংশের আওতায় রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রোহিঙ্গা ক্যাম্পের অভ্যন্তরীণ ড্রেন ও ফুটপাতসহ সড়ক নির্মাণ ও মেরামত এবং সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে হাটবাজার উন্নয়ন, সোলারবাতি স্থাপন, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বহুমুখী কমিউনিটি সেন্টার, ত্রাণকার্য সংশ্লিষ্ট সেন্টার ও গুদামঘর নির্মাণ। একই সঙ্গে সুপেয় পানি, স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন, শিক্ষা সম্প্রসারণ ও জেন্ডার উন্নয়ন কার্যক্রম সংযুক্ত রয়েছে।

এডিবির সহায়তা প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি অংশে রয়েছে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের অভ্যন্তরীণ ও ক্যাম্পের সাথে সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় বহুমুখী সাইক্লোন শেল্টার ও খাবার বিতরণ কেন্দ্র নির্মাণ, পাহাড়ের পার্শ্বঢাল সুরক্ষা ও বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এছাড়াও ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটির জন্য উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক মজবুত ও প্রশস্তকরণ এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে।

পার্বত্য অঞ্চল

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত পার্বত্য চট্ট্রগ্রাম অঞ্চলের অন্তর্গত রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলার আয়তন প্রায় ১৩,২৯৫ বর্গকিলোমিটার, যা দেশের মোট আয়তনের শতকরা প্রায় ১০ ভাগ। বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের এ অঞ্চলের জনগণের মধ্যে শতকরা প্রায় ৭৮ ভাগ নৃগোষ্ঠী। এলাকার দারিদ্র্যের হার জাতীয় গড় দারিদ্র্যের হারের চেয়ে অনেক বেশি। খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা এবং সড়ক যোগযোগ, বিদ্যুৎ ও ঋণ পাওয়ার সুবিধাসহ সবধরনের উন্নয়ন সূচকে অনেক পিছিয়ে আছে দুর্গম এ পাহাড়ি অঞ্চলের জনগণ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। জলবায়ু ও ভৌগলিক কারণে এ এলাকার জনগণ মূলত কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। টেকসই অবকাঠামোর অভাব পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উন্নয়নের পথে প্রধান অন্তরায়। অপর্যাপ্ত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে কৃষিপণ্য পরিবহন ও বাজারজাতকরণ দুরূহ ও ব্যয়বহুল। একই কারণে অকৃষি খাতেও জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত।

পার্বত্য এলাকায় এলজিইডি নির্মিত সড়ক

এ পরিপ্রেক্ষিতে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান এই তিনটি জেলায় এলজিইডি পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন: পার্বত্য চট্টগ্রাম শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সাল থেকে দ্বিতীয় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৯৩.৭০ কিলোমিটার উপজেলা সড়ক, ৮৮.০৪ কিলোমিটার ইউনিয়ন সড়ক, ২৬.৯০ কিলোমিটার পল্লি সড়ক ও ২৭৪৮.৩০ মিটার সেতু এবং ৩৫৮.২০ মিটার কালভার্ট নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০২০ সালে শেষ হবে।

প্রকল্পটির মাধ্যমে রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলার মোট ২৬টি উপজেলার নিরবচ্ছিন্ন সড়ক নেটওয়ার্ক তৈরি হবে। ফলে পরিবহন ব্যয় ও সময়হ্রাস পাবে, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ সহজ হবে, ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাবে এবং বেকার সমস্যা হ্রাস পাবে। সার্বিক আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হবে।

২০১৮ সালের জুন মাসে "তিন পার্বত্য জেলায় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন" শীর্ষক একটি প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন ও নতুন সড়ক ও সেতু নির্মাণ করা হবে। ২০২৩ সালের জুন মাসে প্রকল্পটি শেষ হওয়ার জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

বরেন্দ্র অঞ্চল

বাংলাদেশের বরেন্দ্রভূমি খরাপ্রবণ এলাকা। এ এলাকায় শুষ্ক মৌসুমে চাষাবাদের জন্য পানির সংকট প্রকট থাকায় একসময় এখানে একটি মাত্র ফসল হতো। মাটির গঠন ও ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরের গভীরতার কারণে প্রচলিত গভীর নলকূপ দ্বারা সেচ কাজ সম্ভব ছিল না। ১৯৮৫ সালে তৎকালীন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বিশ্বব্যাংকের একটি প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় বিশেষ ধরনের গভীর নলকূপ উদ্ভাবন করে, যার পরিপ্রেক্ষিতে ভূ-গর্ভস্থ পানি দ্বারা সেচের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এই সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯২ সালে সমগ্র বরেন্দ্র এলাকা অর্থাৎ রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নঁওগা জেলার ২৫টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়।

বরেন্দ্র অঞ্চলে কৃষি উৎপাদন বাড়াতে নির্মিত হচ্ছে পাইপ ড্রেন

বরেন্দ্র অঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং তুলনামূলক কম বৃষ্টিপাতের কারণে প্রতিবছর পানির স্তর নিচে নেমে যেতে থাকে। এ বাস্তবতায় ২০১৭ সালের জুলাই মাস থেকে এলজিইডি বরেন্দ্র অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণ করে পাইপের মাধ্যমে উৎস থেকে পানি সরবরাহের লক্ষ্যে টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়। এর আওতায় বরেন্দ্র এলাকার তিনটি জেলা ছাড়াও সিরাজগঞ্জ, পাবনা, নাটোর, জয়পুরহাট ও বগুড়া জেলার বিভিন্ন উপজেলায় খাল খনন, কমান্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট (ক্যাড), ফ্ল্যাড কন্ট্রোল ড্রেনেজ (এফসিডি) ব্যবস্থা উন্নয়ন করা হচ্ছে। ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বেড়েছে। একই সঙ্গে পরিবেশের ওপর পড়ছে ইতিবাচক প্রভাব।

বরেন্দ্র ভূমির সবুজ ধান

হাওর অঞ্চল

মেঘনা অববাহিকার হাওর অঞ্চল বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত। প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে হাওর অঞ্চলের ৮,৬০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা প্লাবিত হয় ও অতিবর্ষণে সৃষ্ট আকস্মিক বন্যায় ফসলের ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতি হয়। এর ফলে জীবনযাপন সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়। হাওরে রয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য। কৃষি বিশেষ করে ধান ও মৎস্য সম্পদের একটি বড় অংশের যোগান আসে এই হাওর থেকে। কিন্তু প্রকৃতিগত কারণে হাওর অঞ্চলের উন্নয়ন কার্যক্রম সাধারণ এলাকার থেকে আলাদা। অবকাঠামো উন্নয়নে এখানে রয়েছে নানা রকম প্রতিবন্ধকতা। এলজিইডি হাওর এলাকার উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে।

অবকাঠামো উন্নয়ন

হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো উন্নয়ন ও বন্যা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এলাকার মানুষের জীবনমানের উন্নয়নে এলজিইডি বর্তমানে দুটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এর মধ্যে রয়েছে ইফাদ সহায়তাপুষ্ট হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিলিপ) এবং জাইকা সহায়তাপুষ্ট হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (এইচএফএমএলআইপি)।

এসব প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো, বন্যা থেকে ফসলের ক্ষতি হ্রাস, যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাস, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং মৎস্য সম্পদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হাওর অঞ্চলের জনগণের জীবনমান উন্নয়ন। প্রকল্পটি কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোণা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ৩৩টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ক্লাইমেট অ্যাডাপ্টেশন এন্ড লাইভলিহুড প্রোটেকশন (ক্যালিপ)

হাওর অঞ্চলের জনসাধারনের দারিদ্র্য বিমোচনে গত জুলাই ২০১৪ থেকে হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিলিপ) এর সহযোগী হিসেবে ক্লাইমেট অ্যাডাপ্টেশন এন্ড লাইলিহুড প্রোটেকশন (ক্যালিপ) বাস্তবায়িত হচ্ছে। হাওর অঞ্চলে অবস্থিত নেত্রকোণা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ে, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ এবং সুনামগঞ্জ জেলার ২৮টি উপজেলায় ক্যালিপের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ক্যালিপের আওতায় গ্রামীণ সুরক্ষা দেওয়াল, ডুবো সড়ক ও কিল্লা নির্মাণ করা হচ্ছে। একই সঙ্গে গ্রামীণ অভ্যন্তরীণ সড়ক, আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন, জলমহালের পাড়ের সুরক্ষা, উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক ঢালের সুরক্ষায় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। এসব সুরক্ষা কাজে পরিবেশবান্ধব ভার্টিবার ও ব্লক ব্যবহার করা হচ্ছে। সুপেয় পানি, স্যানিটেশন ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কাজ করছে ক্যালিপ।

পাশাপাশি কৃষি ও অকৃষিখাতে উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদিত পণ্যের নায্যমূল্য পেতে সহায়তার জন্য ভ্যালু চেইন প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে ক্যালিপ। এ কার্যক্রমের আওতায় আগাম বন্যার হাত থেকে হাওরের ফসল ও জানমালের ক্ষয়ক্ষতি রোধে আগাম বন্যা সতর্কীকরণ পূর্বাভাস ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে। দরিদ্র নারীদের আয়বর্ধক কার্যক্রম পরিচালনায় দক্ষ করে তুলতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে ক্যালিপ। এলসিএস সদস্য বিশেষত দরিদ্র নারীদের সম্পৃক্ত করে সড়কে সবধরনের মাটির কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

জলমহাল ব্যবস্থাপনা

দরিদ্র মৎস্যজীবীদের অংশগ্রহণে সমাজভিত্তিক জলমহাল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম হাওরে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রাখছে। হাওরের পাঁচটি জেলা, যথা- কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোণা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর ১৫০টি জলমহালে এ কার্যক্রম চলছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আলোকে ১৩৯টি জলমহাল স্থানীয় মৎস্যজীবীদের মধ্যে হস্তান্তর করা হয়। জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য বিল ইউজার গ্রুপ (বিইউজি) গঠন করে সমাজভিত্তিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত গঠিত বিইউজির মোট সদস্য সংখ্যা ৩,৯৩০ জন, যার

মধ্যে নারী সদস্য ১,০৬৫ জন। বিল ইউজার গ্রুপ এ যাবৎ ১১৬টি জলমহালের ইজারা বাবদ প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিয়েছে। উন্নয়ন সংযোগী সংস্থা জাইকার অর্থায়নে এলজিইডির হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এ প্রকল্পের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৩২টি বিল এবং ৪০ কিলোমিটার বিল সংযোগ খাল খনন করা হয়েছে। ক্ষতিপূরণমূলক বিকল্পজীবিকা নির্বাহ কার্যক্রমের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ১,৩৪৮ জন সদস্যের মধ্যে প্রায় এক কোটি তেত্রিশ লক্ষ টাকা অনুদান হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে। এতে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়ে বিইউজি সদস্যরা বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন এবং মৎস্য আইন মেনে চলতে অনুপ্রাণিত হচ্ছেন। জলমহল থেকে এ যাবৎ সর্বমোট প্রায় ৩২০ টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে, যার বাজার মূল্য প্রায় ৫ কোটি টাকা। মজুরি হিসেবে মৎস্যজীবীগণ প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছেন। লভ্যাংশ হিসেবে মৎস্যজীবীদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে প্রায় ৬০ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা।

সমাজভিত্তিক জলমহাল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় দক্ষতা উন্নয়নে জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। প্রকল্পে হস্তান্তরিত জলমহালগুলোতে খনন কাজ, মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন, হিজল-করচ গাছ লাগানো হচ্ছে। এতে জীববৈচিত্র্য সুরক্ষিত হচ্ছে এবং মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দরিদ্র্য মৎস্যজীবীদের দারিদ্র্য বিমোচনে এ কার্যক্রম বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এছাড়াও হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিলিপ) এর আওতায় মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে ১৫০টি বিলে অভয়াশ্রম ও জলজ উদ্ভিদ রক্ষা, ২১০ কিলোমিটার বিল সংযোগ খাল খনন, বিল স্কিনিং, রিসোর্স ম্যাপিং, খাঁচায় মাছ চাষ, আঙিনা সংলগ্ন পুকুরে মাছ চাষ, দাউদকান্দি মডেল অনুশীলনসহ মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মাটির কিল্লা

হাওর অঞ্চলে বোরো মৌসুমে প্রায় আগাম বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিপাতের কারণে এ অঞ্চলের মাটির রাস্তাগুলো ব্যবহার অনুপোযোগী হয়ে পড়ে। অন্যদিকে বৃষ্টিপাত হলেও নৌযান চলাচলের জন্য পর্যাপ্ত পানি থাকে না। পরিবহন সমস্যার কারণে কৃষকেরা সহজে ক্ষেত থেকে ধান সংগ্রহ করতে পারে না। ফলে পাকা ধান প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে। এ সমস্যা সমাধানে হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত জলবায়ু অভিযোজন সম্পর্কিত একটি কার্যক্রম "ক্লাইমেট অ্যাডাপ্টেশন এন্ড লাইভলিহুড প্রোটেকশন (ক্যালিপ)" এর আওতায় মাটির কিল্লা নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

হাওরের মধ্যে কোনো সুবিধাজনক স্থান (যেমন- খাসজমি অথবা কৃষকের স্বেচ্ছায়দানে জমি) সর্বোচ্চ বন্যাসীমার নিচ পর্যন্ত মাটি ভরাট করে উঁচু করা হয়। কৃষকেরা এসব উঁচু স্থানে উৎপাদিত ফসল সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাত ও মজুদ করেন। পরবর্তীতে পানি বেড়ে নৌযান চলাচলের উপযোগী হলে উৎপাদিত ফসল সুবিধাজনক স্থানে পরিবহন করা হয়। নির্মিত এসব উঁচু স্থান কিল্লা নামে পরিচিত। নবনির্মিত কিল্লা হাওর অঞ্চলে ফসলের সুরক্ষায় অনন্য ভূমিকা রাখছে।

বর্ষাকালে কিল্লাগুলো পুরোপুরি পানির নিচে ডুবে থাকে এবং শুষ্ক মৌসুমে জেগে ওঠে। পানির নিচে ডুবে থাকায় বর্ষাকালে হাওরের ঢেউয়ে কিল্লার কোনো ক্ষতি হয় না। আশেপাশের ছোট ছোট উদ্ভিদ কিল্লাকে ভাঙন থেকে রক্ষা করে। কিল্লাতে গরু ছাগলও রাখা যায়।

হিলিপ প্রকল্পের ক্যালিপ অংশ থেকে প্রথম হাওর অঞ্চলে ২০টি কিল্লা স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ইতোমধ্যে ৮টি কিল্লা নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে। এরমধ্যে হবিগঞ্জ জেলায় চারটি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় দুটি, নেত্রকোণা জেলায় একটি এবং কিশোরগঞ্জ জেলায় একটি কিল্লা নির্মাণ করা হয়েছে।

উঠতি ফসল সুরক্ষায় কিল্লার কার্যকারিতা দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। ২০১৭ সালের আগাম বন্যায় কেবল হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচংয়ে নির্মিত বগির কিল্লায় ১২৫ মেট্রিক টন ধান সংরক্ষণ ও মাড়াই করা সম্ভব হয়েছে। কিল্লার উপকারিতা প্রমাণিত হওয়ায় হাওর অঞ্চলে নির্ধারিত ২০টি কিল্লা নির্মাণের পরিকল্পনা সংশোধন করে ২৮টিতে উন্নীত করা হয়েছে।

ডুবো সড়ক নির্মাণ

ডুবো সড়ক

শুধু বসতভিটার উঁচু জায়গা ছাড়া হাওর অঞ্চল বছরের ছয়-সাত মাস পানিতে ডুবে থাকে। এ সময় চলাচল করতে হয় নৌকায়। শুষ্ক মৌসুমে জমিতে যখন পানি থাকে না তখন সার্বিক যোগাযোগ হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। জনজীবনে আসে স্থবিরতা। এতে করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্য ঝুঁকির মুখে পড়ে। শুষ্ক মৌসুমে হাওরবাসীদের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করতে এলজিইডি ডুবো সড়ক নির্মাণ করছে। এসব ডুবো সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে।

আরসিসি নির্মিত এসব ডুবো সড়ক হাওরের আর্থসামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। ডুবো সড়ক ব্যবহার করে কৃষকরা হাওরের ধান ঘরে তুলছে পারছেন। খরচও আগের চেয়ে অনেক কমেছে, কমেছে ফসলের ক্ষতি।

ডুবো সড়ক হাওরবাসীর যোগাযোগের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। এ পথ ধরে তাদের জীবন বদলে যেতে শুরু করেছে। হাওরের পানি সরে গেলেই এসব ডুবো সড়ক এনে দিচ্ছে যোগাযোগের ক্ষেত্রে নতুন গতি। ডুবো সড়ক শুষ্ক মৌসুমে হাওরবাসীর যোগাযোগের অন্যতম অবলম্বন হয়ে উঠেছে। সহজেই যেতে পারছেন দূরের বা কাছের গন্তব্যে। উপজেলা ও জেলা সদরে।

এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প এবং হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পসহ এলজিইডির অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা জেলার ৪৩টি উপজেলার হাওর এলাকায় ডুবো সড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে। হিলিপ ও এইচএফএমএলআইপি এর আওতায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৬৯৭ কিলোমিটারের মধ্যে ৫১৭.২ কিলোমিটার ডুবো সড়ক নির্মাণ শেষ হয়েছে।

হাওরের ডুবো সড়কে শুষ্ক মৌসুমে যান চলাচল

নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন

এলজিইডির সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি-২) এর আওতায় শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতি উপজেলায় নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য উপ-প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। এই উপ-প্রকল্পের আওতায় ৯.৫ কিলোমিটার সড়ক, নারী মার্কেট, কমিউনিটি সেন্টার, বিশুদ্ধ পানির জন্য আটটি সাবমারসিবল পাম্প, দোকানঘরসহ চারটি যাত্রী ছাউনী এবং ১১৯ মিটার স্কুল বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। গারো পাহাড় অধ্যুষিত এ এলাকায় মুসলমান, হিন্দু, খৃস্টান ও বৌদ্ধ সম্প্রদায় এবং গারো, কোচ, হাজং, হদিসহ ৭-৮টি নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর প্রায় কুড়ি হাজার মানুষ বাস করে। উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে এলাকার আর্থসামাজিক সূচকে যোগ হয়েছে নতুন মাত্রা। বদলে যেতে শুরু করেছে জীবনযাত্রার মান। সড়ক নির্মাণের ফলে যাতায়াতসহ ব্যবসা-বাণিজ্যে ইতিবাচক প্রভাব পরতে শুরু করেছে। সাবমারসিবল পাম্প স্থাপনের ফলে সার্বক্ষণিক নিরাপদ খাবার পানির তীব্র সংকট দূর হয়েছে। পানিবাহিত রোগ-ব্যাধির প্রাদুর্ভাবও কমে এসেছে। স্থানীয় নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর চাহিদার ভিত্তিতে নির্মাণ করা হয়েছে ৯টি দোকানঘর বিশিষ্ট নারী মার্কেট। এ মার্কেট নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি করেছে। এ অঞ্চলের নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর রয়েছে সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ঐতিহ্য। নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি চর্চাকে অবারিত করতে এ উপ-প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ করা হয়েছে কমিউনিটি সেন্টার, যা নৃতাত্ত্বিক জনগণের সংস্কৃতি চর্চার প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করছে। উপ-প্রকল্পের আওতায় সড়ক সংলগ্ন স্কুলের সীমানা প্রাচীর নির্মাণের ফলে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা বেড়েছে। যাত্রী ছাউনি নির্মাণের ফলে যাত্রীরা নিরাপদে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতে পারছেন।

শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতি উপজেলায় নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে নির্মিত বিভিন্ন অবকাঠামো

চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল

এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে শুরু থেকেই আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাস কার্যক্রমে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে আসছে। গত শতাব্দির আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে সুবিধাবঞ্চিত দুস্থ ও অসহায় নারী-পুরুষদের কীভাবে গ্রামীণ অবাকাঠামো উন্নয়ন কাজে সম্পৃক্ত করা যায় তা নিয়ে তৎকালীন নিবিড় পল্লিপূর্ত কর্মসূচি থেকে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়।

প্রচলিত প্রদ্ধতিতে ঠিকাদারের মাধ্যমে কাজ বাস্তবায়নে নিয়োজিত শ্রমিকরা অনেক ক্ষেত্রে ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হতো। এছাড়া দুস্থ নারীদের কাজের সুযোগও ছিল সীমিত। প্রকল্পের নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নে মধ্যস্বত্ত্বভোগী বিলোপ ও শ্রমিকদের সরাসরি কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল বা এলসিএস ধারণার উদ্ভব হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে শুধু মাটির রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি গ্রহণ করা হলেও পরবর্তীতে অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণেও এলসিএস পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে দরিদ্র পুরুষ অথবা দুস্থ নারী অথবা নারী-পুরুষদের দ্বারা দল গঠন করা হয়।

এলসিএস পদ্ধতিতে প্রতিটি দলে নির্বাচিত একজন দলনেতা ও একজন সদস্য সচিব থাকে। প্রতিটি দলের জন্য একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পরিচালিত হয়। এলজিইডির কাজ বাস্তবায়নকারী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সঙ্গে এলসিএস দলের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কাজ বাস্তবায়নের শুরুতে অনুমোদিত প্রাক্কলনের একটি নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ প্রথম কিস্তি হিসেবে অগ্রিম এবং চলমান অবস্থায় পর্যায়ক্রমে পরবর্তী কিস্তি হিসেবে এলসিএস দলের অ্যাকাউন্টে জমা হয়। কাজ শেষে চূড়ান্ত পরিমাপের ভিত্তিতে অবশিষ্ট পাওনা পরিশোধ করা হয়। এ পদ্ধতিতে এলসিএস দলের সদস্যরা একদিকে যেমন শ্রমিক হিসেবে মজুরি পায় একই সঙ্গে সদস্য হিসেবে কাজের লভ্যাংশও পেয়ে থাকে।

কিছু কিছু প্রকল্পের ক্ষেত্রে যেমন কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রকল্প নারী এলসিএস সদস্যদের দ্বারা গ্রামীণ হাট-বাজারে মহিলা মার্কেট সেকশন নির্মাণ করে থাকে এবং তাদের মধ্যে দোকান বরাদ্দ দেওয়া হয়। এলসিএস দলের সদস্যদের বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যাতে কাজের শেষে প্রাপ্ত মজুরি এবং লাভের অংশ দিয়ে সুবিধামত ব্যবসা-বাণিজ্য, কুটীর শিল্প, হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশু পালন, টেইলারিং ইত্যাদি আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে। **২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় মোট ১,৫৯,৬৪৩ জনের কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়।**

দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি

বাংলাদেশের অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ উত্তর-মধ্যাঞ্চলের মানুষের জীবনজীবিকা আবর্তিত হয় তিস্তা নদী ও ব্রহ্মপুত্র নদ ঘিরে। বর্ষা এলেই ভাঙে নদী-জনপথ, সেই সঙ্গে ভাঙে হাজার মানুষের স্বপ্ন। এই অবস্থা থেকে উত্তরণে উন্নয়ন সহযোগী ইফাদ ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা ও জামালপুর জেলার চরবেষ্টিত ২৫টি বন্যাপ্রবণ উপজেলায় অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য জলবায়ু পরিবর্তন অর্থাৎ বন্যা প্রস্তুতি গবেষণার মাধ্যমে জলবায়ু অভিঘাতসহিষ্ণু অবকাঠামো যেমন গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ, হাটবাজার, বিদ্যালয় কাম বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ এবং জলবায়ু অভিঘাতসহিষ্ণু অবকাঠামো উন্নয়নের ডিজাইন ম্যানুয়াল প্রস্তুত ও প্রশিক্ষণ।

প্রকল্পের আওতায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৪ লক্ষাধিক মানুষ গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজারের সুবিধা পাবে। একই সঙ্গে ৩০ হাজার উপকারভোগী ভোকেশনাল ট্রেনিং এবং ১৫ হাজার উপকারভোগী চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের (এলসিএস) সদস্য হওয়ার সুযোগ পাবে। এ ছাড়াও প্রায় ৫ লক্ষ পরিবার আগাম বন্যা সর্তক বার্তার মাধ্যমে সরাসরি উপকৃত হবে। প্রকল্পটি জুলাই ২০১৮ সালে শুরু হয়েছে এবং চলবে ২০২৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত।

বাংলাদেশের চরাঞ্চলের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নের সাথে পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন সরাসরি সম্পৃক্ত। দুস্থ নারীদের কাজের সুযোগ সৃষ্টির জন্য চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল (এলসিএস) গঠন করে তাদেরকে চুক্তি প্রদান এলজিইডির একটি কার্যকর উদ্ভাবনী পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত। প্রভাতী প্রকল্পের আওতায় ১৩৫টি বাজার নির্মাণে প্রায় ৪ হাজার দুস্থ নারী ও পুরুষের ১৮ মাসের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। হাটবাজার উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে ৩৫টি বাজারে উইমেন্স মার্কেট সেকশন নির্মাণ করা হবে, যা সুনির্দিষ্টভাবে ওই অঞ্চলের দুস্থ দরিদ্র নারী জনগোষ্ঠীর একাংশকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করবে।

বিলুপ্ত ছিটমহল উন্নয়ন

১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহল ভারতের অভ্যন্তরে এবং ভারতের ১১১টি ছিটমহল বাংলাদেশে অভ্যন্তরে থেকে যায়। ২০১৫ সালে ৩১ জুলাই ছিটমহল বিনিময় চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় ছিটমহলগুলো বাংলাদেশের সীমানাভুক্ত এবং ভারতের অন্তর্গত বাংলাদেশের ছিটমহলগুলো ভারতীয় সীমানাভুক্ত হয়। দীর্ঘ ৪৪ বছর ছিটমহলের অধিবাসীরা বিভিন্ন নাগরিক সুবিধাবঞ্চিত ছিল। ছিটমহলবাসীর নাগরিক সুবিধাসমূহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ছিটমহলের অবকাঠামোসমূহ উন্নয়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে এলজিইডি একটি প্রকল্প প্রণয়ন করে, যা ৫ জানুয়ারি ২০১৬ এ একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। ছিটমহলভুক্ত জেলাসমূহ হচ্ছে পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম ও নীলফামারী।

ছিটমহল অধিবাসীর জন্য সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো নির্মিত হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে ২১০.৩৩১ কিলোমিটার সড়ক ও ৭২৫.৬৩ মিটার সেতু/কালভার্ট নির্মাণ। ধর্মীয় ও সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নের আওতায় ছয়টি কমিউনিটি সেন্টার, ছয়টি মন্দির, তিনটি শ্মশানঘাট, দুটি কবরস্থানের উন্নয়ন কাজ চলছে। এছাড়াও ৩.০৫ কিলোমিটার খাল খনন/পুনর্খনন ও ছয়টি ঘাট নির্মাণ করা হচ্ছে।

ছিটমহল এলাকায় যথাযথ সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ আরও কিছু সড়ক, ৯টি মসজিদ, ৩টি মন্দির, ২টি কবরস্থান, ১টি শ্মশান উন্নয়নের জন্য ডিপিপি সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বিলুপ্ত ছিটমহলবাসীর জীবনজীবিকা বদলে যেতে শুরু করেছে। সুবিধাবঞ্চিত ছিটমহলবাসী অবকাঠামো উন্নয়ন কাজে সরাসরি অংশ নিচ্ছেন, ফলে তাদের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। উল্লেখ্য, এ প্রকল্প ছাড়াও এলজিইডি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় প্রাইমারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-৪ এর আওতায় বিলুপ্ত ছিটমহলে প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করা হচ্ছে। এলজিইডির এসব কর্মকাণ্ড বিলুপ্ত ছিটমহলবাসীর আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে।

বিলুপ্ত ছিটমহলে এলজিইডি নির্মিত বিভিন্ন অবকাঠামো

অধ্যায়-০৯

এলজিইডির জেন্ডার উন্নয়ন কার্যক্রম

এলজিইডির জেন্ডার উন্নয়ন কার্যক্রম

জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম

জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা

দিবাযত্ন কেন্দ্র

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন

জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রমের আলোকচিত্র প্রদর্শনী

সম্মাননাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী

- পল্লি উন্নয়ন সেক্টর
- নগর উন্নয়ন সেক্টর
- পানি উন্নয়ন সেক্টর

সম্মাননাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী ২০১০-২০১৯

এলজিইডির জেন্ডার উন্নয়ন কার্যক্রম

নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী-পুরুষের সমঅধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় এলজিইডির প্রয়াসের রয়েছে দীর্ঘ পটভূমি। এর সূচনা হয়েছিলো ১৯৮৫ সালে ফরিদপুরে পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প-৪ এর আওতায় পল্লি সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে মাটির কাজে পুরুষের পাশাপাশি দুস্থ নারীদের সম্পৃক্ত করার মধ্য দিয়ে। একই সময়ে নগর এলাকায় বস্তি উন্নয়ন প্রকল্প এবং পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পেও নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পর্যায়ক্রমে নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতা অর্জনে উন্নয়ন কাজে নারীদের সম্পৃক্ততার পরিধি বাড়ানো হয়।

এলজিইডির পল্লি, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমে জেন্ডার সমতা অর্থাৎ নারী-পুরুষ সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি নীতিপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এলজিইডিতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম। প্রণয়ন করা হয়েছে জেন্ডার সমতাকরণ কৌশল ও সেক্টরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর সঙ্গে সংগতি রেখে এ কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে, যা প্রতি পাঁচবছর পরপর হালনাগাদ করা হয়।

নারী উন্নয়নে এলজিইডির কার্যক্রম পল্লি ও শহর অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত, দুস্থ ও অসহায় নারীদের স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রে শক্ত ভিত রচনা করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগগুলো হলো- নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে নারীর অংশগ্রহণ, চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক দলের (এলসিএস) সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তি, পৌরসভার নগর সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি), ওয়ার্ড কমিটি, পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস), গ্রামীণ হাটবাজার ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নারীর পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে নেতৃত্ব বিকাশ; নারীকেন্দ্রীক সংগঠন পরিচালনা; গ্রামীণ হাটবাজারে নারীদের জন্য দোকান বরাদ্দের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে সহায়ক পরিবেশ তৈরি।

শ্রমিক হিসেবে পাওয়া মজুরি এবং এলসিএস সদস্য হিসেবে কাজের লভ্যাংশ থেকে পাওয়া অর্থ নারীদের আয়বর্ধক কার্যক্রম পরিচালনায় বিশেষভাবে সহায়তা করছে। তাঁরা উদ্যোগী হয়ে গবাদিপশু ও হাঁসমুরগি পালন, শাকসবজি চাষ করছেন। সেলাইসহ বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা করছেন। ফলে তাঁদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে এবং দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে পারছেন। আজ পরিবারের সদস্যদের জন্য খাবারের নিশ্চয়তা, চিকিৎসা সুবিধা ও সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতে পারছেন। অনেক নারী উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেকে জায়গা-জমি কিনে বাড়িঘর বানিয়েছেন। অসহায় ও দুস্থ নারীদের সম্পদে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এলজিইডির জীবনমান উন্নয়নভিত্তিক প্রশিক্ষণ নারীদের অর্থনৈতিক কর্মক্রম পরিচালনায় দক্ষ করে তোলার পাশাপাশি নেতৃত্বের গুণাবলীও বিকশিত করেছে। বেড়েছে তাঁদের সামাজিক মর্যাদা। সভা-সমিতিতে স্বাধীনভাবে মতামত তুলে ধরতে পারছেন। নারী নির্যাতন ও বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ ও শিশু জন্মনিবন্ধনে রাখছেন বিশেষ ভূমিকা। আত্মনির্ভরশীল নারীরা অন্য সুবিধাবঞ্চিত নারীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছেন।

জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম

উন্নয়নে নারীদের অংশগ্রহণের কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য ১৯৯৫ সালে এলজিইডি প্রতিষ্ঠা করে মহিলা প্রকৌশলী ফোরাম, যা ১৯৯৬ সালে মহিলা ফোরাম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৯৭ সালে নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা এবং এর ভিত্তিতে প্রণীত খসড়া জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির আলোকে এলজিইডির সকল কার্যক্রমে জেন্ডার উন্নয়ন বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করার লক্ষ্যে ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম। এই ফোরামের মূল উদ্দেশ্য ছিল জেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়ে এলজিইডির প্রকল্পগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন, সচেতনতা বৃদ্ধি, নতুন নতুন উদ্ভাবন ও এ বিষয়ে শুদ্ধচর্চা।

২৫ সদস্য বিশিষ্ট এ ফোরামের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী। একজন জ্যেষ্ঠ নারী কর্মকর্তা ফোরামের সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এলজিইডির বিভিন্ন ইউনিট ও প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ ফোরামের সদস্য। ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ফোরামের সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য নির্ধারিত।

ফোরামের তত্ত্বাবধানে এলজিইডির জেন্ডার সমতা বিষয়ক কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও এর ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতি পাঁচবছর পরপর কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদ করা হয়। প্রতিবছর আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন, এলজিইডির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে আত্মনির্ভরশীল হওয়া নারীদের মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী নির্বাচন ও আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাঁদের সম্মাননা দিয়ে থাকে জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম।

এলজিইডিতে জেন্ডারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সম্প্রতি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় ইন্সটিটিউশনালাইজিং জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি প্রাকটিসেস ইন এলজিইডি শিরোনামে একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে এলজিইডিতে জেন্ডার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ সহজতর হবে।

জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা

জেন্ডার সমতা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত কার্যক্রমকে ফলপ্রসূভাবে বাস্তবায়নের জন্য ২০০২ সালে প্রথম এলজিইডির জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এ সময় ২০০২-২০০৭ মেয়াদে সার্বিক এলজিইডি এবং পল্লি, নগর ও পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরভিত্তিক চারটি আলাদা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। জুলাই ২০০৪ সালে তা পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়।

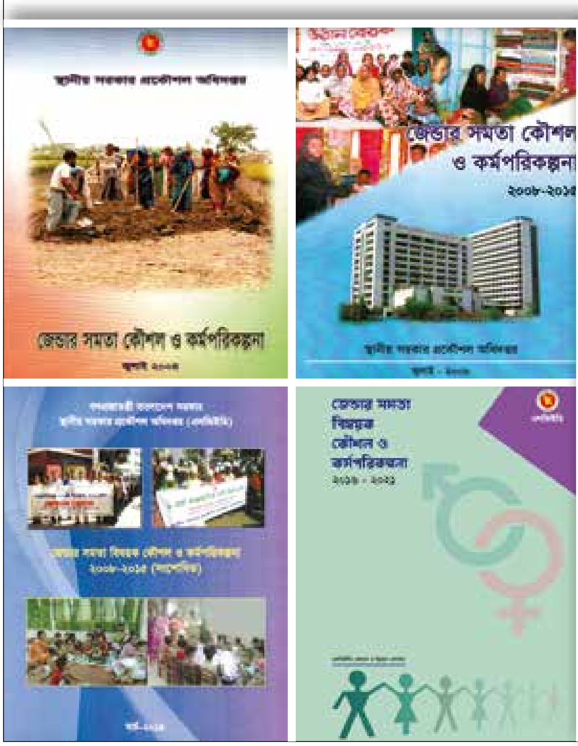

প্রথম কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে পরবর্তীতে ২০০৮-২০১৫ মেয়াদে সেক্টরভিত্তিক দ্বিতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, যা ২০০৮ সালে প্রকাশিত হয়।

এ দিকে ২০১১ সালে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রকাশিত হওয়ায় এই নীতিমালার সঙ্গে সংগতি রেখে ৯টি কৌশলগত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে একটি অভিন্ন জেন্ডার সমতা কৌশল প্রণয়ন করা হয়। কৌশলগত বিষয়গুলো হচ্ছে– নীতি অনুসরণ, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, উপাত্ত/তথ্য সংগ্রহ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও কর্মপরিবেশ, প্রশিক্ষণ, অংশগ্রহণ, ক্ষমতায়ন ও অর্থায়ন। এ সময়ে ২০০৮-২০১৫ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনাগুলো সংশোধন করা হয়, যা ২০১৪ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত হয়।

এই ধারাবাহিকতায় পূর্ববর্তী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতার আলোকে ২০১৬-২০২১ মেয়াদে জেন্ডার সমতা বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদ করা হয়েছে। এতে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১, সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও রূপকল্প ২০২১ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ভিত্তি দলিল হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রমের অগ্রগতি পরিবীক্ষণের জন্য রয়েছে নির্ধারিত পরিবীক্ষণ ছক। এসব ছকের মাধ্যমে তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করে অগ্রগতি মূল্যায়নের পাশাপাশি সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা হয়। প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য জেন্ডার সমতা বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদ করা হয়ে থাকে।

দিবাযত্ন কেন্দ্র

এলজিইডিতে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ৬ মাস থেকে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের অফিস সময়ে নিরাপদে রাখার উদ্দেশ্যে জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় এলজিইডি সদর দপ্তরে একটি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা করা হয়। ২০০৭ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়, যার লক্ষ্য ছোট্ট শিশুকে কাছাকাছি রেখে কোনো রকম মানসিক উদ্বেগ ছাড়াই সুষ্ঠুভাবে দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের সুযোগ তৈরি, শিশুদের মাতৃদুগ্ধ পানের অধিকার সুরক্ষা ও মাতৃ-সাহচর্যের সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সহায়তা। নারীদের উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা এই কেন্দ্র পরিচালনার অন্যতম উদ্দেশ্য।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন) এর সভাপতিত্বে ১০ সদস্যের একটি কমিটি দিবাযত্ন কেন্দ্রটি পরিচালনা করে। পরিচালনা কমিটি তিনমাস অন্তর দিবাযত্ন কেন্দ্রের কার্যক্রম পর্যালোচনা করে থাকে। দিবাযত্ন কেন্দ্র শিশুদের সার্বক্ষণিক দেখাশুনার জন্য একজন সুপারভাইজার, দুইজন সহকারী সুপারভাইজার এবং পাঁচজন কেয়ারগিভার রয়েছে। দিবাযত্ন কেন্দ্র বিদ্যমান বিভিন্ন সুবিধা-অসুবিধার বিষয়ে অভিভাবকগণের অংশগ্রহণে দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব নিয়মিত আলোচনা করে থাকেন। আলোচনার বিষয়সমূহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা কমিটিকে জানানো হয়। সুশৃংখল ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনার জন্য একটি অপারেশনাল ম্যানুয়াল অনুসরণ করা হয়। দিবাযত্ন কেন্দ্রে বর্তমানে ২২ জন শিশু দিবাযত্ন পাচ্ছে।

এলজিইডির
শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯ উদযাপন

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য ছিলো-

> 'সবাই মিলে ভাবো, নতুন কিছু করো
> নারী-পুরুষ সমতার নতুন বিশ্ব গড়ো'

এবারের প্রতিপাদ্যে নারী-পুরুষ সমতায় সমাজের সকলকে উদ্যোগী হওয়ার আহবান জানানো হয়েছে। এলজিইডির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়ে স্বাবলম্বী হওয়া নারীদের সাফল্যগাথা প্রচার ও এক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারী নারীদের সম্মাননা প্রদানের মাধ্যমে অন্য নারীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ২০১০ সাল থেকে এলজিইডি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছে।

এ ধারাবাহিকতায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, জেলা পর্যায়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এলজিইডির অংশগ্রহণ, এলজিইডি সদর দপ্তরে বিভিন্ন প্রকল্পের জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রমের আলোকচিত্র প্রদর্শনী, আলোচনা সভা এবং এলজিইডির তিনটি সেক্টর, যথা- পল্লি, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নের আওতায় বিভিন্ন প্রকল্পে অংশগ্রহণ করে আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠা শ্রেষ্ঠ নারীদের সম্মাননা প্রদান।

সারা দেশে এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্পে সম্পৃক্ত নারী যারা আত্মনির্ভরশীল হয়েছেন তাদের মানবিক ও পেশাগত দক্ষতা, আর্থিক সক্ষমতা, সম্পদের মালিকানা, সামাজিক সফলতা ও ক্ষমতায়ন এ পাঁচটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে সেক্টরভিত্তিক তিনটি মূল্যায়ন কমিটির মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী নির্বাচন করা হয়।

শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর কাছ থেকে সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করছেন

২৪ মার্চ ২০১৮ এলজিইডি সদর দপ্তরে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯ এর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী তাজুল ইসলাম এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য এমপি। স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব এস. এম. গোলাম ফারুক সভায় উপস্থিত ছিলেন।

এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনটি সেক্টরে মোট দশজন শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীকে সম্মাননা স্মারক, একটি সনদপত্র ও নগদ দশ হাজার করে অর্থ সহায়তা দেওয়া হয়। একই সঙ্গে আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারী প্রকল্পকে সনদ ও ক্রেস্ট দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী তাজুল ইসলাম এমপি এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য এমপি শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে ১০ জন শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীর জীবনভিত্তিক ভিডিওচিত্র প্রদর্শিত হয়। এ সময় তিন সেক্টরের প্রথম শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীরা তাঁদের জীবন সংগ্রামের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। অনুষ্ঠানের অতিথিবৃন্দ এলজিইডির এ উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রমের আলোকচিত্র প্রদর্শনী

এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্পে জেন্ডার উন্নয়নে বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সরকারের নীতি-পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সহযোগীদের অনুসৃত কৌশলের আলোকে এসব কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। এসব কার্যক্রম সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রতিবছর আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপনের সময় নারী উন্নয়ন কার্যক্রম ও এর ফলাফল সম্পর্কীত আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে জেন্ডার কার্যক্রমের ওপর আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে ১০টি প্রকল্প জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রম প্রদর্শন করে। নির্ধারিত মানদণ্ডের ভিত্তিতে ১ম স্থান অর্জন করে হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প, ২য় স্থান অধিকারী নর্দার্ন বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এবং ৩য় স্থানে সিটি গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট।

সম্মাননা প্রাপ্ত নারী এবং পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রকল্প পরিচালকদের সঙ্গে মাননীয় অতিথিবৃন্দের ফটোসেশন

সম্মাননাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী

পল্লি উন্নয়ন সেক্টর

রাহেলা বেগম: এক পরিবর্তনের প্রতিভূ

প্রথম

রাহেলা বেগম মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলার পাইকপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। জীবনযুদ্ধে এক সফল নারী। আর্থিক অসচ্ছলতা তাঁর জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। দারিদ্র্যকে পরাজিত করতে নিজেই সংসারের হাল ধরেন। এলজিইডির কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার (সিসিআরআইপি) এর আওতায় বাজার নির্মাণে চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক দলের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর পরিবর্তন সূচিত হয়। নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজের সুযোগ রাহেলা বেগমকে আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলে। মজুরি আর নির্মাণ কাজের লভ্যাংশ বিনিয়োগ করে তিনি গড়ে তুলেন একটি মুদি দোকান। ব্যবসার প্রসার ঘটিয়ে হয়ে ওঠেন স্বাবলম্বী।

মোছাঃ ফরিদা: অপরাজেয় নারীর প্রতীক

দ্বিতীয়

মোছাঃ ফরিদা নাটোর সদর উপজেলার দিঘাপতিয়া ইউনিয়নের ইসলাবাড়ী গ্রামের বাসিন্দা। পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ার সময় ফরিদার বিয়ে হয়ে যায়। তিন সন্তানের পরিবারে ছিল সীমাহীন অভাব। অভাব থেকে মুক্তি পেতে তিনি চল্লিশ দিনের এক কর্মসূচিতে কাজ শুরু করেন। কিন্তু স্বামী এ কাজে বাধা দিলে তিনি সন্তানদের নিয়ে ভাইয়ের বাড়িতে আশ্রয় নেন। পরবর্তীতে এলজিইডির আরইআরএমপি-২ প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে শ্রমিকের কাজ পাওয়ার মধ্য দিয়ে খুলে যায় নতুন দিগন্ত। শ্রমিক হিসেবে পাওয়া মজুরি, ক্ষুদ্রঋণ এবং প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান তাঁকে আয়বর্ধক কার্যক্রম পরিচালনায় দক্ষ করে তুলে। দিনে দিনে আয় বাড়তে থাকে। হয়ে ওঠেন আত্মনির্ভরশীল।

স্মৃতি কণা মণ্ডল: এক জয়িতা স্মারক

তৃতীয়

স্মৃতি কণা মণ্ডলের বাড়ি গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলার শুয়াগ্রামে। তাঁর মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের পথে দারিদ্র্য হয়ে দাঁড়ায় মূল বাধা। তিনি অদম্য। লড়াই না করে হারতে চান না। অনেক সংগ্রাম শেষে এলজিইডির কোস্টাল ক্লাইমেন্ট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রকল্পের (সিসিআরআইপি) আওতায় শুয়াগ্রাম বাজারে নির্মিত নারী বিপণি কেন্দ্রের একটি দোকান বরাদ্দ পান। শুরু হয় স্বপ্নের পথচলা। বিপণিকেন্দ্রে গড়ে তুলেন বিউটি পার্লার, কসমেটিক সামগ্রী, শাড়ি ও থান কাপড়ের ব্যবসা। এ উদ্যোগ স্মৃতি কণা মণ্ডলকে আত্মনির্ভরশীল করে তুলে। আজ তিনি এক জয়িতা স্মারক।

সম্মাননাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী

নগর উন্নয়ন সেক্টর

শিউলী রানী দে: আত্মপ্রত্যয়ী এক সফল নারী

প্রথম

বেনাপোল পৌরসভার বাসিন্দা শিউলী রানী দে। জীবন সংগ্রামে বিজয়ী এক নারী। একদিন যাঁর স্বপ্ন ভেঙে গিয়েছিলো নেশাগ্রস্ত স্বামীর নির্মম নিষ্ঠুরতায়। তিনি তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-৩) এর সহায়তায় পৌরসভা থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজ বাড়িতে সেলাই ও হস্তশিল্পের কাজ শুরু করেন। স্থানীয় বাজারে তাঁর পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি হয়। সাফল্য এসে ধরা দেয় হাতের মুঠোয়। হস্তশিল্প ও সেলাইয়ের ওপর সাত/আট জন পিছিয়ে পড়া নারীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছেন। বর্তমানে তাঁর সন্তান উচ্চ মাধ্যমিকে লেখাপড়া করছে।

জমিলা বেগম: এক সাহসী নারীর প্রতিচ্ছবি

দ্বিতীয়

জমিলা বেগমের বিশ্বাস আত্মপ্রত্যয় থাকলে সব বাধা অতিক্রম করা সম্ভব। এ প্রত্যয় থেকেই তিনি লড়াই করেছেন প্রচলিত সামাজিক প্রথা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে। স্বামী তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেও দমে যাননি। জমিলা বেগম বীরগঞ্জ পৌরসভা থেকে এলজিইডির নর্দার্ন বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (নবীদেপ) এর আওতায় সেলাই প্রশিক্ষণের ওপর একটি কোর্স সম্পন্ন করেন। একটি পুরোনো সেলাই মেশিন দিয়ে ঘরে বসেই সেলাইয়ের কাজ শুরু করেন। ধীরে ধীরে তাঁর কাজের পরিধি ও আয় বাড়তে থাকে। এরপর তিনি ঋণ নিয়ে বাজারে কসাইখানা ইজারা নেন। জমিলার সংসারে ফিরে আসে আর্থিক স্বচ্ছলতা।

লিলি আক্তার: আত্মনির্ভরশীল নারীর উজ্জ্বল প্রতীক

তৃতীয়

ফরিদপুর পৌরসভার বাসিন্দা লিলি আক্তার। পদ্মার করাল গ্রাস কেড়ে নেয় সর্বস্ব। নিজভূমে উদ্বাস্তু হয়ে পড়েন। আশ্রয় নেন ফরিদপুর পৌরসভার এক বস্তিতে। ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যয়ে ফরিদপুর পৌরসভা থেকে প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্রঋণ ও অবকাঠামো সহায়তা নিয়ে গড়ে তোলেন স্যানিটারি ন্যাপকিন কারখানা। সাফল্য এসে ধরা দেয় হাতের মুঠোয়। তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-৩) এর মাধ্যমে পৌরসভার এসব সহায়তা তাঁর জীবন বদলে দেয়। অবহেলিত নারীদের ভাগ্য বদলে ভূমিকা রাখছেন লিলি আক্তার। পিছিয়ে পড়া নারীদের কাছে হয়ে উঠেছেন এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

সম্মাননাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী

পানি উন্নয়ন সেক্টর

মোছাঃ মরতুজা বেগম: অবহেলিত নারীদের শেরপা

প্রথম

মোছাঃ মরতুজা বেগমের স্বামী একদিন তাঁকে ফেলে চলে যায় দুই কন্যা সন্তান ছেড়ে। তাঁর সুখের স্বপ্ন পরিণত হয় দুঃস্বপ্নে। ২০১৩ সালে তিনি হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিলিপ) এর আওতায় এলসিএস দলের সদস্য হিসেবে কাজের সুযোগ পান। নির্মাণ কাজের পাশাপাশি প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। শ্রমিক মজুরি ও কাজের লভ্যাংশের আয় থেকে তিনি গবাদি পশু কেনেন। পাশাপাশি সবজি চাষও শুরু করেন। দীর্ঘ সংগ্রামের পর অসহায়ত্ব ও দারিদ্র্যকে পেছনে ফেলে আজ তিনি ঘুড়ে দাঁড়িয়েছেন অদম্য সাহস আর মনোবল নিয়ে।

ইতি সুলতানা: অগ্রগামী নারীর অনন্য প্রতীক

দ্বিতীয়

দারিদ্র্য গ্রাস করেছিল ইতি সুলতানার পরিবারকে। এমনই দুঃসময়ে তিনি সুযোগ পান এলজিইডির বৃহত্তর সিলেট, ময়মনসিংহ ও ফরিদপুর জেলায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (জাইকা-১) এর আওতায় নির্মিত ফরিদপুরের বানেশ্বরদী উপ-প্রকল্পের পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্য হওয়ার। একই সঙ্গে বেশকিছু আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ নেন। শুরু হয় তাঁর দিন বদলের গল্প, হয়ে ওঠেন উদ্যোক্তা। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ থেকে পাওয়া ভাতা দিয়ে প্রথমে হাঁসমুরগি পালন শুরু করেন এবং পরবর্তীতে গবাদিপশুর খামার দেন। এতে ইতি সুলতানার জীবন বদলে যেতে থাকে। তিনি আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠেন।

নূরজাহান বিবি: আলোর দিশারী

তৃতীয়

রাজশাহীর তানোর উপজেলার দরিদ্র নূরজাহান বিবি ঘুরিয়ে দিয়েছেন জীবনের চাকা। এলজিইডির দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় বানিয়াল-ইলামদহী উপ-প্রকল্পের পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্য হয়ে তিনি সমিতি থেকে ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণের অর্থ দিয়ে গবাদি পশু কেনেন। পরবর্তীতে হাঁস-মুরগি পালন ও শাকসবজি চাষ শুরু করেন। এসময় তিনি দর্জি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এরপর আবার ঋণ নিয়ে সেলাই মেশিন কেনেন। আজ তিনি স্বাবলম্বী। কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছেন অন্যান্য দুস্থ নারীদের জন্য।

মায়া রানী বিশ্বাস: আত্মনির্ভতার সাফল্যে ভাস্বর

তৃতীয়

একদিন খেয়ে না খেয়ে সন্তানদের উপোষ রেখে কেটেছে মায়া রানী বিশ্বাসের দিন। দিনবদলের আশায় তিনি এলজিইডির বৃহত্তর সিলেট, ময়মনসিংহ ও ফরিদপুর জেলায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (জাইকা-১) এর আওতায় বাস্তবায়িত নাকানান্দা বাটিকুঁড়া উপ-প্রকল্পের আওতায় পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিমিটেডের সদস্য পদ অর্জন করেন। একই সঙ্গে নেন জীবনমান উন্নয়নভিত্তিক প্রশিক্ষণ। নতুন আয়-রোজগার ও প্রশিক্ষণ থেকে পাওয়া দক্ষতা কাজে লাগিয়ে মায়া রানী বিশ্বাস আত্মনির্ভরতার শক্ত ভিত নির্মাণ করেন।

সম্মাননাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী ২০১০-২০১৯

		পল্লী উন্নয়ন সেক্টর		নগর উন্নয়ন সেক্টর		পানি সম্পদ সেক্টর	
২০১০	১ম	মোছাঃ সাবেকুন নাহার বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	* সিবিআরএমপি	মোছাঃ ফরিদা আক্তার কুমিল্লা সদর, কুমিল্লা	ইউপিপিআরপি	বীরঙ্গনা মহালদার ডুমুরিয়া, খুলনা	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি - ২
	২য়	মোছাঃ জাহানারা বেগম বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	মোছাঃ পেয়ারা বেগম (নুরজাহান) হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ	ইউপিপিআরপি	মোছাঃ আনোয়ারা খাতুন চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি - ১
	৩য়	মায়ারাণী পাথরঘাটা, বরগুনা	আরআরএমএআইডিপি	মোছাঃ জাহেদা খাতুন শাহজাদপুর পৌরসভা, সিরাজগঞ্জ	ইউজিআইআইপি	মোছাঃ সাহেদা খাতুন পাংসা, রাজবাড়ী	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি - ১
২০১১	১ম	আছিয়া বেগম পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী	আরডিপি - ১৬	মোছাঃ ফাহিমা আক্তারন হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ	ইউপিপিআরপি	মর্জিনা বেগম কালিগঞ্জ, ঝিনাইদহ	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি - ১
	২য়	চন্দ্রমালা দিরাই, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	আছিয়া কুষ্টিয়া পৌরসভা	এলপিইউপিএপি	হাজেরা বেগম লক্ষ্মীপুর	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি - ২
		রোকেয়া বেগম তাহেরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি				
	৩য়	কুলসুম নোয়াখালী	আরডিপি - ১৬	-	-	-	-
		লাইলি বেগম সদর, ঠাকুরগাঁও	আরইআরএমপি				
২০১২	১ম	মল্লিকা রাণী দাস সুবর্ণচর, নোয়াখালী	আরআরএমএআইডিপি	হাসিনা বেগম শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ	ইউজিআইআইপি	মনোয়ারা বেগম কালিগঞ্জ, ঝিনাইদহ	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি - ১
	২য়	মনোয়ারা বেগম তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	সাবিনা বেগম ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	এসটিআইএফপিপি - ২	মরিয়ম বেগম লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি - ২
	৩য়	হিরা বেগম মধুখালি, ফরিদপুর	আরডিপি - ২৪	শিউলি আক্তার জামালপুর সদর, জামালপুর	এসটিআইএফপিপি - ২	আলেয়া পারভীন তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি - ১
	৪র্থ	এমিলি রাণী পাথরঘাটা, বরগুনা	আরডিপি - ১৬	সালমা বেগম খুলনা শহর বস্তি এলাকা, খুলনা	ইউপিপিআরপি	আম্বিয়া খাতুন গাংনী, মেহেরপুর	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি - ২
	৫ম	শাহিনা আক্তার ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহ	পল্লি অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ	উম্মে মাকসুমা হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ	ইউপিপিআরপি	শিরিন আক্তার পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি - ১
২০১৩	১ম	জাহেদা বেগম রাবারবাড়ি, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	শিউলি আক্তার মুসালবাদ বস্তি, জামালপুর	এসটিআইএফপিপি - ২	রূপ বানু লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি - ২
	২য়	সন্ধ্যা রাণী পাথরঘাটা, বরগুনা	আরডিপি - ১৬	সোনিয়া বেগম ঢালপুর বস্তি, ঢাকা	ইউপিপিআরপি	রানু বেগম বিকোনা গ্রাম, ঝালকাঠি	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি - ১
	৩য়	কাজি শারমিন মধুখালি, ফরিদপুর	আরডিপি - ২৪	নারগিস বেগম চকমুক্তার, নওগাঁ	ইউপিপিআরপি	তানজিলা খাতুন চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি - ১
২০১৪	১ম	মোছাঃ আনোয়ারা বেগম দিরাই, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	মোছাঃ রুখছানা পারভিন বগুড়া	ইউপিপিআরপি	মধুরা দ্রং ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
	২য়	মাহিনুর বেগম গলাচিপা, পটুয়াখালী	আরআরএমএআইডিপি	মোছাঃ সাহেরা বানু পাবনা	ইউজিআইআইপি - ২	জরীনা আখতার ফুলপুর, ময়মনসিংহ	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
	৩য়	সন্ধ্যা রানী আদিতমারি, লালমনিরহাট	আরআইআইপি - ২	ইতি রানী শীল ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ইউজিআইআইপি - ২	শ্রিমতি সুদেবী মন্ডল টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)

		পল্লী উন্নয়ন সেক্টর		নগর উন্নয়ন সেক্টর		পানি সম্পদ সেক্টর	
২০১৫	১ম	মোছাঃ পেয়ারা বেগম তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	মোছাঃ বুলিনা আক্তার বেনাপোল পৌরসভা, যশোর	ইউজিআইআইপি - ২	মোছাঃ কাবিরন নেছা চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	পিএসএসডাব্লিউআরএসপি
	২য়	মোছাঃ মাহফুজা পারভিন বোয়ালমারী, ফরিদপুর	এসডাব্লিউবিআরডিপি	মোছাঃ সাহিমা বেগম নওগাঁ পৌরসভা	ইউপিপিআরপি	ময়না আক্তার শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ	আইডাব্লিউআরএম ইউনিট
	৩য়	ছামেনা রামগতি, লক্ষীপুর	আরআরএমএআইডিপি	শমিমা নাসরিন বরগুনা পৌরসভা	ইউজিআইআইপি - ২	সুলতানা আক্তার ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
২০১৬	১ম	মোছাঃ রেজিয়া বেগম নেত্রকোণা সদর, নেত্রকোণা	আরইআরএমপি	মোছাঃ শামসুন্নাহার বরগুনা পৌরসভা	ইউজিআইআইপি - ২	মোছাঃ নুরজাহান সুলতানা মধুখালী, ফরিদপুর	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
	২য়	মোছাঃ মনোয়ারা বেগম তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	মেহেরুনিকা চাঁদপুর পৌরসভা	ইউজিআইআইপি - ২	মকলুদা খাতুন (সোমা) সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ	এইচআইএলআইপি
	৩য়	মোছাঃ খোদেজা বেগম কলাপাড়া, পটুয়াখালী	সিসিএপি	আনজুমান আরা বেগম কক্সবাজার পৌরসভা	ইউজিআইআইপি - ২	মোছাঃ ইসমত আরা শিল্পী আক্কেলপুর, জয়পুরহাট	পিএসএসডাব্লিউআরএসপি
২০১৭	১ম	শেফালী বেগম তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	আনোয়ারা বেগম কক্সবাজার পৌরসভা	ইউজিআইআইপি - ২	রতিবালা দাস অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ	এইচআইএলআইপি
	২য়	বিলকিস বেগম মুন্সিগঞ্জ সদর, মুন্সিগঞ্জ	আরইআরএমপি - ২	হালিমা খাতুন কক্সবাজার পৌরসভা	ইউজিআইআইপি - ২	রিক্তা খাতুন রিতা কলমাকান্দা, নেত্রকোণা	এইচআইএলআইপি
	৩য়	সোনাভান বিবি সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা	আরইআরএমপি	ইসলাম খাতুন বান্দরবান পৌরসভা	ইউজিআইআইপি - ২	পারুল বেগম পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়	পিএসএসডাব্লিউআরএসপি
						মোছাঃ মাজকুরা বেগম গোদাগাড়ী, রাজশাহী	পিএসএসডাব্লিউআরএসপি
২০১৮	১ম	ললিতা রায় তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	বিউটি আক্তার বান্দরবান পৌরসভা	ইউজিআইআইপি - ২	নুসরাত বেগম স্বপ্না সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ	এইচএফএমএলআইপি
	২য়	মোছাঃ মরিয়ম বেগম পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়	আরইআরএমপি - ২	তাজনাহার আক্তার লাকসাম পৌরসভা	ইউজিআইআইপি - ২	রোজিনা আক্তার ফুলপুর, ময়মনসিংহ	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
	৩য়	কুদ বানু বিয়ানীবাজার, সিলেট	আরইআরএমপি - ২	মোছাঃ লাকী খাতুন নাগেশ্বরী পৌরসভা	এনওবিআইডিইপি	করফুন্নেছা বানিয়াচং, হবিগঞ্জ	এইচআইএলআইপি
২০১৯	১ম	রাহেলা বেগম পাইকপাড়া, রাজৈর মাদারীপুর	সিসিআরআইপি	শিউলী রানী দে বেনাপোল, যশোর	ইউজিআইআইপি - ৩	মোছাঃ মরতুজা বেগম হাসামপুর, আজমিরীগঞ্জ হবিগঞ্জ	এইচআইএলআইপি
	২য়	মোছাঃ ফরিদা ইসলাবাড়ী, দিঘাপতিয়া, সদর, নাটোর	আরইআরএমপি - ২	জমিলা বেগম সুজালপুর, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর	নবীদেপ	ইতি সুলতানা বানেশ্বরদী, নগরকান্দা ফরিদপুর	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
	৩য়	স্মৃতি কণা মণ্ডল শুয়াগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ	সিসিআরআইপি	লিলি আক্তার ফরিদপুর পৌরসভা	ইউজিআইআইপি - ২	নূরজাহান বিবি পাঁচন্দর, তানোর, রাজশাহী	পিএসএসডাব্লিউআরএসপি-২
						মায়া রানী বিশ্বাস ঠাকুর বাখাই, ফুলপুর ময়মনসিংহ	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)

প্রকল্পের নামঃ

পল্লী উন্নয়ন সেক্টর

সিসিএপি - ক্লাইমেট চেঞ্জ এ্যাডাপটেশন প্রজেক্ট
সিবিআরএমপি - কমিউনিটি বেইজড রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট
পল্লি অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ - রাজস্ব বাজেটের আওতায় পল্লি অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি
আরডিপি ১৬ - রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ১৬
আরডিপি ২৪ - রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ২৪
আরইআরএমপি - রুরাল ইমপ্রুয়মেন্ট এ্যান্ড রোড মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম
আরইআরএমপি ২ - রুরাল ইমপ্রুয়মেন্ট এ্যান্ড রোড মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম ২
আরআইআইপি ২ - সেকেন্ড রুরাল ইনফ্রাস্টাকচার ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট
আরআরএমএআইডিপি - রুরাল রোড এ্যান্ড মার্কেট এক্সেসেস ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট
এসডাব্লিউবিআরডিপি - সাউথ ওয়েস্ট বাংলাদেশ রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট
সিসিআরআইপি - কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রকল্প

নগর উন্নয়ন সেক্টর

এলপিইউপিএপি - লোকাল পার্টনারশীপ ফর আরবান পোভার্টি এলিভিয়েশন প্রজেক্ট
এনওবিআইডিইপি - নর্দার্ন বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট
এসটিআইএফপিপি ২ - সেকেন্ডারি টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রোটেকশন প্রজেক্ট ২
ইউপিপিআরপি - আরবান পার্টনারশীপ ফর পোভার্টি রিডাকশন প্রজেক্ট
ইউজিআইআইপি - আরবান গভর্নেন্স এ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট
ইউজিআইআইপি ২ - সেকেন্ড আরবান গভর্নেন্স এ্যান্ড ইনফ্রাস্টাকচার ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট
নবীদেপ - নর্দার্ন বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প (নবীদেপ)

পানি সম্পদ সেক্টর

হিলিপ - হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প
এইচআইএলআইপি - হাওর ইনফ্রাস্ট্রাকচার এ্যান্ড লাইভলিহুড ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট
এইচএফএমএলআইপি - হাওর ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট এ্যান্ড লাইভলিহুড ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট
আইডাব্লিউআরএম ইউনিট - ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ইউনিট
পিএসএসডাব্লিউআরএসপি - পার্টিসিপেটরি স্মল স্কেল ওয়াটার রিসোর্সেস সেক্টর প্রজেক্ট
এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ১ - স্মলস্কেল ওয়াটার রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট সেক্টর প্রজেক্ট ১
এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ২ - স্মলস্কেল ওয়াটার রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট সেক্টর প্রজেক্ট ২
এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা) - স্মলস্কেল ওয়াটার রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (বৃহত্তর সিলেট, ময়মনসিংহ ও ফরিদপুর এলাকা)

অধ্যায়-১০

এলজিইডির গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম

ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার (ক্রিলিক)

ট্রান্সফর্মিং দ্য পাবলিক সেক্টর উইথ মোটিভেশন এন্ড ইনিশিয়েটিভ শীর্ষক গবেষণা

সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে কার্যকর মোবাইল মেইনটেন্যান্স পদ্ধতি নির্ধারণে গবেষণা

ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্ট প্রোগ্রাম (এনআরপি)

মানসম্মত ও টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এলজিইডি গবেষণা কার্যক্রমকে বিশেষভাবে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। সম্প্রতি এলজিইডি গবেষণা, উদ্ভাবন ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শুরু করেছে। তথ্য-উপাত্তনির্ভর পরিকল্পনা প্রণয়ন, কার্যক্রমের প্রভাব মূল্যায়ন, অবকাঠামো নির্মাণে লাগসই পদ্ধতির উদ্ভাবন, প্রয়োগ এবং জলবায়ু অভিঘাত সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণে এ গবেষণা কার্যক্রম বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এলজিইডি গবেষণা সম্পর্কিত কার্যক্রমের অগ্রগতি নিচে তুলে ধরা হলো:

ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার (ক্রিলিক)

জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। জাতিসংঘের ফ্রেমওয়ার্ক কনভেশন অন ক্লাইমেন্ট চেঞ্জ (ইউএনসিসিসি) এর আওতায় গ্লোবাল ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ) জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহকে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে। জিসিএফ-এর আর্থিক সহায়তা পেতে এলজিইডি কেএফডাব্লিউ এর সহায়তায় ক্লাইমেন্ট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনস্ট্রেমিং প্রজেক্ট (সিআরআইএম) শিরোনামে একটি প্রকল্প প্রস্তুত করে। ২০১৫ সালের নভেম্বরে জিসিএফ বোর্ডে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। এটিই জিসিএফ অনুমোদিত বাংলাদেশের প্রথম প্রকল্প। জিসিএফ বোর্ডে প্রথম যে আটটি প্রকল্প অনুমোদিত হয় তার মধ্যে এটি সর্ববৃহৎ, যেখানে জিসিএফ অনুদানের পরিমান ৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

ইতোমধ্যে ক্লাইমেন্ট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনস্ট্রেমিং প্রজেক্ট (সিআরআইএম)-এর কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের জন্য একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীকে পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ছয় বছর মেয়াদী এ প্রকল্পের আওতায় জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণে এলজিইডিসহ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার (ক্রিলিক) প্রতিষ্ঠা করা হবে। এ লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ক্রিলিক প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনী কারিগরি সহায়তা দেবে। একই সঙ্গে জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ বিষয়ে সমীক্ষা সম্পাদন করবে। অধিকন্তু, পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এ সেন্টার পরিচালন কৌশল, দক্ষতা উন্নয়ন এবং জলবায়ু অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো নির্মাণের জন্য বিদ্যমান স্পেসিফিকেশনগুলো মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত করবে। ক্রিলিক এলজিইডির জলবায়ু অভিঘাতসহনশীল স্থানীয় অবকাঠামো নির্মাণে বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে।

ট্রান্সফর্মিং দ্য পাবলিক সেক্টর উইথ মোটিভেশন এন্ড ইনিশিয়েটিভ শীর্ষক গবেষণা

এলজিইডির কাজের পরিধি দিনদিন বাড়ছে, তাই সংস্থার কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও কাজের মান বৃদ্ধি একটি গুরুত্ব বিষয়। অনেক উন্নয়নশীল দেশ এলজিইডিকে অনেকাংশে অনুসরণ করে। উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে এলজিইডির রয়েছে দীর্ঘ কাজের অভিজ্ঞতা। এ পরিপ্রেক্ষিতে এ সংস্থার কার্যক্রম বাস্তবায়নে কর্মীদের মোটিভেশনাল সূচক এবং ইনসেনটিভের ভিত্তি অনুসন্ধান বিশেষভাবে জরুরি। এ প্রেক্ষাপটে এলজিইডি ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট (বিআইজিডি) এর মধ্যে 'ট্রান্সফর্মিং দ্য পাবলিক সেক্টর উইথ মোটিভেশন এন্ড ইনিশিয়েটিভ: কনটেক্স এলজিইডি ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক গবেষণা সম্পাদনের জন্য গত ১৯ জুন ২০১৯ এলজিইডি সদর দপ্তরে এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ খলিলুর রহমান এবং বিআইজিডির প্রফেসরিয়াল ফেলো ড. সুলতান হাফিজ রহমান এ সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন । এই গবেষণা এলজিইডির ভবিষ্যৎ কর্মকৌশল নির্ধারণ এবং কাজের গতি বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ইউকেএইড সহায়তাপুষ্ট প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল গ্রোথ সেন্টার (আইজিসি) এর অর্থায়নে লন্ডন স্কুল অব ইকনোমিকস এবং জন হপকিন্স স্কুল অব অ্যাডভান্স ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ এর সহায়তায় ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইজিডি) এ গবেষণাটি সম্পাদন করবে।

সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষর করছেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ খলিলুর রহমান ও বিআইডিজির প্রফেসরিয়াল ফেলো ড. সুলতান হাফিজ রহমান

সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে কার্যকর মোবাইল মেইনটেন্যান্স পদ্ধতি নির্ধারণে গবেষণা

নরসিংদী সদর উপজেলার
সড়ক পরিদর্শন করছে সমীক্ষক দল

দেশব্যাপী এলজিইডির সড়ক নেটওয়ার্কের পরিমাণ ৩,৫৩,৩৩২ কিলোমিটার। এর মধ্যে পাকা সড়ক ১,১৬,৪১৯ কিলোমিটার। প্রতিবছর পাকা সড়কের পরিমাণ বাড়ছে। উন্নীত এ সড়ক নেটওয়ার্ক সার্বক্ষণিক চলাচলের উপযোগী রাখা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সড়ক উন্নয়নের সময় সড়কের আয়ুষ্কাল নির্ধারণ করা হয়। আয়ুষ্কাল ধরে রাখতে প্রয়োজন সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ। এলজিইডি মূলত তিন ধরনের সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে- নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, নির্দিষ্ট সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণ এবং জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ। রাস্তার পাকা অংশে কোনো গর্ত বা পটহোল তৈরি হলে এবং সড়কের মাটির শোল্ডার কোনো কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে যদি তা তাৎক্ষণিক রক্ষণাবেক্ষণ করা যায় তাহলে বড় ধরণের ক্ষতি থেকে সড়ক রক্ষা করা যায়। তাই সড়কের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে রয়েছে অন পেভমেন্ট ও অব পেভমেন্ট (মাটির শোল্ডার) মেরামত। মাটির শোল্ডার চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের দ্বারা মেরামত করা হলেও অন পেভমেন্ট কার্যক্রম পরিচালিত হয় মোবাইল মেইনটেন্যান্স দ্বারা।

এলজিইডি ২০০০ সাল থেকে মোবাইল মেইনটেন্যান্স কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এই কাজ পরিচালনার জন্য প্রতিটি জেলায় রয়েছে রোলারসহ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি। তবে প্রচলিত পদ্ধতিতে সড়কের মোবাইল মেইনটেন্যান্স বেশ দুরূহ হয়ে পড়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে রিসার্চ ফর কমিউনিটি এক্সেসেস-এর আওতায় উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশের আদলে মোবাইল মেইনটেন্যান্স পদ্ধতি স্থিরকরণ ও অনুসৃত উত্তম চর্চাগুলো কীভাবে বাংলাদেশের বাস্তবতায় কাজে লাগানো যায় তার সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য একটি সমীক্ষা কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের অধীন পরিচালিত কাউন্সিল ফর সাইন্টিফিক এন্ড ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (সিএসআইআর) এ সমীক্ষা পরিচালনায় সহায়তা করছে।

ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্ট প্রোগ্রাম (এনআরপি)

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম ক্ষতিগ্রস্ত দেশ। বাংলাদেশ জলবায়ুসহিষ্ণু টেকসই অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে নানামুখী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। এ চ্যালেঞ্জগুলো যথাযথভাবে চিহ্নিত করে টেকসই অবকাঠামো নির্মাণের কৌশল নির্ধারণ করতে জাতিসংঘের ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্ট প্রোগ্রাম (এনআরপি) এলজিইডিকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে।

কর্মসূচির মূল লক্ষ্য- ঝুঁকিমুক্ত, প্রতিবন্ধী ও জেন্ডারবান্ধব টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডি এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক দীর্ঘমেয়াদী অবকাঠামো উন্নয়নে কর্মসূচি বাস্তবায়ন। ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্ট প্রোগ্রাম জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এসডিজি এর লক্ষ্য ৬: নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন লক্ষ্য; ৯: শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো এবং লক্ষ্য ১১: টেকসই নগর ও জনপদ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরাসরি ভূমিকা রাখবে। কর্মসূচি বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তার অংশ হিসেবে এলজিইডি অংশে ব্যয় হবে ২৬.৩৪ কোটি টাকা। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে যুক্তরাজ্যের ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি) ও সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা) ২৩.৭২ কোটি টাকা এবং বাংলাদেশ সরকার ২.৭৩ কোটি টাকা অর্থায়ন করবে। কর্মসূচিটি ২০১৮ এর জানুয়ারিতে শুরু হয়েছে, যা মার্চ ২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

এনআরপি ইনসেপশন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন
ইউএনঅপস এর বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর স্টেফান কোহ্লার

অধ্যায়-১১

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ও পরিবেশবান্ধব সামগ্রী ব্যবহার

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন

সড়কের পার্শ্বঢাল সুরক্ষায় বিন্না ঘাস

পরিবেশবান্ধব ইউনিব্লক

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে এর বিরূপ প্রভাব ক্রমশই প্রকট আকার ধারণ করছে। অতিবৃষ্টি, অসময়ে বৃষ্টি, আগাম ও দীর্ঘস্থায়ী বন্যা, নদী ভাঙন উন্নয়নকে ব্যাহত করছে; টেকসই উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। আমাদের ভূ-প্রকৃতি নদীবাহিত পলি দ্বারা গঠিত হওয়ায় মাটির ভারবহন ক্ষমতা এবং সংসক্তিপ্রবণতা কম। তাই সামান্য বৃষ্টিতেই মাটির ঢাল ভাঙনের মুখে পড়ে। জলাধার সংলগ্ন সড়ক বা সেতুর অ্যাপ্রোচের পার্শ্বঢাল সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকে। এসব ক্ষতির হাত থেকে অবকাঠামো রক্ষার জন্য এলজিইডি বিশেষ ধরনের কাজ করে থাকে, যেমন- আরসিসি রিটেইনিং দেয়াল, কংক্রিটের ব্লক দ্বারা নদীর পাড় সুরক্ষা, সড়ক ও সেতুর অ্যাপ্রোচ সুরক্ষায় ব্লকের ব্যবহার। পরিবেশবান্ধব বিন্না ঘাসও ব্যবহৃত হয় এসব সুরক্ষা কাজে।

সড়কের পার্শ্বঢাল সুরক্ষায় বিন্না ঘাস

প্রচলিত পদ্ধতিতে ঢাল সুরক্ষার জন্য সাধারণত কংক্রিট ব্লক, প্যালাসাইডিং, বালির বস্তা, পাথর ও জিওটেক্সটাইল ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতি বেশ ব্যয় বহুল। অপরদিকে বায়োইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতিতে মাটির কাজ সুরক্ষা টেকসই প্রযুক্তি হিসেবে পৃথিবীব্যাপী স্বীকৃতি পেয়েছে। এ পদ্ধতিতে নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় তুলনামূলক কম। বৃষ্টি বা জোয়ারের কারণে যেসব এলাকায় মাটি ঝুঁকির মুখে থাকে সেখানে কাজের স্থায়ীত্ব বৃদ্ধির জন্য এটি কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। মাটির ঢাল সুরক্ষার জন্য কম খরচে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই প্রযুক্তি হিসেবে বায়োইঞ্জিনিয়ারিং অর্থাৎ বিন্না ঘাসের ব্যবহার একটি ভিন্নমাত্রার উদ্ভাবন। সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্প (আরটিআইপি-২) এর আওতায় কুমিল্লা জেলায় সড়কের পাশে মাটির অংশ সুরক্ষার জন্য বিন্না ঘাস লাগানো হয়েছে, যা সড়কের ঢালকে সুরক্ষিত করেছে।

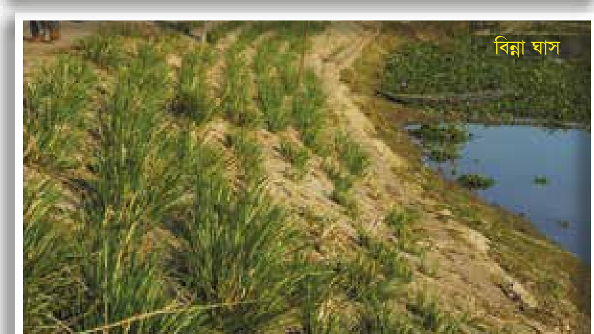

পরিবেশবান্ধব ইউনিব্লক

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগরায়ণ, শিল্পায়নের প্রসারের সাথে সাথে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। ইট তৈরিতে জমির উপরিভাগের মাটি ব্যবহার করা হয়, যা কৃষি উৎপাদনের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তাছাড়া ইট পোড়ানোর ফলে উৎপন্ন কালো ধোঁয়া পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এসব কারণে ইটের বিকল্প হিসেবে নির্মাণ কাজে পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবহার অপরিহার্য। 'ইউনিব্লক' তেমনই একটি পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী। সড়ক নির্মাণে প্রথাগতভাবে ব্যবহৃত ইট, বিটুমিন বা আরসিসি সড়কের বিকল্প হিসেবে ইউনিব্লকের ব্যবহার টেকসই উন্নয়নে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে।

ইউনিব্লক সড়কের নির্মাণ ব্যয় বিটুমিনাস কার্পেটিং সড়কের চেয়ে সামান্য বেশি এবং আরসিসি সড়কের চেয়ে অনেক কম। ৩.৭ মিটার চওড়া ইউনিব্লক সড়কের প্রতি কিলোমিটার নির্মাণ ব্যয় ১২২ লক্ষ টাকা, বিটুমিনাস কার্পেটিং সড়কের জন্য ব্যয় প্রতি কিলোমিটারে ১০৬ লক্ষ টাকা এবং আরসিসি সড়কের জন্য ১৯৪ লক্ষ টাকা। ইউনিব্লক দ্বারা সড়ক নির্মাণ কাজ বছরব্যাপী করা যায়। বিটুমিনাস কার্পেটিং এবং আরসিসি সড়ক এর চেয়ে ইউনিব্লক সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ খরচও তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

সার্বিক বিবেচনায় গ্রামীণ সড়ক বিশেষ করে গ্রাম সড়ক টাইপ এ ও বি এবং নগর এলাকার সড়ক ও পার্কিং স্থান উন্নয়নে পরিবেশবান্ধব ইউনিব্লকের ব্যবহার ভালো ফলাফল বয়ে আনবে।

উল্লেখ্য, এলজিইডির নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার ২৬ কিলোমিটার এবং পল্লি এলাকার ৪৪ কিলোমিটার গ্রাম সড়ক ইউনিব্লক দ্বারা উন্নয়ন করা হয়েছে। একই সঙ্গে ইউনিব্লক ব্যবহার করে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা এবং গ্রাম সড়কের মোট ৮৮ কিলোমিটার হার্ডসোল্ডার নির্মাণ করা হয়েছে।

2
12
18
10
5
4
19
22
20
3
3
14
9
1
11
6
GPS 320
MAGELLAN
QUIT
ENTER
GOTO
NAV
PWR

অধ্যায়-১২
উদ্ভাবন

উদ্ভাবন

উদ্ভাবনী দলের কার্যপরিধি

উদ্ভাবনী কার্যক্রম

এফআইএমএস

জিআইএস পোর্টাল

- কাস্টমাইজড ম্যাপ
- সড়কের বিভিন্ন প্যারামিটার
- বিভিন্ন প্যারামিটার দিয়ে সড়ক অনুসন্ধান
- প্রকল্পওয়ারী ম্যাপ
- প্রকল্প ও জেলা-উপজেলা ভিত্তিক সড়কের রিপোর্ট
- দেশব্যাপী পাকা সড়কের ম্যাপ
- স্কুল বাফার ম্যাপ
- সড়ক ব্যবহারকারীর সংখ্যা নিরূপণ
- সড়কের ক্রস-সেকশন
- স্কিমের দ্বৈততা নিরূপণ

আইডিআইএস

জিআরআইএস

অন্যান্য কার্যক্রম

উদ্ভাবন

বিশ্বায়নের প্রভাব ও তথ্য প্রযুক্তির অভাবনীয় উৎকর্ষের ফলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও সরকারি, বেসরকারি ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিচালন ও জনসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি এবং নাগরিক সুবিধা সহজলভ্য হয়েছে। জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারের কাছ থেকে উন্নততর ও গতিশীল সেবা প্রত্যাশা করে। প্রথাগত পদ্ধতিতে স্বল্পসময়ে জনগণের কাছে প্রত্যাশিত সেবা পৌঁছে দেওয়া দুরূহ। এর জন্য প্রয়োজন এমন কিছু, যা সহজেই সেবাকে জনগণের হাতের নাগালে নিয়ে আসে। আর এ জন্য প্রয়োজন নতুন উদ্ভাবন।

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন ধারণাটি বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে আলোচিত। উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করতে ৮ এপ্রিল ২০১৩, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থা এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে একটি করে 'উদ্ভাবনী দল' গঠনের নির্দেশ জারি করে। এই আদেশের মধ্য দিয়েই মূলত বাংলাদেশে জনপ্রশাসনে উদ্ভাবনী চর্চার বিষয়টি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। নাগরিকের প্রয়োজন ও চাহিদা বিবেচনা করে সরকারি সেবা প্রদান প্রক্রিয়ার উন্নয়ন বা সহজীকরণই জনপ্রশাসনে উদ্ভাবনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। এ প্রেক্ষিতে এলজিইডিতে চার সদস্যের উদ্ভাবনী দল গঠন করা হয়েছে, যার নেতৃত্বে রয়েছেন একজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী।

উদ্ভাবনী দলের কার্যপরিধি

- স্ব-স্ব কার্যালয়ের সেবা প্রদান প্রক্রিয়া এবং কাজের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনা
- এই কার্যক্রমের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বছরের শুরুতে মাসিক সমন্বয় সভায় অনুমোদন গ্রহণ ও বাস্তবায়ন
- প্রতিমাসে দলের সভা অনুষ্ঠান, কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন
- মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে গঠিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উদ্ভাবন দলের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন; এবং
- প্রতি বছর ৩১ জানুয়ারির মধ্যে পূর্ববর্তী বছরের একটি পূর্ণাঙ্গ বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ ও নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।

উদ্ভাবনী কার্যক্রম

এলজিইডি যেসব অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে তার তথ্য জনসাধারণের কাছে সহজে পৌঁছে দিতে এবং এসব কার্যক্রমের বিষয়ে জনগণের মতামত প্রদানের সুবিধার জন্য বেশ কিছু উদ্ভাবন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ডিজিটাল এসব কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে মোবাইল অ্যাপভিত্তিক এবং ওয়েবভিত্তিক কার্যক্রম।

ফিল্ডওয়ার্ক ইন্সপেকশন এন্ড মনিটরিং সিস্টেম (এফআইএমএস)

এটি একটি মোবাইল অ্যাপ ও ওয়েবভিত্তিক ইনফরমেশন সিস্টেম। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

- এলজিইডির যেকোনো প্রকল্পের আওতায় যেকোনো জেলার চলমান উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিদর্শন করে তাৎক্ষণিক প্রতিবেদন তৈরি
- পরিদর্শন প্রতিবেদন তৎক্ষণাৎ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ
- প্রতিবেদনে জিওট্যাগ আলোকচিত্র/ভিডিও সংযুক্ত করা।

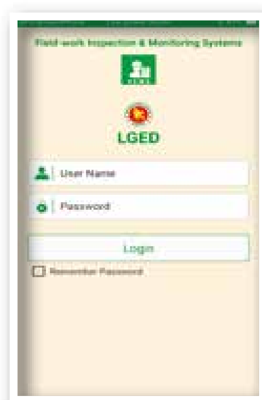

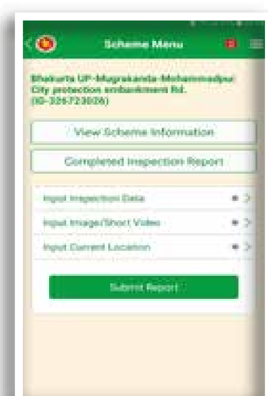

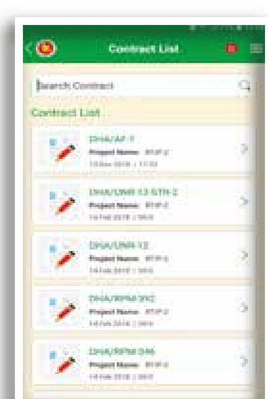

জিআইএস পোর্টাল

তথ্যকে সহজলভ্য করা এবং জনগণের কাছে জিআইএস প্রযুক্তির সুবিধা পৌঁছে দিতে ২০১৭ সালে এলজিইডির জিআইএস পোর্টাল প্রস্তুত করা হয়। এর সাহায্যে বিভিন্ন লেয়ারে সংরক্ষিত ডাটা নির্বাচন করে চাহিদা মোতাবেক ম্যাপ তৈরি করা যায়। এসব ম্যাপ এলজিইডির ওয়েবসাইটে আপলোড করা আছে। চাহিদা অনুযায়ী ওয়েবসাইট থেকে বিনামূল্যে এসব ম্যাপ সংগ্রহ করা যায়। প্রকল্প পরিকল্পনায় জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহারের লক্ষ্যে পোর্টালে চলমান ও সমাপ্ত প্রকল্পের স্কিম তালিকা সন্নিবেশ করা হয়েছে। অ্যাপটি ব্যবহার করে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের সময় খুব সহজে সড়কের দ্বৈততা যাচাই করা যায়। এই সেবাটি অনলাইনে gis.lged.gov.bd ওয়েব এ্যাড্রেসে পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, জিআইএস সেকশন থেকে নির্দিষ্ট ফি এর দিয়ে মুদ্রিত ম্যাপও সংগ্রহ করা যায়।

কাস্টমাইজড ম্যাপ

লেয়ার প্যানেল থেকে প্রয়োজন মোতাবেক লেয়ার নির্বাচন করে সহজেই কাস্টমাইজড ম্যাপ প্রস্তুত করা যায়। Export- এ ক্লিক করে ম্যাপ ইমেজ আকারে সেইভ করা যাবে।

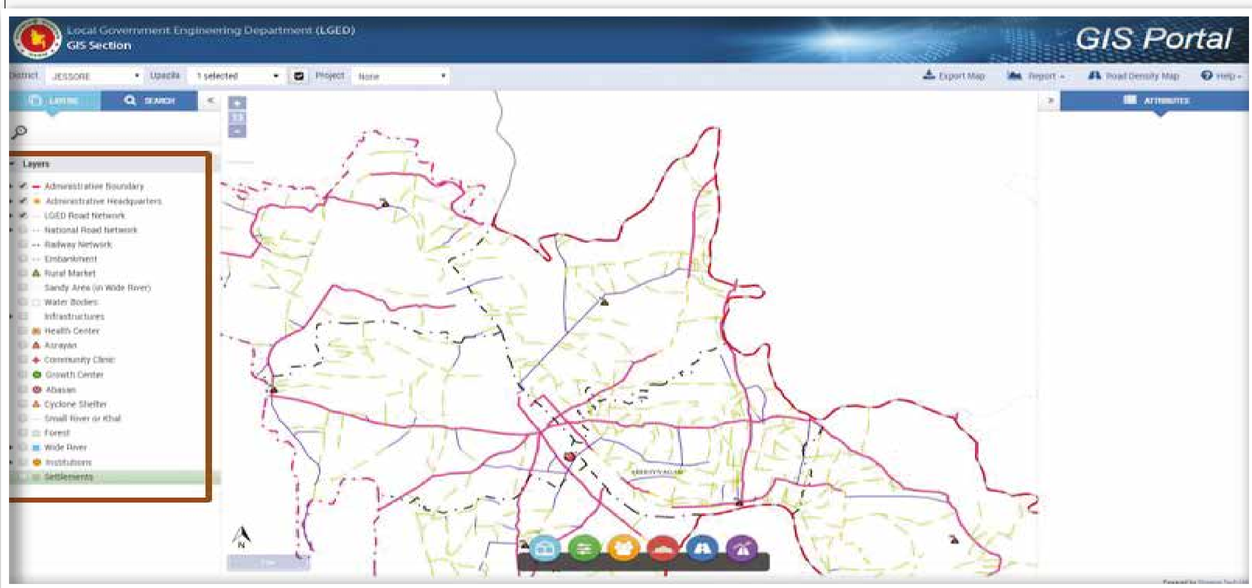

সড়কের বিভিন্ন প্যারামিটার

যে কোনো সড়কে ক্লিক করলে পাশের প্যানেলে সড়কের আইডি, ক্যাটাগরি, সারফেস টাইপসহ বিভিন্ন প্যারামিটার দেখা যাবে। এতে করে এক নজরে সড়কটির অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।

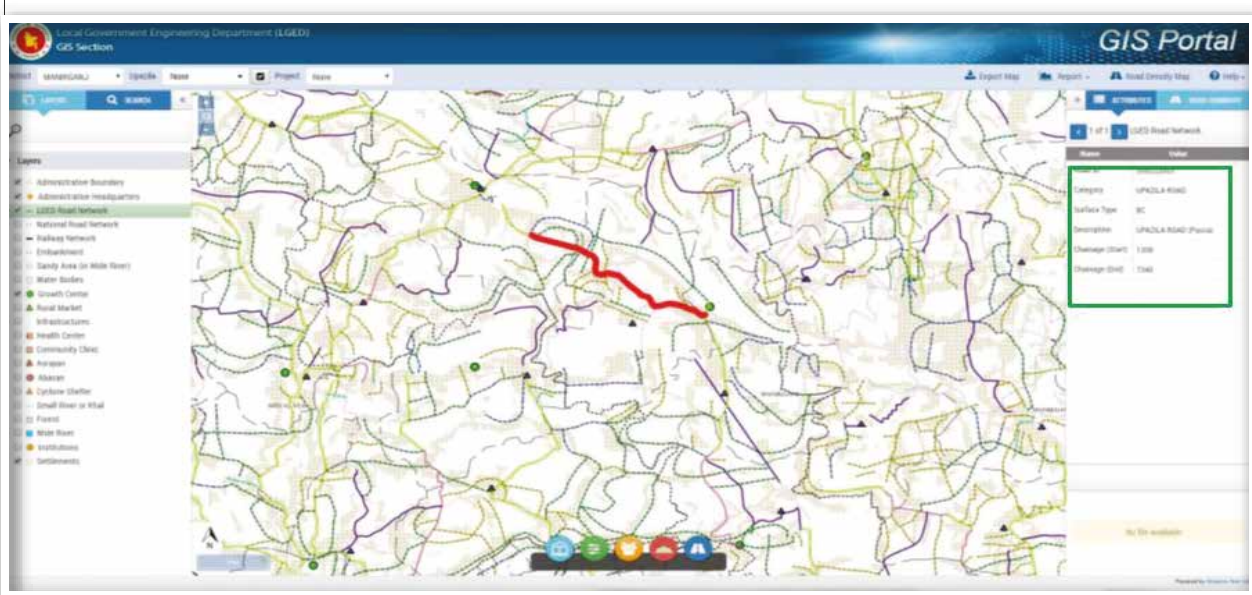

বিভিন্ন প্যারামিটার দিয়ে সড়ক অনুসন্ধান

সড়কের নাম, আইডি, ইন্টারন্যাশনাল রাফনেস ইনডেক্স (আইআরআই), অ্যানুয়াল অ্যাভারেজ ডেইলি ট্রাফিক (এএডিটি) ইত্যাদি প্যারামিটার ব্যবহার করে নির্ধারিত সড়ক খুঁজে পাওয়া যাবে; যা প্রকল্প প্রণয়ন ও ভবিষ্যৎ কৌশল নির্ধারণে সহায়তা করবে।

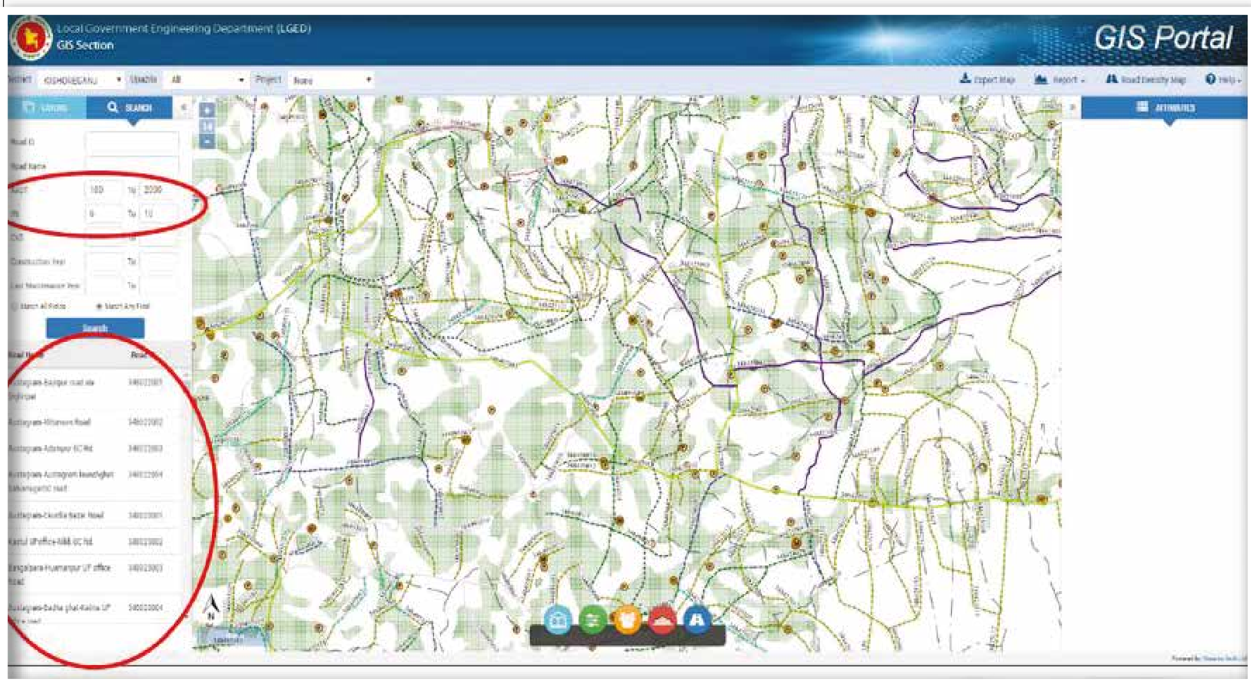

প্রকল্পওয়ারী ম্যাপ

কোনো জেলা/উপজেলার প্রকল্পওয়ারী ম্যাপ দেখে সেখানে চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

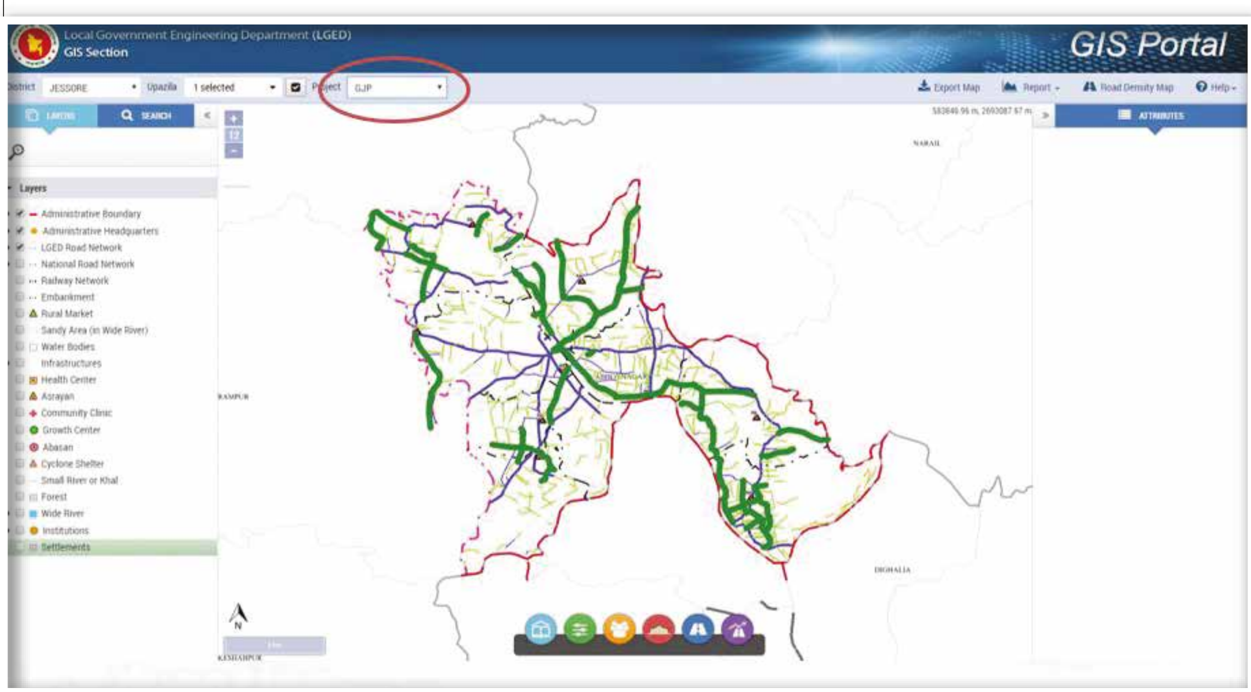

প্রকল্প ও জেলা-উপজেলাভিত্তিক সড়কের রিপোর্ট

জেলা-উপজেলার সড়কের সার্বিক অবস্থা বোঝার জন্য রিপোর্ট বেশ কার্যকর।

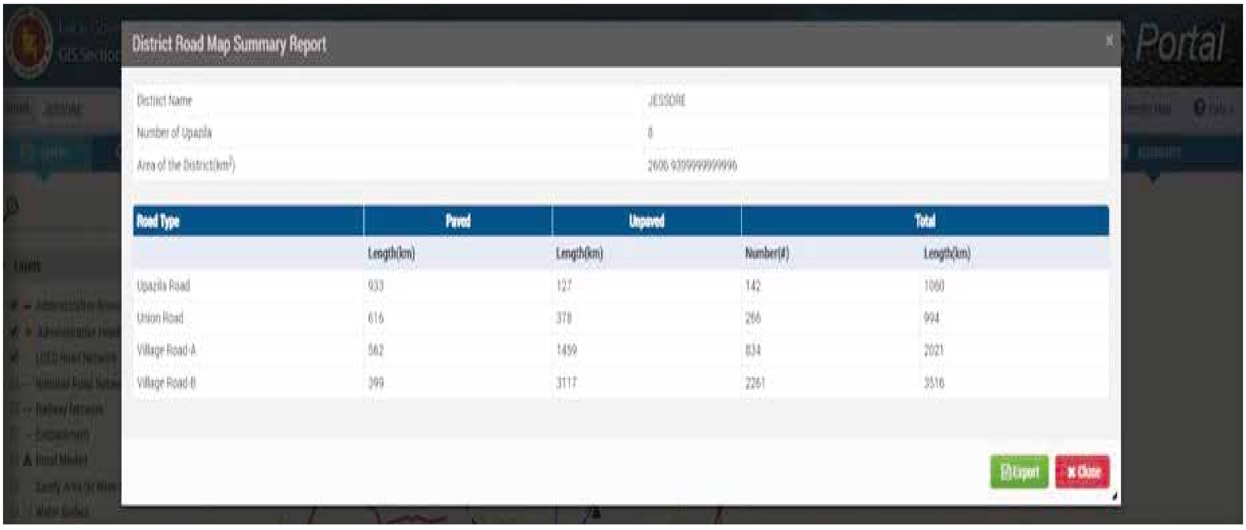

District Name	JESSORE
Number of Upazila	8
Area of the District(km^2)	2606.939999999996

Road Type	Paved	Unpaved	Total	
	Length(km)	Length(km)	Number(#)	Length(km)
Upazila Road	933	127	142	1060
Union Road	616	378	266	994
Village Road-A	562	1459	834	2021
Village Road-B	399	3117	2261	3516

দেশব্যাপী পাকা সড়কের ম্যাপ

এই ম্যাপের সাহায্যে উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কের উন্নয়ন চিত্র নিরূপণ করা যায়। নতুন প্রকল্প পরিকল্পনার জন্য ম্যাপ সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

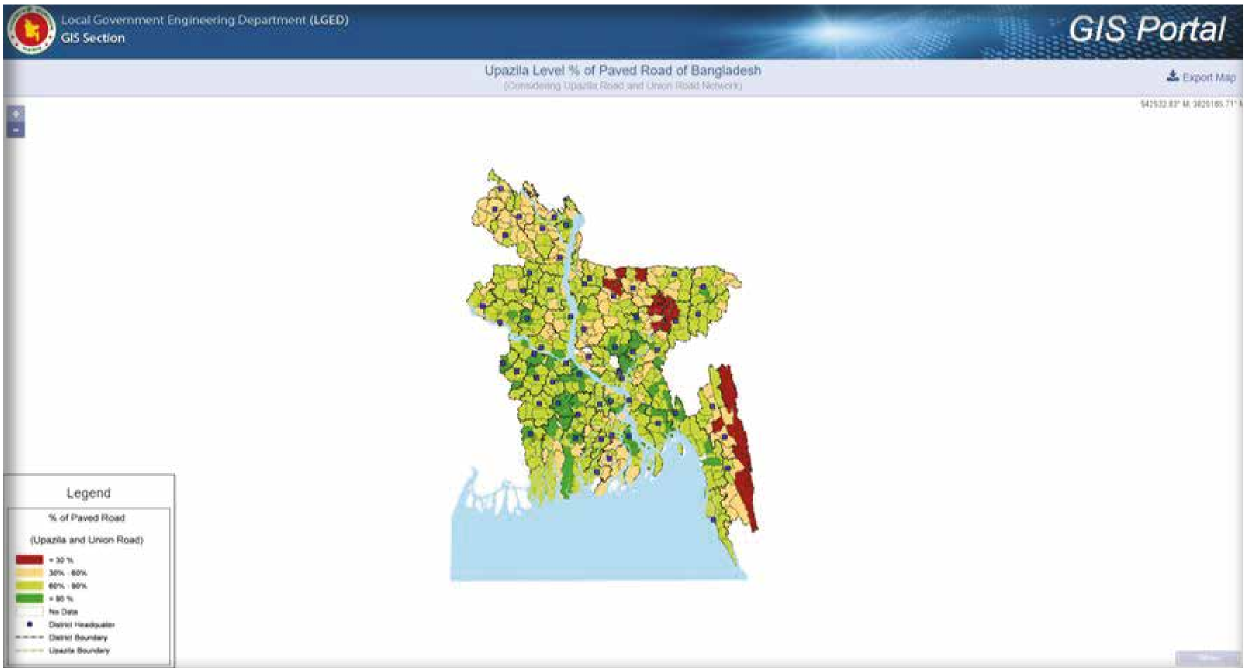

স্কুল বাফার ম্যাপ

স্কুলের চারপাশে নির্দিষ্ট দূরত্বের বাফার এরিয়া দেখা যাবে। নতুন বিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচন করতে এই ম্যাপ খুবই কার্যকর।

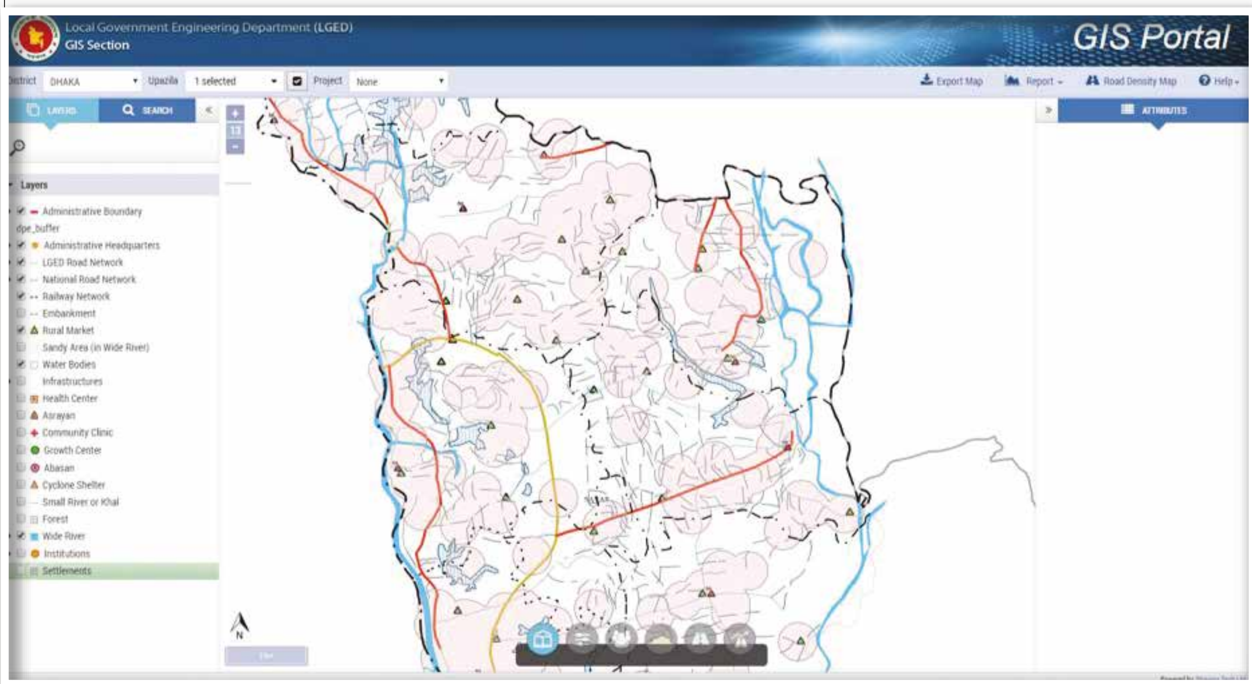

সড়ক ব্যবহারকারীর সংখ্যা নিরূপণ

কোনো সড়কের পাশে নির্দিষ্ট দূরত্বে কী পরিমাণ জনসংখ্যা রয়েছে, অর্থাৎ সড়কটি ব্যবহারকারীর সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

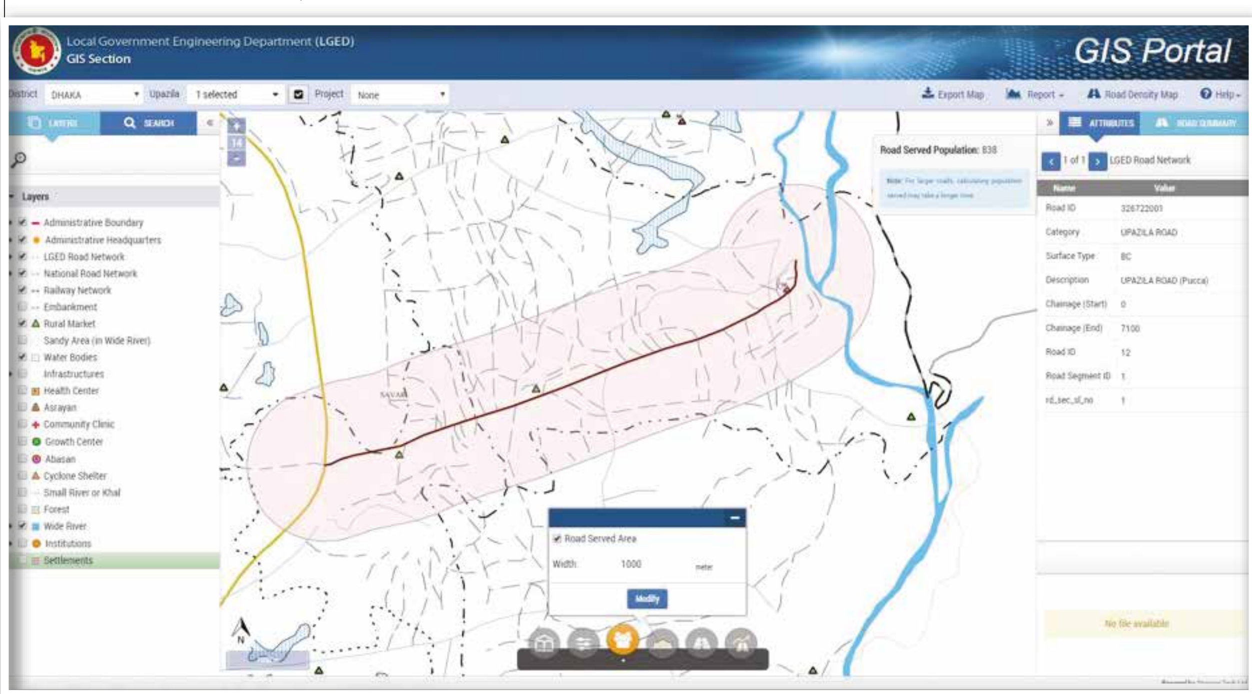

সড়কের ক্রস-সেকশন

কোনো সড়কের ক্যারেইজওয়ে, শোল্ডার, এমব্যাঙ্কমেন্ট হাইট কত তা জানা যায়, যা সড়কটির ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নির্ধারণে সাহায্য করে।

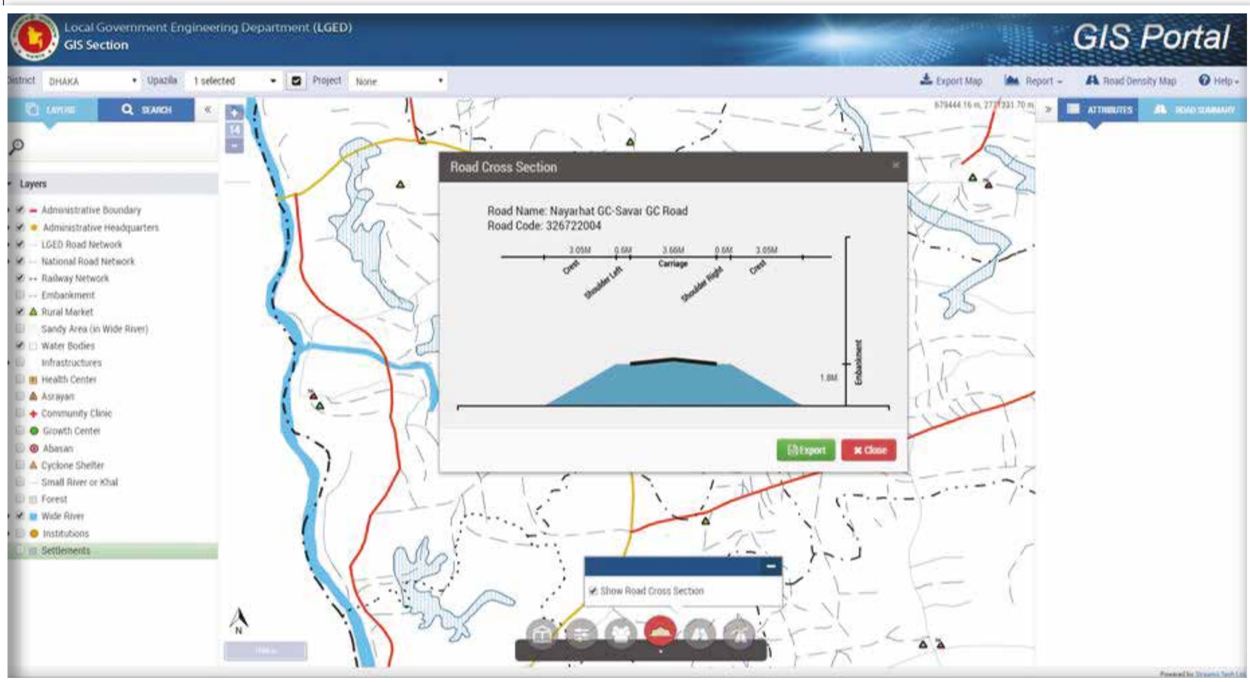

স্কিমের দ্বৈততা নিরূপণ

পূর্বে কোনো কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ না থাকায় নতুন প্রকল্প প্রণয়নের সময় স্কিমের দ্বৈততা নিরূপণের জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকার অন্যান্য প্রকল্প কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করে তথ্য সংগ্রহ করতে হতো। ফলে অনেক সময় প্রয়োজন হতো, আবার প্রক্রিয়াটি নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না। এখন জিআইএস পোর্টালে নিমিষেই প্রস্তাবিত স্কিম তালিকা আপলোড করে দ্বৈততা নিরূপণ করা যাবে। সশরীরে কোনো কার্যালয় ভিজিট করার প্রয়োজন হবে না।

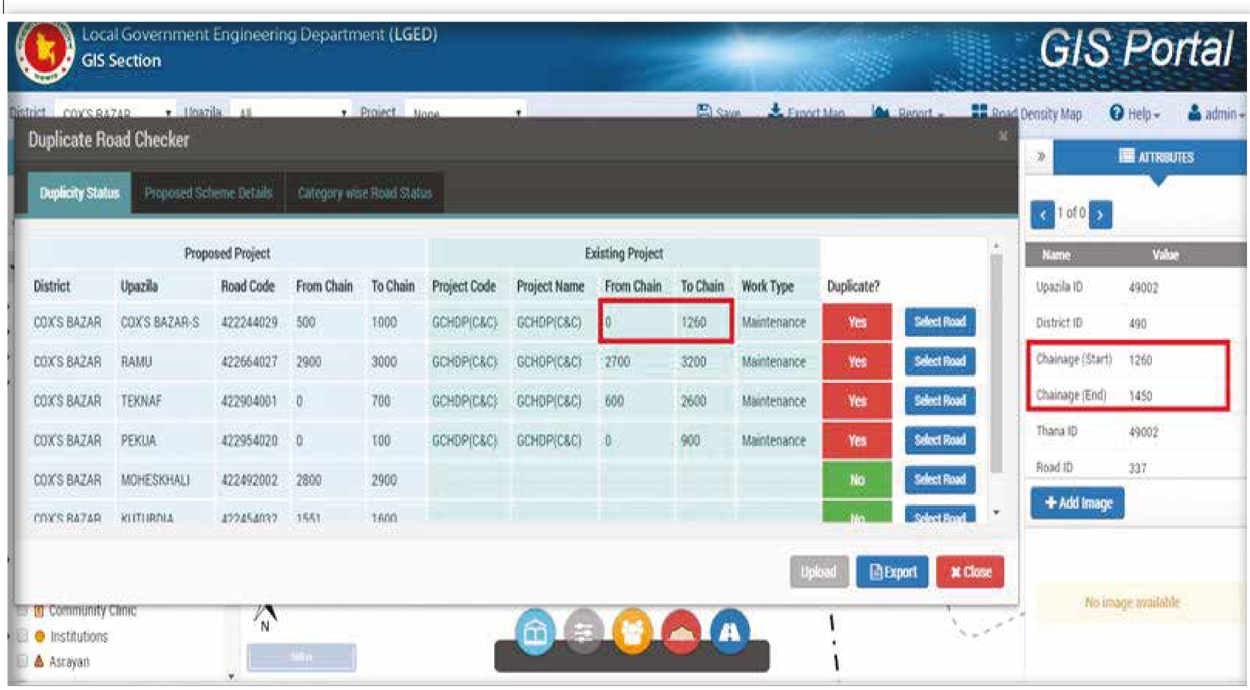

ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (আইডিআইএস)

এটি একটি মোবাইল অ্যাপ ও ওয়েবভিত্তিক ইনফরমেশন সিস্টেম। এই অ্যাপ বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় ব্যবহার করা যায়। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

- এলজিইডি নির্মিত অথবা নির্মাণাধীন অবকাঠামো যেমন সড়ক, সেতু, কালভার্ট, ভবন, সেচ ব্যবস্থা সংক্রান্ত তথ্য ম্যাপের মাধ্যমে দেখতে পাওয়া
- নির্মিত অথবা নির্মাণাধীন অবকাঠামোর গুণগত মান সংক্রান্ত তথ্য, অভিযোগ অথবা পরামর্শ দেওয়ার সুযোগ, যার মধ্যে রয়েছে-
    - ★ সম্পাদিত কাজের আলোকচিত্র অথবা ভিডিওচিত্র, মতামত, অভিযোগ কিংবা পরামর্শ এবং অন্যান্য তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেওয়া
    - ★ এসব তথ্য, মতামত কিংবা অভিযোগ সিস্টেমে সংরক্ষিত থাকে, যা যেকোনো সময় দেখতে পাওয়া
    - ★ নাগরিকের পাঠানো তথ্যের ভিত্তিতে গৃহীত ব্যবস্থা নোটিফিকেশনের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া; এবং
    - ★ নাগরিক কর্তৃক উন্নয়ন কার্যক্রমকে রেটিং করা।

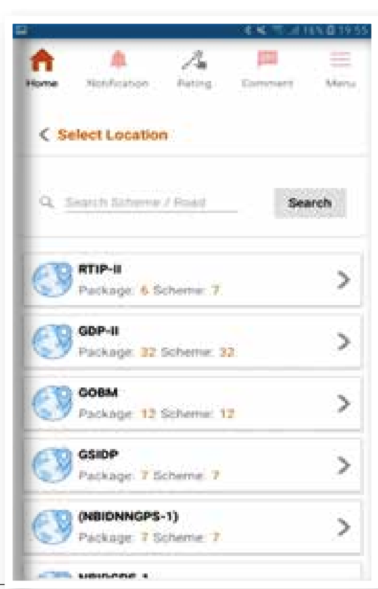

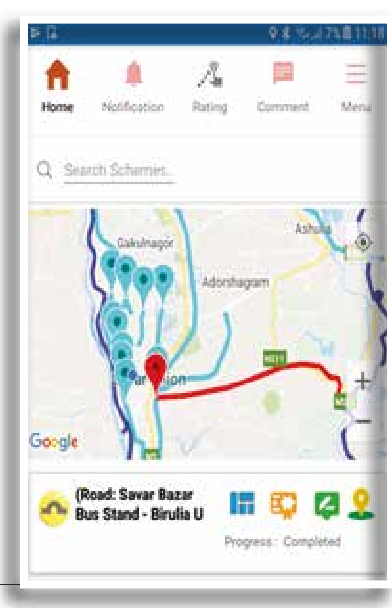

জিআইএস বেইজড রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সার্ভে (জিআরআইএস)

চলন্ত অবস্থায় মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করে সড়কের নির্ভুল সার্ভে, জিও-লোকেশনসহ ছবি তোলা ও অন্যান্য সুবিধা, যেমন- সড়কের কাঁচা পাকা অংশ ও সেতু-কালভার্টের অবস্থান সম্বলিত জিআইএস বেইজড রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সার্ভে অ্যাপ্লিকেশন (জিআরআইএস) শিরোনামে মোবাইল অ্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। অ্যাপটি অনলাইন অফলাইন দুইভাবেই ব্যবহার করা যাবে। এই অ্যাপের মাধ্যমে সহজে সড়কসহ বিভিন্ন অবকাঠামোর সার্ভে করে তৎক্ষণাৎ এলজিইডির কেন্দ্রীয় জিও-ডাটাবেজ হালনাগাদ করা যাবে।

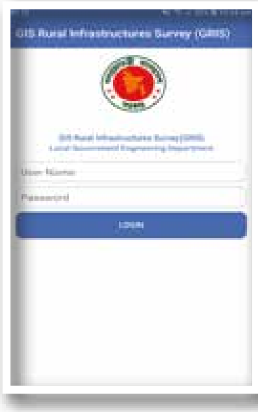

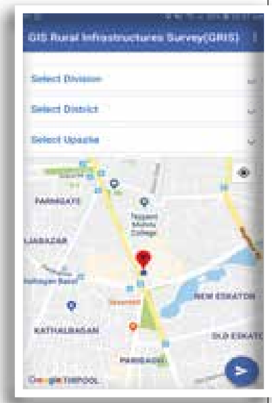

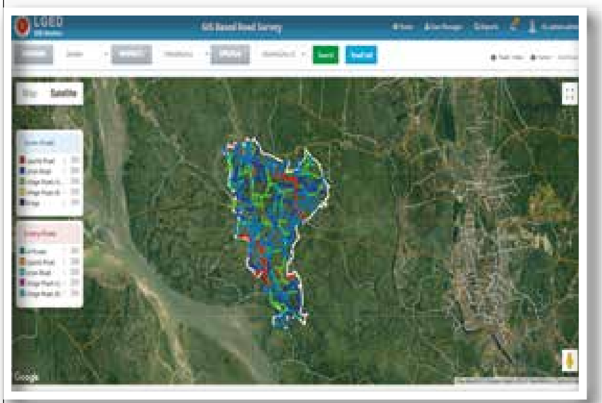

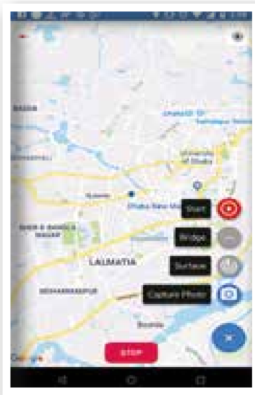

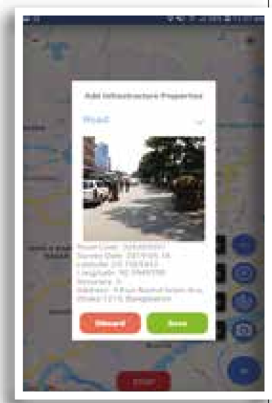

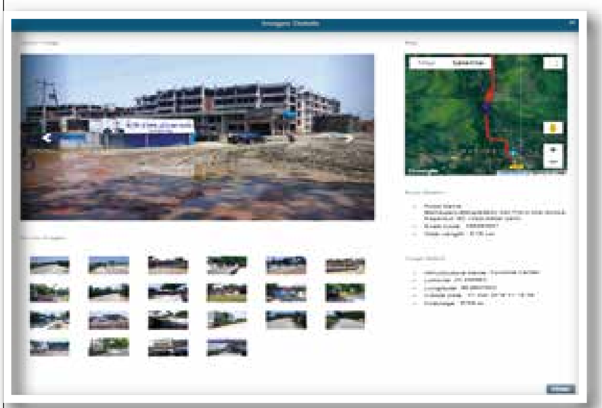

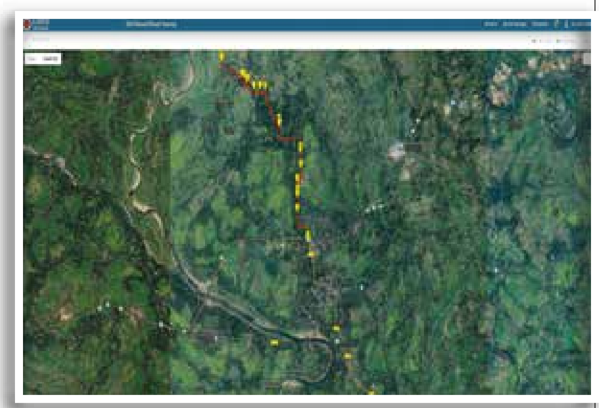

অন্যান্য কার্যক্রম

এলজিইডির আইসিটি ইউনিটে ডিজিটাল এটেনডেন্স সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এলজিইডির সদর দপ্তর বা মাঠপর্যায়ের যেকোনো কার্যালয়ের আইসিটি সরঞ্জাম ও পরামর্শকদের তথ্য সংরক্ষণ, বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে তৎক্ষণাৎ প্রতিবেদন তৈরি এবং সহজে কার্যালয়সমূহের আইসিটি সরঞ্জামের বিদ্যমান পরিস্থিতি ও চাহিদা নিরূপণ জন্য আইসিটি ইকুইপমেন্ট এন্ড কনসালটেন্ট ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে।

অধ্যায়-১৩
সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে এলজিইডি

আমার গ্রাম-আমার শহর: প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ

উপজেলাভিত্তিক মাস্টারপ্ল্যান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহে দেওয়া এক ভাষণে বলেছিলেন "গ্রামের দিকে নজর দিতে হবে। কেননা গ্রামই সব উন্নয়নের মূলকেন্দ্র। গ্রামের উন্নয়ন আর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি যখন বেগবান হবে তখন গোটা বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে সম্মুখে।"

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ঘোষিত নির্বাচনী ইশতেহারে 'আমার গ্রাম-আমার শহর': প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ শীর্ষক এক অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এ অঙ্গীকারের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গ্রাম-উন্নয়ন ভাবনা ফুটে ওঠেছে।

আমার গ্রাম-আমার শহরঃ প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৭ সালের তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে এদেশের প্রায় ৬৫ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে। বাংলাদেশে গ্রাম রয়েছে প্রায় ৮৭ হাজার। দেশের খাদ্য, পুষ্টি আর কর্মক্ষম জনশক্তির প্রধান উৎস গ্রাম। তবে উন্নত জীবনের আশায় গ্রামের মানুষের শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। এতে শহরগুলোর ওপর অত্যাধিক চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। এই প্রবণতা রোধ করতে এবং গ্রামের মানুষের কাছে শহরের আধুনিক সেবা পৌঁছে দিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'আমার গ্রাম-আমার শহর': প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণের অঙ্গীকার করেছেন।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করতো। সে সময় দেশের পরিবহন যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল খুব নাজুক। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭২-এর সংবিধানে গ্রাম ও শহরের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য দূর করার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া, কুটির শিল্পসহ অন্যান্য গ্রামীণ শিল্পের বিকাশ, শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের মাধ্যমে "গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর" সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মর্মে সংবিধানের ১৬ নম্বর অনুচ্ছেদে তা অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার অনুযায়ী সব গ্রাম হবে পরিকল্পিত, সাজানো গোছানো। গ্রামে নাগরিক সুবিধা সম্প্রসারণ করতে হবে এমনভাবে যেন কোনও ভাবে জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট না হয়। গ্রামের প্রাকৃতিক সম্পদ, অবকাঠামো এবং মানবসম্পদের সমন্বিত ও কার্যকর ব্যবহারের মাধমে প্রতিটি গ্রাম হবে প্রাচুর্যময় ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত এবং গতিশীল অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু।

২০০৯ সাল থেকে সরকার দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য হ্রাস ও জীবনমান উন্নয়নে দুই মেয়াদে বহুমাত্রিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে- গ্রামীণ অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রম, শিক্ষা সম্প্রসারণ, দক্ষ জনশক্তি তৈরি, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যসেবার সম্প্রসারণ, গ্রামাঞ্চলে আর্থিক সেবাখাতের পরিধি বিস্তার, কৃষিপ্রযুক্তি সম্প্রসারণ, বিদ্যুতায়ন, যা পল্লি উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করেছে।

এই সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে ৭২ এর সংবিধানে 'গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'আমার গ্রাম-আমার শহর': প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। এই অঙ্গীকারে জীবনমান উন্নয়নের সকল অনুষঙ্গ, যেমন- উন্নত রাস্তাঘাট, সুপেয় পানি, আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা ও সুচিকিৎসা, মানসম্মত শিক্ষা, উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সরবরাহ বৃদ্ধি, কম্পিউটার ও দ্রুতগতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সুবিধা, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামসহ মানসম্পন্ন ভোগ্যপণ্যের বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রতিটি গ্রামে শহরের আধুনিক সুবিধা সম্প্রসারণের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এতে মোট চার ধরনের সমন্বিত কার্যক্রমের ধারণা রয়েছে। এ কার্যক্রমগুলো হলো- (১) অবকাঠামো উন্নয়ন ও পরিকল্পনা, (২) মানবসম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন, (৩) কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ রক্ষা এবং (৪) শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা।

সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে এলজিইডি বদ্ধপরিকর। গ্রামবাংলার আর্থসামাজিক উন্নয়নে এলজিইডির গৃহীত বহুমুখী কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এলজিইডি দেশব্যাপী শক্তিশালী গ্রামীণ যোগাযোগ নেটওয়ার্ক সৃষ্টি করছে। গ্রামীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় অনেক অগ্রসর। সারা দেশে এলজিইডি নির্মিত উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক ও গ্রাম সড়ক দেশের অধিকাংশ গ্রামকে সংযুক্ত করেছে।

হাটবাজার হলো গ্রামীণ অর্থনীতি প্রাণকেন্দ্র। দেশব্যাপী ২,১০০টি গ্রোথ সেন্টার এবং ১৫,৫৫৫টি গ্রামীণ হাটবাজার রয়েছে। বিগত তিন দশকে দেশব্যাপী ৪,২৮০টি গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজার উন্নয়ন করা হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ের জনগণের কাছে সরকারি সেবা পৌঁছে দিতে ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে এলজিইডি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবছর ১০ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় পরিদর্শকালে নতুন প্রকল্প গ্রহণ না করে প্রতিটি গ্রামের প্রতিবেশ ও পরিবেশ বিবেচনা করে নির্বাচনী ইশতেহারের মূল ভাবনার সঙ্গে সমন্বয় করে চলমান প্রকল্পসমূহ প্রয়োজনে সম্প্রসারণ এবং ইশতেহারের নতুন ধারণাসমূহ বাস্তবায়নে পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করার নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এলজিইডি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করছে।

১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করেন

উপজেলাভিত্তিক মাস্টারপ্ল্যান

বর্তমান সরকার বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে তৃণমূলভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কৃষিজমি রক্ষা ও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে উপজেলাভিত্তিক মাস্টারপ্ল্যান তৈরির নির্দেশনা দিয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপজেলাগুলোতে অপরিকল্পিত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ এবং পরিকল্পিতভাবে সড়ক নির্মাণ ও চলাচলের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। তিনি দেশের সকল উপজেলায় দ্রুত মাস্টারপ্ল্যান তৈরির জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগকে নির্দেশনা দেন। নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় চৌদ্দটি উপজেলার মাস্টারপ্ল্যানের কাজ সম্পন্ন করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে সরকারের 'আমার গ্রাম-আমার শহর': প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ বাস্তবে রূপ দিতে উপজেলাভিত্তিক মাস্টারপ্ল্যান তৈরির জন্য সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বিভিন্ন চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলার সৃজনশীল কর্মপন্থা উদ্ভাবন এবং সংস্থাসমূহের নিজস্ব কর্মপরিকল্পনায় ভ্যালু ইনোভেশনের সুযোগ সৃষ্টির জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে এলজিইডি কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন

সরকারের গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনা, নির্দেশনা ও প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে এলজিইডি দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা। জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পাশাপাশি এলজিইডি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত ও নির্দেশিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর রাজনৈতিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল সফরকালে স্থানীয় জনগণের চাহিদা ও উপযোগিতার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন। উল্লেখ্য, সবার জন্য উন্নয়ন সুবিধা নিশ্চিতকরণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়। একই সঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পরিবেশ ও প্রতিবেশ সুরক্ষা, মান ও স্থায়িত্ব ধরে রেখে অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনাও প্রদান করে থাকেন। এলজিইডি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও অনুশাসনের আলোকে স্কিম বাস্তবায়ন করে থাকে; যার মধ্যে মূলত রয়েছে গ্রামীণ সড়ক ও সেতু নির্মাণ। ২০০৯ সালে থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক এলজিইডির অনুকূলে প্রদত্ত নির্দেশনা ও প্রতিশ্রুতির মোট সংখ্যা ছিল ১২৮টি। এর মধ্যে প্রতিশ্রুতি ৯৪টি এবং নির্দেশনা ৩৪টি।

ছক-১৩.১: প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন

মোট প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়িত প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়নাধীন প্রতিশ্রুতি	মন্তব্য
৯৪	৬৩	২৮	৩টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সম্ভব না হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় কর্তৃক বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে।

ছক-১৩.২: নির্দেশনা বাস্তবায়ন

মোট নির্দেশনা	বাস্তবায়িত নির্দেশনা	বাস্তবায়নাধীন নির্দেশনা	মন্তব্য
৩৪	১১	২২	১টি নির্দেশনার বাস্তবায়ন সম্ভব না হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় কর্তৃক বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে।

LGED

DFID

Sida

KFW

UNITED STATES AGENCY INTERNATIONAL DEVELOPMENT
USAID

UNDP

IFAD

jica

THE WORLD BANK

ADB

অধ্যায়-১৪
উন্নয়ন সহযোগী ও এলজিইডি

উন্নয়ন সহযোগী ও এলজিইডি

মিশন

বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প: বিশ্বব্যাংক মিশন

ইউজিআইআইপি-৩: এডিবির প্রকল্প রিভিউ মিশন

আরটিআইপি-২: বিশ্বব্যাংক মিশন

উন্নয়ন সহযোগী ও এলজিইডি

উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে এলজিইডির কাজের অভিজ্ঞতা শুরু থেকেই। ১৯৮৪ সালে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো (এলজিইবি) প্রতিষ্ঠা লাভের আগে সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা) ও নরওয়েজিয়ান এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (নোরাড) এর সহায়তায় ১৯৮২ থেকে ১৯৮৫ মেয়াদে নিবিড় পল্লীপূর্ত কর্মসূচি (ইনটেনসিভ রুরাল ওয়ার্কস প্রোগ্রাম-আইআরডব্লিউপি) বাস্তবায়িত হয়। তৎকালীন পূর্ত কর্মসূচি উইং এর মাধ্যমে এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে সিডা ও নোরাডের সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার রুরাল এমপ্লয়মেন্ট সেক্টর প্রোগ্রাম (আরইএসপি) শীর্ষক এক কর্মসূচি হাতে নেয়। এই কর্মসূচির আওতায় দুটি প্রকল্প– পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প-৪: অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইডিপি) এবং পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প-৫: প্রোডাকশন এন্ড এমপ্লয়মেন্ট প্রজেক্ট (পিইপি) বাস্তবায়িত হয়। এলজিইবি পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প-৪ এর আওতায় আইডিপি এবং বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প-৫ এর আওতায় পিইপি বাস্তবায়ন করে। ফরিদপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ ও কুড়িগ্রাম এ চার জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকল্পে এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছিল। ১৯৯০ সালে এর সমাপ্তির পরপরই আরইএসপি-২ এর কার্যক্রম শুরু হয়। এসময় পূর্ববর্তী চারটি জেলার সঙ্গে রাজবাড়ী ও শরিয়তপুর জেলাকে এ কর্মসূচির আওতাভুক্ত করা হয় এবং আরইএসপি-২ এর এলজিইবি অংশে আইডিপির পাশাপাশি আর একটি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যার নাম ছিলো আইএসপি বা ইনস্টিটিউশনাল সাপোর্ট প্রজেক্ট। আইএসপির আওতায় ছিল প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও ডিজাইন- এই তিনটি কম্পোনেন্ট। উল্লেখ্য, প্রথম আরইএসপিতে আইডিপি এর আওতায় অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হলেও পরবর্তীতে আইএসপির আওতায় প্রশিক্ষণকে নিয়ে আসা হয়। ১৯৯৬ সালে আরইএসপি-২ এর সমাপ্তির পর আরইএসপি-৩ বাস্তবায়ন করা হয়, যার মেয়াদ ছিল ২০০১ সাল পর্যন্ত।

এদিকে প্রায় একই সময় বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডাব্লিউএফপি) এর স্পেশাল ফুড ফর ওয়ার্ক (এসএফএফডব্লিউ) এর সহায়তায় গ্রোথ সেন্টার সংযোগকারী সড়কে মাটির কাজ ও পরবর্তীতে ওসব সড়কে ছোট সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করে তৎকালীন এলজিইবি। এসব সড়ককে পরবর্তীতে ফিডার সড়ক-বি হিসেবে শ্রেণিবিন্যাস করা হয় এবং সর্বশেষ সড়ক শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী এসব সড়ক এলজিইডির উপজেলা সড়কের মর্যাদা পেয়েছে। একই সময় কেয়ার বাংলাদেশের সহায়তায় গ্রামীণ পর্যায়ে মাটির রাস্তা ও ছোট ছোট কালভার্ট নির্মাণ করে তৎকালীন এলজিইবি।

সময়ের পরিক্রমায় এলজিইডির সঙ্গে উন্নয়ন সহযোগীদের সম্পর্ক বৃদ্ধি পেতে থাকে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে কর্মরত সকল উন্নয়ন সহযোগীর সঙ্গে এলজিইডির রয়েছে উন্নয়ন অংশীদারিত্ব। উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে রয়েছে এলজিইডির দীর্ঘ আস্থার সম্পর্ক। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এলজিইডিতে বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পের সংখ্যা ছিল ২৮টি। উন্নয়ন সহযোগীর সংখ্যা ছিল ১৫টি। উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় এলজিইডি পল্লি উন্নয়ন সেক্টরে ১৮টি, নগর উন্নয়ন সেক্টরে ৮টি এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টরে ২টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এলজিইডির পল্লি উন্নয়নে সেক্টরে বাস্তবায়িত ১৮টি প্রকল্পে উন্নয়ন সংযোগীদের মোট বরাদ্দ ছিল ২১১১৯০ লক্ষ টাকা, নগর উন্নয়ন সেক্টরের আটটি প্রকল্পে বরাদ্দ ছিল ১৯৫৪৮২ লক্ষ টাকা এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরে বরাদ্দ ছিল ৭৬৩৪ লক্ষ টাকা।

মিশন

বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও নতুন প্রকল্প গ্রহণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের অংশ হিসেবে উন্নয়ন সংযোগীদের পক্ষ থেকে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মোট ২০টি মিশন পরিচালিত হয়। এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক ১৫টি, বিশ্বব্যাংক ৪টি এবং জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন (জাইকা) একটি মিশন পরিচালনা করে। মিশন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ সাপেক্ষে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান করে, যা যথাযথ প্রকল্প সম্পন্ন ও প্রকল্পসমূহের অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প: বিশ্বব্যাংক মিশন

গত ১২ থেকে ১৬ মে ২০১৯ মেয়াদে এলজিইডির বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র প্রকল্পের (এমডিএসপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতির ওপর বিশ্বব্যাংকের পর্যালোচনা মিশন পরিচালিত হয়। মিশন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং নির্মাণ কাজের গুণগত মান নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে। মিশন কয়েকটি নির্মাণ কাজের চুক্তি দ্রুত সম্পন্ন করার ওপর জোর দেয়। বৃষ্টিপাতের কারণে নির্মাণ কাজ যাতে বিঘ্নিত না হয় সেই বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সময় মতো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার ওপর মিশন গুরুত্ব আরোপ করে।

বিশ্বব্যাংকের টাস্ক টিম লিডার সিনিয়র ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট ইগনাসিও উরুসিয়ার নেতৃত্বে মিশন স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ড. কাজী আনোয়ারুল হক, এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ খলিলুর রহমান ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়।

উল্লেখ্য, দেশের উপকূলীয় ৯টি জেলায় বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার ৫৫৬টি দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র

নির্মাণ এবং ৪৫০টি আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ২০১৫ সালে এমডিএসপি প্রকল্পটি গ্রহণ করে। প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র এবং আশ্রয়কেন্দ্রে যাতায়াতের সুবিধার জন্য ১৮২ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক ও ৬৫৬ মিটার সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ করা হচ্ছে।

ইউজিআইআইপি-৩: এডিবির প্রকল্প রিভিউ মিশন

এলজিইডি ও ডিপিএইচই কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-৩) এর কার্যক্রম পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে ২৬ জুলাই থেকে ৭ আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর মিশন পরিচালিত হয়। এডিবি বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের সিনিয়র প্রজেক্ট অফিসার শহিদুল আলম মিশনের নেতৃত্ব দেন। মিশন প্রকল্পের নগর পরিচালন, অবকাঠামো উন্নয়ন কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, পৌরসভার সক্ষমতা উন্নয়ন ও ক্রয় পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা ছাড়াও প্রকল্পভুক্ত পৌরসভায় বাস্তবায়নাধীন কাজ পরিদর্শন করে। প্রতিনিধিদল প্রকল্পের সার্বিক কর্মকাণ্ড যথাযাথভাবে বাস্তবায়িত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করে।

মিশন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটসহ প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের সাথে একাধিক বৈঠকে মিলিত হয়।

গত ৭ আগস্ট ২০১৮ স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মাহবুব হোসেন এর সভাপতিত্বে মিশন র‍্যাপ-আপ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মেহেরপুর পৌরসভার ভূ-গর্ভস্থ পানিতে মাত্রাতিরিক্ত ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের উপস্থিতিজনিত সমস্যা সমাধানে বুয়েটের কারিগরি সহযোগিতা নেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়াও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ব্যাপারটি গুরুত্বের সাথে বিবেচনার জন্য অতিরিক্ত সচিব মাহবুব হোসেন মিশনকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেন। মিশন প্রকল্পভুক্ত ছাতক ও মৌলভীবাজার পৌরসভা পরিদর্শন করে।

আরটিআইপি-২: বিশ্বব্যাংক মিশন

বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে এলজিইডি বাস্তবায়িত সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি-২) এর ওপর গত ৯ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ বিশ্বব্যাংকের ইমপ্লিমেনটেশন সাপোর্ট মিশন পরিচালিত হয়। ১১ সদস্য বিশিষ্ট এ মিশনে নেতৃত্ব দেন বিশ্বব্যাংকের টাস্কটিম লিডার রিচার্ড হামফ্রে। মিশনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করা।

মিশন প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চলমান কন্ট্রাক্টগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য সুপারিশ করে। পাশাপাশি, মিশন প্রকল্প মেয়াদ সম্পন্ন হওয়ার আগেই সকল চুক্তির বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য বিশ্বব্যাংকের কাছে পাঠানোর জন্য সুপারিশ করে। এ সময় মিশন চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলায় প্রকল্পের আওতায় চলমান কাজ পরিদর্শন করে।

মিশন প্রতিনিধি দল এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ এর সঙ্গে প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম ও আরটিআইপি-২ এর অতিরিক্ত অর্থায়ন নিয়ে আলোচনা করেন।

এডিবি মিশন ইউজিআইআইপি-৩ এর মাঠ কার্যক্রম পরিদর্শন করছে

আরটিআইপি-২ এর ওপর পরিচালিত বিশ্বব্যাংক মিশন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলি মোঃ আবুল কালাম আজাদ এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে

এলজিইডির প্রতি উন্নয়ন সংযোগীদের রয়েছে বিশেষ ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, যা বিভিন্ন সময় উন্নয়ন সহযোগীদের প্রতিবেদন ও সরেজমিন পরিদর্শনে ফুটে উঠেছে।

Media & Publication Section

অধ্যায়-১৫

এলজিইডির উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা

নিউজলেটার

বার্ষিক প্রতিবেদন

অন্যান্য প্রকাশনা

মিডিয়া ও পাবলিকেশন সেন্টার

যেকোনো প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম, অগ্রগতি ও ফলাফলের তথ্য জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রয়োজন প্রকাশনার। এলজিইডির কার্যক্রম সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করতে শুরু থেকেই এলজিইডি নিউজলেটার প্রকাশ করে আসছে। এছাড়া একটি পূর্ণাঙ্গ অর্থবছরের কার্যক্রমের অগ্রগতি ও অর্জনের তথ্য জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রতিবছর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

নিউজলেটার

১৯৮৪ সালে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো (এলজিইবি) হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর ১৯৮৬ সালের অক্টোবরে 'এলজিইবি নিউজলেটার' নামে ত্রৈমাসিক একটি প্রকাশনার মাধ্যমে প্রথম জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ের কার্যক্রমের সংবাদ প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে সরকারের একটি পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তর হিসেবে এলজিইডি আত্মপ্রকাশ করলে ওই বছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ের নিউজলেটারের নামকরণ করা হয় 'এলজিইডি নিউজলেটার'। উল্লেখ করা যেতে পারে, এলজিইডির কার্যক্রমে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সম্পৃক্ততার ফলে এসময় নিউজলেটার ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হতো।

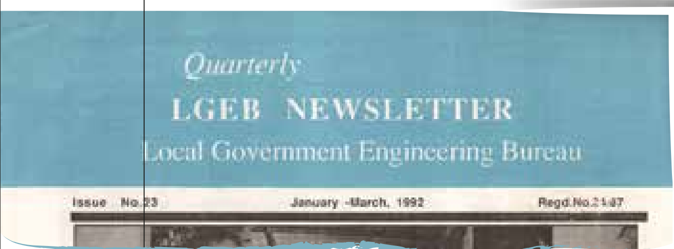

এদিকে পানি সম্পদ সেক্টর থেকে জুলাই, ১৯৯৯ এ 'পানি সম্পদ বার্তা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। ত্রৈমাসিক এই বুলেটিনে এলজিইডির ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের খবরা-খবর প্রকাশ করা হতো। এরপর এলজিইডির নগর উন্নয়ন সেক্টর থেকে ২০০৫ সালের জুলাই মাসে 'পৌর বার্তা' নামে একটি নিউজলেটার প্রকাশ করা হয়, যা পরবর্তী সংখ্যা অর্থাৎ ২০০৫ সালের অক্টোবরে 'নগর সংবাদ' নামে ত্রৈমাসিকভিত্তিতে প্রকাশিত হতে থাকে।

২০১৫ সালে এলজিইডি নিউজলেটার, নগর সংবাদ এবং পানি সম্পদ বার্তা একীভূত করে ত্রৈমাসিকভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গভাবে 'এলজিইডি নিউজলেটার' নামে বাংলা ও ইংরেজিতে অভিন্ন নিউজ লেটার প্রকাশিত হয়ে থাকে।

বার্ষিক প্রতিবেদন

সংস্থার প্রতিবছরের কার্যক্রমের বিবরণ তুলে ধরতে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এই প্রকাশনায় সংশ্লিষ্ট বছরের কার্যক্রমের অগ্রগতি, অর্জিত সাফল্য ও উদ্ভূত সমস্যা এবং তহবিল ব্যবহারে আয়-ব্যয়ের বিবরণ তুলে ধরার প্রয়াস থাকে। সরকার প্রতিবছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ও রাজস্ব খাতে এলজিইডির অনুকূলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বরাদ্দ দিয়ে থাকে। এই বরাদ্দের মাধ্যমে সারা দেশের স্থানীয় পর্যায়ে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। একই সঙ্গে সরকারের অন্যান্য কর্মসূচি যেমন- দারিদ্র্য হ্রাস, নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে জেন্ডার বৈষম্য কমিয়ে আনা, মানুষের জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। এ সকল কাজের বছরভিত্তিক অগ্রগতি ও অর্জিত সাফল্য তুলে ধরতে ২০০৪ সালে প্রথম ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এরপর থেকে প্রতিবছর নিয়মিতভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে। এই প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে বাস্তবায়িত এলজিইডির সামগ্রিক কাজের অগ্রগতির তথ্য পরিবেশিত হয়। শুরুতে বার্ষিক প্রতিবেদন বাংলায় প্রকাশিত হলেও উন্নয়ন সহযোগী ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে এলজিইডির যে বিশাল কর্মযজ্ঞ রয়েছে, সে কারণে বার্ষিক প্রতিবেদন ইংরেজি ভাষাতেও প্রকাশ করা হয়।

অন্যান্য প্রকাশনা

এলজিইডির ইউনিট ও প্রকল্পগুলো পরিচিতিমূলক এবং কার্যক্রমভিত্তিক পুস্তিকা, ফ্লায়ার, ব্রুশিওর ও অন্যান্য প্রকাশনা প্রকাশ করে থাকে। এলজিইডির কার্যক্রম এবং প্রকল্পভিত্তিক পরিচিতিমূলক প্রামাণ্য ভিডিওচিত্র প্রয়োজন অনুযায়ী নির্মাণ করা হয়। একই সঙ্গে বিভিন্ন কাজের উদ্বোধনের সময় সংশ্লিষ্ট কাজের তথ্যকণিকা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এর ফলে এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্প ও কার্যক্রমের ওপর সচিত্র তথ্য যথাযথভাবে প্রকাশ ও সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। প্রতিবছর ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপনের সময় এলজিইডি জেন্ডার সমতা কার্যক্রমের ওপর পুস্তিকা/ব্রুশিওর এবং জাতীয় উন্নয়ন মেলায় তথ্যকণিকা প্রকাশ করে।

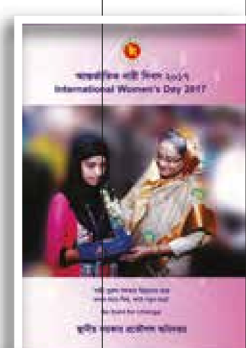

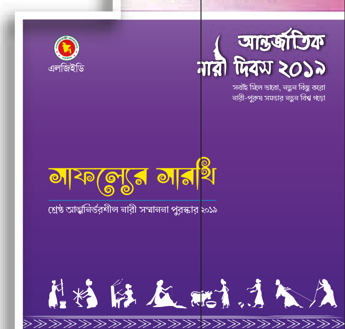

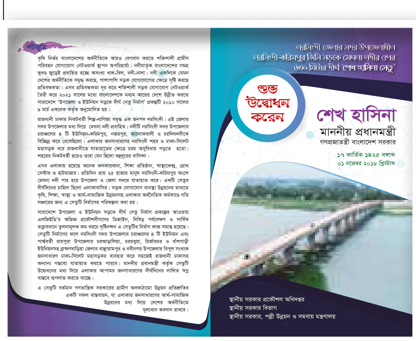

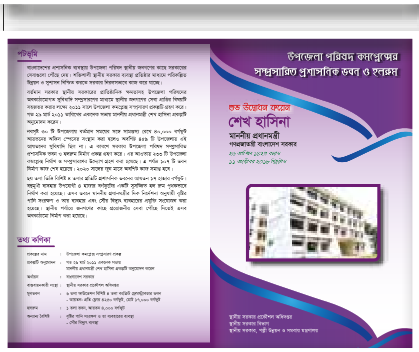

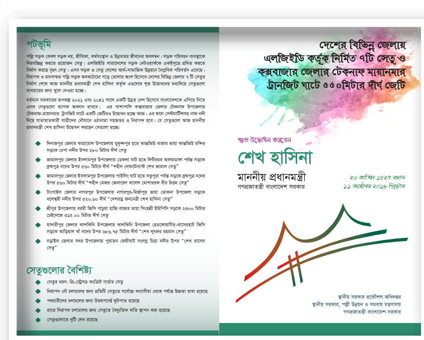

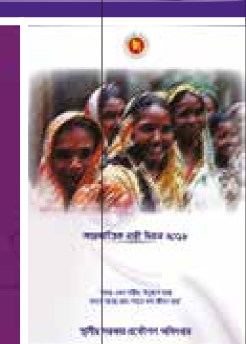

গত ১০ জানুয়ারি ২০১৯ মাননীয় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি এলজিইডির মিডিয়া ও পাবলিকেশন সেন্টার পরিদর্শন করেন।

মিডিয়া ও পাবলিকেশন সেন্টার

এলজিইডিতে সমন্বিতভাবে মিডিয়া ও প্রকাশনার কাজ বাস্তবায়নের জন্য জুলাই ২০১৮ এ মিডিয়া ও পাবলিকেশন সেন্টারের কার্যক্রম শুরু হয়। এলজিইডি সদর দপ্তরের মূল ভবনের চতুর্থ তলায় এই সেন্টারটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এলজিইডির ত্রৈমাসিক নিউজলেটার, বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রমের ওপর ব্রুশিয়র ও ভিডিওচিত্র নির্মাণে মিডিয়া ও পাবলিকেশন সেন্টার সহায়তা দিচ্ছে। এছাড়াও উন্নয়ন কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন বা কাজের শুভ উদ্বোধনের সময় যেসব প্রকাশনার প্রয়োজন হয়, তা প্রস্তুতেও এই সেন্টার সহায়তা দিয়ে থাকে।

একই সঙ্গে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস বিশেষত আন্তর্জাতিক নারী দিবস, বিজয় দিবস উদ্‌যাপন ও জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষে এ সেন্টার থেকে ভিজুয়্যাল ও তথ্যভিত্তিক প্রকাশনা বের করা হয়। এসব কার্যক্রম আগে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় আলাদা আলাদাভাবে করা হতো। এ সেন্টার প্রতিষ্ঠার পর এসব কার্যক্রম এখন সমন্বিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি, স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব এস. এম. গোলাম ফারুক এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ এলজিইডি পরিদর্শনের সময় এলজিইডির মিডিয়া ও পাবলিকেশন সেন্টার পরিদর্শন করেন।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এলজিইডির ৩৮টি উন্নয়ন কাজের শুভ উদ্বোধন করেছেন। এসব কাজের ওপর নির্মিত ভিডিওচিত্র এবং তথ্যকণিকা সম্বলিত ব্রুশিয়র প্রকাশ করে এলজিইডি মিডিয়া ও পাবলিকেশন সেন্টার।

গত ১২ ডিসেম্বর ২০১৮ স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব এস. এম. গোলাম ফারুক মিডিয়া ও পাবলিকেশন সেন্টার পরিদর্শন করছেন।

গত ১১ জুন ২০১৯ স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ মিডিয়া ও পাবলিকেশন সেন্টার পরিদর্শন করছেন।

এলজিইডির ত্রৈমাসিক নিউজলেটার প্রকাশের প্রস্তুতিমূলক সভা

অধ্যায়-১৬
বিবিধ

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন

জাতীয় শোক দিবস ২০১৮

মহান বিজয় দিবস ২০১৮

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯

জাতির পিতার জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

মহান স্বাধীনতা ও বিজয় দিবস ২০১৯

বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ

পরিবেশ ও বৃক্ষমেলা ২০১৮ এবং ২০১৯

উন্নয়ন মেলা ২০১৮

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের এলজিইডিতে আগমন

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী শ. ম. রেজাউল করিম এমপি

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন এমপি

স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব এস এম গোলাম ফারুক

স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ

অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

স্বীকৃতি অর্জন

এলজিইডির ৩টি প্রকল্পের পুরস্কার লাভ

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন

এলজিইডি অন্যান্য সংস্থার মত বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস যথাযোগ্যভাবে পালন করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস, ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ১৭ মার্চ জাতির পিতার জন্মবার্ষিকী, ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। এসব দিবস উপলক্ষে দোয়া মাহফিল, আলোচনা সভা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, আলোকচিত্র প্রদর্শনী, র‍্যালি, মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ইত্যাদি আয়োজন করা হয়। ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে ও দেশের বিভিন্ন জেলায় এসব দিবস উপলক্ষে বিস্তারিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দিবসগুলোর গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।

জাতীয় শোক দিবস ২০১৮

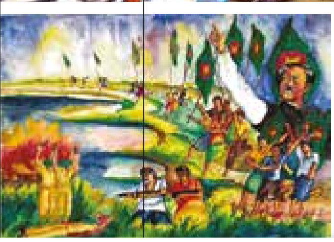

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ইতিহাসের এ নারকীয় হত্যাকাণ্ডের দিনটি জাতীয় শোক দিবস। এলজিইডি যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে জাতীয় শোক দিবস পালন করে। প্রতিবছরের মত ২০১৮ সালের ১৫ আগস্ট সকালে এলজিইডির সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এরপর এলজিইডি চত্বরে স্থাপিত জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শাহদাৎবরণকারীর রুহের মাগফেরাত কামনা করে এলজিইডিতে কোরানখানী ও বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। বিকেলে এলজিইডির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ জাতির পিতার পরিবারের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বনানী কবরস্থান জিয়ারত ও শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন। শিশু-কিশোরদের মাঝে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ছড়িয়ে দিতে প্রতিবারের মতো এ বছরও সারা দেশে শিশু-কিশোরদের জন্য চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ১৫ আগস্ট এলজিইডি সদর দপ্তরে চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার ও সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

মহান বিজয় দিবস ২০১৮

এলজিইডি প্রতিবছর যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করে। এর ধারাবাহিকতায় ১৬ ডিসেম্বর ২০১৮ এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে এবং এলজিইডি সদর দপ্তরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এ উপলক্ষে ১৭ ডিসেম্বর এলজিইডি সদর দপ্তরে এক আলোচনা সভা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ সময় মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এলজিইডি থেকে অবসরপ্রাপ্ত উপজেলা প্রকৌশলী বীর মুক্তিযোদ্ধা শফিউল আলম মিয়া এবং হিসাবরক্ষক বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল মান্নানকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। তাঁরা মুক্তিযুদ্ধের ওপর স্মৃতিচারণ করেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়পর্বে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে "রূপসী বাংলা" শিরোনামে একটি নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয়।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯

২০১০ সাল থেকে এলজিইডি ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করে আসছে। আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে জেলা পর্যায়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এলজিইডি অংশগ্রহণ করে। ঢাকায় এলজিইডি সদর দপ্তরে বিভিন্ন প্রকল্পের জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রমের ওপর আলোকচিত্র প্রদর্শনী, আলোচনা সভা এবং এলজিইডির তিনটি সেক্টরের আওতায় বিভিন্ন প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী শ্রেষ্ঠ ১০ জন আত্মনির্ভরশীল নারীকে সম্মাননা দেওয়া হয়। সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি বলেন, উন্নয়নের মূলধারায় নারীদের সম্পৃক্ত করতে হবে। যেসব দেশ আজ উন্নত হয়েছে সেখানে নারীরা এগিয়ে এসেছে। নারীর উন্নয়ন ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব না। এ বিষয়ে অধ্যায় ৯-এ বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষে শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি

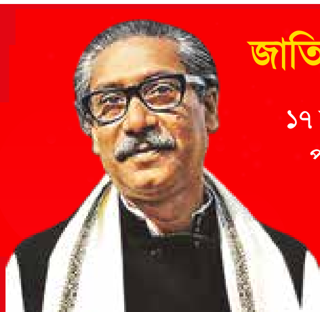

জাতির পিতার জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

১৭ মার্চ ২০১৯ যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৯৯ তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়। এ উপলক্ষে এলজিইডি জামে মসজিদে দোয়া মাহফিল ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। মোনাজাতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার জাতির পিতাসহ পরিবারের সকল সদস্যের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করা হয়। এ সময় এলজিইডিতে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে এলজিইডির সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ ফুলেল শ্রদ্ধা জানান।

মহান স্বাধীনতা ও বিজয় দিবস ২০১৯

২৬ মার্চ ২০১৯ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে এবং এলজিইডি সদর দপ্তরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। দিবসটি উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে সকাল ৮টায় বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হয়। একই সঙ্গে সারা দেশে একযোগে জাতীয়সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। এর অংশ হিসেবে এলজিইডির কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ সমবেত কণ্ঠে এলজিইডির সদর দপ্তরে জাতীয় সংগীত পরিবেশনে অংশ নেন।

২০ জুন ২০১৯ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা এবং জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৯ উদ্বোধন শেষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের সামনে একটি তেঁতুল চারা রোপণ করেন

বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ

পরিবেশ ও বৃক্ষমেলা ২০১৮ এবং ২০১৯

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৮ জুলাই ২০১৮ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিশ্বপরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা ২০১৮ এবং জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৮ এর শুভ উদ্বোধন করেন। এ সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সবাই সবুজে-সবুজে দেশটা ভরিয়ে তোলার আহবান জানান। তিনি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের পশ্চিম পাশে একটি গাছের চারা রোপণ করেন। পরে মেলার বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন। এ সময়ে তিনি এলজিইডির স্টলে আসেন এবং সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হন। কমিউনিটি ক্লিনিকে এলজিইডির সৌরবিদ্যুৎ কার্যক্রম দেখে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২০ জুন ২০১৯ রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা এবং জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৯ এর শুভ উদ্বোধন করেন। এ সময় তিনি সবাইকে কমপক্ষে একটি করে বনজ, ফলদ ও ভেষজ কাজ লাগানোর আহ্বান জানান। সারা বিশ্বে প্রতিবছর ৫ জুন পরিবেশ দিবস পালিত হলেও পবিত্র রমজান মাসের কারণে ২০১৮ ও ২০১৯ সালে বাংলাদেশে দিবসটি যথাক্রমে ১৮ জুলাই ২০১৮ এবং ২০ জুন ২০১৯ এ পালন করা হয়।

১৮ জুলাই ২০১৮ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা ২০১৮ এবং জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৮ এর উদ্বোধন শেষে এলজিইডির স্টল পরিদর্শন করেন

উন্নয়ন মেলা ২০১৮

২০১৮ সালের ৪ থেকে ৬ অক্টোবর দেশব্যাপী চতুর্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজধানীসহ দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় উন্নয়ন মেলা উদ্বোধন করেন। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম এবং বিভিন্ন খাতে অর্জিত সাফল্য উন্নয়ন মেলায় তুলে ধরা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দশটি বিশেষ উদ্যোগ এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও সাফল্য, রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এর মাধ্যমে উন্নত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা, তথ্যপ্রযুক্তি, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট, পদ্মা সেতু, রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ বিভিন্ন মেগাপ্রকল্প এবং দেশে বিনিয়োগ সম্ভাবনার বিষয় মেলায় প্রদর্শিত হয়। বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, ব্যাংক, বীমা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি এলজিইডি মেলায় অংশ নিয়ে সকল জেলা ও উপজেলায় স্টল স্থাপন করে এবং রাজধানীর আগারগাঁও-এ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার মাঠে অনুষ্ঠিত মেলায় অংশ নেয়।

উন্নয়ন মেলায় এলজিইডির স্টল পরিদর্শন করছে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দ

এ উপলক্ষে ২০০৯-২০১৮ মেয়াদে পল্লি, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টরে ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণে এলজিইডির সাফল্যের ওপর জেলা ও উপজেলা থেকে তথ্যপুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। এলজিইডি 'উন্নয়নের অভিযাত্রায় অদম্য বাংলাদেশ' বিষয়ের ওপর একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করে, যা সকল জেলা-উপজেলা স্টলে প্রদর্শিত হয়। এলজিইডির অগ্রযাত্রা, অর্জন ও সরকারের কার্যক্রম নিয়ে তথ্য ও ছবি সম্বলিত দৃষ্টিনন্দন স্টলসমূহ ব্যাপক দর্শকপ্রিয়তা পায়। দেশব্যাপী স্থাপিত এলজিইডির স্টলসমূহের মধ্যে জেলা পর্যায়ের ২০০টি স্টল পুরস্কৃত হয়।

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের এলজিইডিতে আগমন

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে গত ৭ জানুয়ারি ২০১৯ শপথ গ্রহণের পর গত ১০ জানুয়ারি ২০১৯ জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি এলজিইডি সদর দপ্তরে পরিদর্শন করেন। এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মাননীয় মন্ত্রীকে এলজিইডি সদর দপ্তরে স্বাগত জানান। মাননীয় মন্ত্রী এলজিইডি প্রাঙ্গণে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান ও জাতির পিতার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় মোনাজাতে অংশ নেন। এরপর তিনি এলজিইডির দাপ্তরিক ও উন্নয়ন কার্যক্রমের ওপর পর্যালোচনা সভায় অংশ নেন। তিনি বলেন, ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশ হিসেবে গড়া এ সরকারের লক্ষ্য। দেশ থেকে দারিদ্র্য ও দুর্নীতি দূর করে উন্নত বাংলাদেশ গড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সবাইকে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। তিনি আরও বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। তিনি অন্যায় ও দুর্নীতিমুক্ত সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর উন্নত বাংলাদেশ গড়ার জন্য একটি রূপকল্প প্রণয়ন করেন। রূপকল্প অনুযায়ী গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার জন্য গ্রামে কর্মসংস্থান বাড়াতে প্রকল্প নিতে হবে। তিনি এলজিইডির আইসিটি ইউনিট ঘুরে দেখেন।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী শ. ম. রেজাউল করিম এমপি

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী শ. ম. রেজাউল করিম এমপি গত ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ এলজিইডি সদর দপ্তর পরিদর্শন করেন। এ উপলক্ষে আয়োজিত অলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, বর্তমান সরকার নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণের অঙ্গীকার করেছে। দেশে বৈষম্যহীন উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে।

তিনি এলজিইডির প্রকৌশলীদের উদ্দেশ্যে বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশকে আরও উন্নত করতে হবে। বিশ্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। দেশব্যাপী গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ সময় তিনি এলজিইডির সাবেক প্রধান প্রকৌশলী মরহুম কামরুল ইসলাম সিদ্দিক এর অবদানের কথা স্মরণ করেন। সভায় প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্প ২০২১ এবং উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য ২০৪১ বাস্তবায়নে এলজিইডির সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সভায় এলজিইডির সার্বিক কার্যক্রমের ওপর একটি পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপনা এবং একই সঙ্গে এলজিইডির ওপর নির্মিত একটি ভিডিও চিত্র দেখানো হয়।

পরিদর্শনকালে মাননীয় মন্ত্রী এলজিইডি চত্বরে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুলেল শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন ও মোনাজাতে অংশ নেন। সভা শেষে তিনি শের-ই-বাংলা নগরে এলজিইডির প্রধান কার্যালয় সম্প্রসারণের জন্য জমি বরাদ্দের আশ্বাস দেন এবং প্রস্তাবিত তিনটি প্লট পরিদর্শন করেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন এমপি

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন এমপি গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো উন্নয়নের ওপর অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় তিনি বলেন, মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে মানসম্মত বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ অতি জরুরি। এজন্য সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। সভাপতির বক্তব্যে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ বলেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনগুলো নির্মাণ করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে অতীতের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে হবে। পরিকল্পনা ও স্থান নির্বাচনের কাজ আগেই সম্পন্ন করতে হবে, অন্যথায় নির্মাণ কাজ শেষ করতে অনেক সময় লেগে যায়। এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ খলিলুর রহমান প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডির কার্যক্রমের সার্বিক চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ৯০ এর দশকের পর থেকে এলজিইডি চাহিদাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ করছে। তিনি উল্লেখ করেন, দেশে বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬৫,৩৬৫টি। এ পর্যন্ত এলজিইডি নির্মিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ৩৮,০০০টি। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. এ এফ এম মনজুর কাদির, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ গিয়াস উদ্দিন আহমেদ এবং জি এম হাসিবুল আলম অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সভা শেষে প্রতিমন্ত্রী এলজিইডির আইসিটি ইউনিটের জিআইএস সেকশন, চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) এর কার্যক্রম ও ডিজাইন ইউনিট পরিদর্শন করেন। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এলজিইডি প্রাঙ্গণে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান ও মোনাজাতে অংশ নেন।

স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব এস এম গোলাম ফারুক

স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব এস এম গোলাম ফারুক গত ১২ ডিসেম্বর ২০১৮ এলজিইডির উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সুযোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, সরকার ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্য শতকরা ৫ ভাগ কমিয়ে আনার যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে, তা অর্জনে সমবেতভাবে কাজ করতে হবে। গ্রামের মানুষ যাতে উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পায় সেজন্য ভ্যালু চেইন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ভাবতে হবে। একই সাথে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করতে হবে।

সভায় এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ বলেন, দেশের সার্বিক উন্নয়নে এলজিইডি গ্রাম ও নগরের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক কাজের গুণগত মান বজায় রেখে এলজিইডির প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

এলজিইডিতে আগমনের পর প্রথমেই তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন।

স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ

হেলালুদ্দীন আহমদ গত ৩০ মে ২০১৯ স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব হিসেবে যোগদানের পর ১১ জুন ২০১৯ এলজিইডি সদর দপ্তরে এলজিইডির উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন। এ সময় তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

পর্যালোচনা সভায় সচিব বলেন, গ্রামবাংলার উন্নয়নে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে স্বপ্ন দেখেছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তা বাস্তবায়নে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছেন। উন্নত বাংলাদেশ নির্মাণে সকলকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। এ সময় তিনি উল্লেখ করেন, গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং হাটবাজার উন্নত হওয়ায় গ্রামীণ অর্থনীতিতে এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। বদলে যাচ্ছে গ্রামীণ জীবনমান। তিনি দারিদ্র্য বিমোচনে এলজিইডিকে আরও নিবিড়ভাবে কাজ করার পরামর্শ দেন।

সভায় সভাপতির বক্তব্যে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ খলিলুর রহমান জানান, প্রায় ১৩ হাজার জনবল নিয়ে এলজিইডি দেশব্যাপী উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে এলজিইডিতে ১৫২টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান। তিনি কাজের গুণগত মান বজায় রেখে নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের ওপর জোর দেন। সভা শেষে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ এলজিইডির আইসিটি ইউনিট, মিডিয়া সেন্টার, কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি এবং ডিজাইন ইউনিট ঘুরে দেখেন।

অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

ড্যানিশ রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশে নিযুক্ত ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত উইনি এস্ট্রাপ পিটারসেন ৩ ডিসেম্বর ২০১৮ এলজিইডি সদর দপ্তর পরিদর্শন করেন এ সময় তিনি অনুষ্ঠিত এক পর্যালোচনা সভায় জলবায়ু অভিঘাতসহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনা করেন। এ সময় তিনি এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং আইসিটি ও কোয়ালিটি কন্ট্রোল ইউনিট পরিদর্শন করেন। ডেনিশ রাষ্ট্রদূত এলজিইডির কার্যক্রম দেখে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, ডেনমার্ক সরকার বাংলাদেশের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা অব্যাহত রাখতে আগ্রহী। এছাড়াও ডেনিশ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ডানিডা এর সহযোগিতায় এলজিইডি আরও কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

ড. শামসুল আলম (সিনিয়র সচিব), সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন ১৬ আগস্ট ২০১৮ এলজিইডি সদর দপ্তরে ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ ওপর অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন এটি ১০০ বছর মেয়াদী সমন্বিত ও সুসংহত মহাপরিকল্পনা। এ মহা পরিকল্পনার বাস্তবায়ন বাংলাদেশের পানি, খাদ্য নিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত, পরিবেশ, অর্থনীতিক উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন নিশ্চিত করবে।

স্টেফান কোহ্‌লার বাংলাদেশ কান্ট্রি ডিরেক্টর, ইউনাইটেড নেশনস্ অফিস ফর প্রজেক্ট সার্ভিসেস (ইউএনঅপএস) গত ১৬ জুলাই ২০১৮ এলজিইডিতে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্ট প্রোগ্রাম (এলজিইডি অংশ) ইনসেপশন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, ইউএনঅপস বাংলাদেশ সরকারকে টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নে কারিগরি সহয়তা প্রদান করছে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে পৃথিবীব্যাপী যেসব ফলপ্রসূ অভিজ্ঞতা রয়েছে তা কাজে লাগানো হবে।

ড. এম. শামীম জেড. বসুনিয়া সাবেক অধ্যাপক পুরকৌশল বিভাগ, বুয়েট ও প্রফেসর ইমেরিটাস ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক গত ৩ জুলাই ২০১৮ এলজিইডি সদর দপ্তরে অবকাঠামো উন্নয়নে কংক্রিটের ব্যবহার: আগামীর ভাবনা শীর্ষক কর্মশালায় উল্লেখ করেন, এলজিইডকে কংক্রিট ব্যবহারে সতর্কতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। মানসম্মত কংক্রিট অবকাঠামোকে নিরাপদ ও টেকসই করে।

এলজিইডির ৩টি প্রকল্পের পুরস্কার লাভ

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক এর অর্থায়নে দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহ তথা বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, ভূটান ও শ্রীলংকা এবং ইন্দোনেশিয়ায় বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্মসম্পাদনের ভিত্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী টিম নিয়ে ‘গুড পারফরমেন্স ফোরাম’ গঠন করা হয়। এই ফোরামের আয়োজনে এডিবি গত ২৪ ও ২৫ জুলাই ২০১৯ বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে দুদিন ব্যাপী সেমিনার আয়োজন করে। সেমিনারে বাংলাদেশে এডিবি সহয়তাপুষ্ট প্রকল্পসমূহের মধ্যে কর্মসম্পাদনে শ্রেষ্ঠ একাধিক প্রকল্পকে পুরস্কৃত করা হয়। এর মধ্যে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের তিনটি প্রকল্প ‘গুড প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ফোরাম এ্যাওয়ার্ড’ অর্জন করে।

সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি ও এডিবি, বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের কান্ট্রি ডিরেক্টর মনমোহন প্রকাশ

অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি। তিনি বাংলাদেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রকল্পে বিনিয়োগের জন্য এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, অপরিকল্পিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশের উন্নয়নের বড় বাধা। বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দরকার একটি মহাপরিকল্পনা। তিনি নদ-নদী রক্ষায় উন্নয়ন সহযোগীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কাজ করে যাচ্ছেন উল্লেখ করে মাননীয় মন্ত্রী বলেন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে সহযোগিতার সম্পর্ক জোরদার করা জরুরি।

স্বাগত বক্তব্যে এডিবির কান্ট্রি ডিরেক্টর মনমোহন প্রকাশ বলেন, বাংলাদেশ এখন এশিয়ার অন্যতম সেরা উদীয়মান শক্তি। এশিয়ার গড় প্রবৃদ্ধি যেখানে ৫ শতাংশের একটু বেশি, সেখানে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ৮.১ শতাংশ। রফতানি বাণিজ্যে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের কাছে পরিচিত। পোশাক রফতানিতে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে দ্বিতীয়। এছাড়া সবজি রফতানিতে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। ৯৮ শতাংশের বেশি শিশু এখন স্কুলে যায়। একটি দারিদ্র্যপ্রবণ দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ হয়েছে মাত্র এক দশকে।

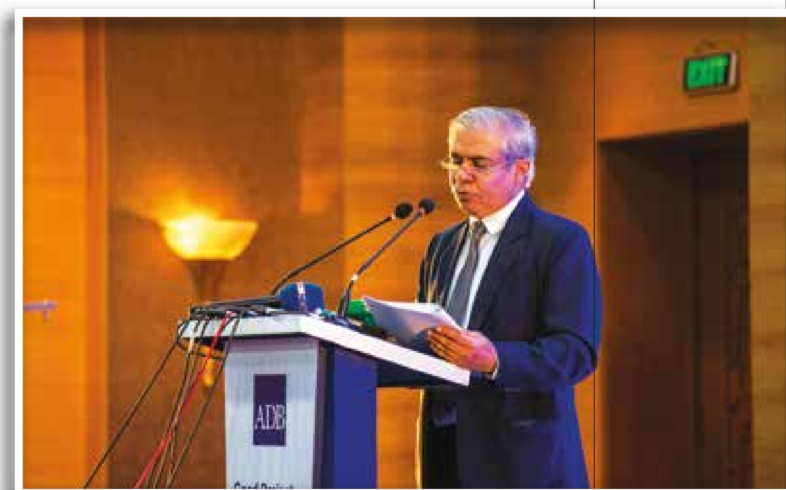

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের কান্ট্রি ডিরেক্টর মনমোহন প্রকাশ

অনুষ্ঠানে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সচিব মনোয়ার আহমেদ বলেন, ২৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করে এডিবি বাংলাদেশে দারিদ্র্য নিরসনে ভূমিকা রেখেছে। তিনি বাংলাদেশের উন্নয়নে এডিবির নিরবচ্ছিন্ন সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অনুষ্ঠানের বিভিন্ন সেশনে প্রকল্প পরিচালকগণ প্রকল্প বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। ভূটান, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, নেপাল ও শ্রীলংকা ও বাংলাদেশের প্রকল্প বাস্তবায়নে বিষয়ভিত্তিক সফলতার কাহিনী (সাকসেস স্টোরি) তুলে ধরা হয়।

২৫ জুলাই ২০১৯, সমাপনী দিনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, এমপি। তিনি বলেন, ২০৩৪ সালে বাংলাদেশের জাতীয় বাজেট হবে প্রায় এক ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। এটি একটি স্বপ্ন এবং এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমাদেরকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ এখন বিশ্বে ৩২তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বে ২৪তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ হবে। তবে বাংলাদেশকে ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নয়নশীল দেশ হতে হবে।

এখন ভারত, ব্রাজিল, চীন, রাশিয়া, মালয়েশিয়া এবং ফিলিপাইনের মতো আমাদেরকেও এগিয়ে যেতে হবে।

মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাংলাদেশে এডিবির অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নে সফলতার জন্য বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। উল্লেখ্য, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) (ইউজিআইআইপি-৩) প্রকল্পটি ‘জেন্ডার মেইনস্ট্রিমিং’ ক্যাটাগরিতে প্রথম স্থান অর্জন করে। ‘সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড রিসেটেলমেন্ট’ ক্যাটাগরিতে চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-২ ও ইউজিআইআইপি-৩ যৌথভাবে রানার্সআপ হয়। এছাড়াও কোস্টাল টাউন্স এনভায়রনমেন্টাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট প্রকিউরমেন্ট ক্যাটাগরিতে রানার্সআপ পুরস্কার লাভ করে।

সেমিনারের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল এমপি

জেন্ডার মেইনস্ট্রিমিং ক্যাটাগরিতে প্রথমস্থান অর্জনকারী তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) (ইউজিআইআইপি-৩) প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোঃ রেজাউল ইসলাম মাননীয় অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, এমপি মহোদয়ের কাছ থেকে সম্মাননা ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন

সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড রিসেটেলমেন্ট ক্যাটাগরিতে রানার্সআপ এর পুরস্কার গ্রহণ করছেন যৌথভাবে চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-২ এর প্রকল্প পরিচালক মোঃ নুরুল কাদির এবং ইউজিআইআইপি-৩ এর প্রকল্প পরিচালক মোঃ রেজাউল ইসলাম

মাননীয় অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল এমপি মহোদয়ের কাছ থেকে প্রকিউরমেন্ট ক্যাটাগরিতে রানার্সআপ এর পুরস্কার গ্রহণ করছেন কোস্টাল টাউন্স এনভায়রনমেন্টাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট এর প্রকল্প পরিচালক মোঃ আনোয়ার হোসেন

রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র অভিগমন সড়ক

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ক: ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পের তালিকা
পরিশিষ্ট খ: ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা
পরিশিষ্ট গ: ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পের তালিকা
পরিশিষ্ট ঘ: ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অনুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা
পরিশিষ্ট ঙ: বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরিতে যারা সহযোগিতা করেছেন
পরিশিষ্ট চ: কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

পরিশিষ্ট ক

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পের তালিকা

লক্ষ টাকা

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
	সেক্টরঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান				
	বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়ন (জিওবি)				
১	বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)	২১২৬১.০০	২১২৬১.০০	১০০	১০০
২	ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়নঃ বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা) (২য় সংশোধিত)	১৩৭০.০০	১৩৩৮.৪১	১০০	৯৭.৬৯
৩	উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)	১৪৫০০.০০	১৪৪৯৭.৪২	১০০	৯৯.৯৮
৪	বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (৩য় সংশোধিত)	২১৬১০.০০	২১২৯৫.৩৬	৯৯.৮০	৯৮.৫৪
৫	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর ঢাকা, টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	৪৬৫৭.০০	৪৬০৪.৬১	১০০	৯৮.৮৮
৬	বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন (যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা) শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	৩৮০০.০০	৩৭৩১.৩৮	৯৮.২০	৯৮.১৯
৭	উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	১৪৫০০.০০	১৪৪৪৯.৭৫	১০০	৯৯.৬৫
৮	পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলাধীন ভাঙ্গুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন। (২য় সংশোধিত)	১৫০০.০০	১৪৯৯.৯১	১০০	৯৯.৯৯
৯	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)	৮০০০.০০	৭৯৯৬.৬৫	১০০	৯৯.৯৬
১০	বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা) (২য় সংশোধিত)	৯৭৫৮.০০	৯৪৮৭.৬৮	১০০	৯৭.২৩
১১	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	৫৮৫০.০০	৫২৮৪.১৮	৯৫	৯০.৩৩
১২	বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	১১০০০.০০	১০৯৮৮.৮৮	১০০	৯৯.৯০
১৩	বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (২য় সংশোধিত)	৭৯০৮.০০	৭৯০৩.৯২	১০০	৯৯.৯৫
১৪	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিটার দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত প্রি-স্ট্রেসড গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	২৮০০.০০	২৭৯৯.৯২	১০০	১০০
১৫	রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৩৯৯৪.০০	৩৮৪০.২৪	১০০	৯৬.১৫

পরিশিষ্ট ক

লক্ষ টাকা

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
১৬	বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	৭০০০.০০	৬৯৯৭.৪৭	১০০	৯৯.৯৬
১৭	জামালপুর জেলার বক্সীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ৪টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	১৩০০.০০	১২৩০.১৮	১০০	৯৪.৬৩
১৮	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুর জেলা) (২য় সংশোধিত)	১৩০০০.০০	১২৯৯৭.৬২	১০০	৯৯.৯৮
১৯	গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৫০০০.০০	৪৯৯৮.২৩	১০০	৯৯.৯৬
২০	অগ্রাধিকারভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (১ম সংশোধিত)	১৬০০০০.০০	১৬০০০০.০০	১০০	১০০
২১	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: পার্বত্য চট্টগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১২০০০.০০	১২০০০.০০	১০০	১০০
২২	বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৬০০০.০০	৫৯৯৯.৯৩	১০০	১০০
২৩	বৃহত্তর পাবনা-বগুড়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১৪০০০.০০	১৪০০০.০০	১০০	১০০
২৪	মেহেরপুর জেলার আমঝুপি হতে কেদারগঞ্জ বাইপাস সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১১১.০০	১১০.৬০	১০০	৯৯.৬৪
২৫	কিশোরগঞ্জ জেলাধীন কুলিয়ারচর ও ভৈরব উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৪৫০.০০	৪৪৯.৫৫	১০০	৯৯.৯০
২৬	গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১১১০০.০০	১১০৯৭.০৬	১০০	৯৯.৯৭
২৭	পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার (বিলুপ্ত ছিটমহল) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৪৭০০.০০	৪৬৯৭.১৫	১০০	৯৯.৯৪
২৮	বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (১ম সংশোধিত)	৮৫০০.০০	৮৪৯৯.৯৬	১০০	১০০
২৯	পটুয়াখালী জেলার অন্তর্গত গলাচিপা ও দশমিনা উপজেলার পল্লী সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	৭২০.০০	৬৭৩.৪৪	১০০	৯৩.৫৩
৩০	কিশোরগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১৩০০০.০০	১২৯৯৭.৩৮	১০০	৯৯.৯৮
৩১	জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৯৯.০০	৯৮.৩৯	১০০	৯৯.৩৮
৩২	কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া ও বুড়িচং উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৬৩৫.০০	৬৩৪.৭৩	১০০	৯৯.৯৬

পরিশিষ্ট ক

লক্ষ টাকা

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
৩৩	ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১৫৮৯০.০০	১৫৪৮৮.০০	১০০	৯৯.৯৯
৩৪	বরিশাল জেলার গৌরনদী ও আগৈলঝরা উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	৩৯৮.০০	৩৯৮.০০	১০০	১০০
৩৫	জামালপুর জেলাধীন ইসলামপুর উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৩০৫.০০	২৭৭.৯৯	১০০	৯১.১৪
৩৬	রূপগঞ্জ জলসিড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ	৪৯০.৯০	৪৯০.৯০	১০০	১০০
৩৭	জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	১১৫০০.০০	১১৪৯৭.৩৫	১০০	৯৯.৯৮
৩৮	কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	২০০০.০০	১৯৯৯.৯৯	১০০	১০০
৩৯	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলা, সুনামগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১৪০০.০০	১৩৯৯.৯৪	১০০	৯৯.৯৯
৪০	মুন্সীগঞ্জ জেলার সদর এবং গজারিয়া উপজেলায় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	২১১০.০০	২১০০.০০	১০০	৯৯.৫৩
৪১	চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন গন্ডামারা ব্রিজ হতে গন্ডামারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৫০০.০০	৪৯৬.৫৩	১০০	৯৯.৩১
৪২	রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাধীন গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প	৪১.০০	৩৮.২৯	১০০	৯৩.৩৯
৪৩	লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পূন্যস্নান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	১০০০.০০	৯৯৮.৮৭	১০০	৯৯.৮৯
৪৪	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: ভোলা জেলা শীর্ষক প্রকল্প	১২০০০.০০	১১৯৮৬.২১	১০০	৯৯.৮৯
৪৫	পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প	১৮৪৮৮.০০	১৮৪৮৬.৮৪	১০০	৯৯.৯৯
৪৬	খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	৩১০০০.০০	৩০৯৯৪.৩৮	১০০	৯৯.৯৮
৪৭	নেত্রকোণা জেলাধীন আটপাড়া ও মোহনগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	১২০০.০০	১২০০.০০	১০০	১০০
৪৮	ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	৯৬৫.০০	৯২০.৬৯	১০০	৯৫.৪১
৪৯	সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৯৮৫.০০	৯৭২.১২	১০০	৯৮.৬৯
৫০	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক ও ব্রিজ/কালভার্ট উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১২০০.০০	১১৯৯.৩১	১০০	৯৯.৯৪

লক্ষ টাকা

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
৫১	সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১০২৬.০০	১০১৫.২৫	১০০	৯৮.৯৫
৫২	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: নোয়াখালী জেলার নোয়াখালী সদর, কোম্পানীগঞ্জ ও কবিরহাট উপজেলা প্রকল্প	১৪১৫.০০	১৪১৪.৯৯	১০০	৯৯.৯৯
৫৩	বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (১ম সংশোধিত)	১১৭১৩.০০	১১৭১২.২৯	১০০	৯৯.৯৯
৫৪	কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১১৯৫.০০	১১৯৪.৯৯	১০০	৯৯.৯৯
৫৫	সর্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	২৮০০০.০০	২৮০০০.০০	১০০	১০০
৫৬	পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক ব্যয় বিভাজন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	২০০০.০০	২০০০.০০	১০০	১০০
৫৭	বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	১৪০০০.০০	১৩৯৯৪.৬৩	১০০	৯৯.৯৬
৫৮	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	১২২০০.০০	১২১৯৭.৬৮	১০০	৯৯.৯৮
৫৯	ঢাকা জেলার কেরাণীগঞ্জ উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	১৭০০.০০	১৬৯৭.৩৮	১০০	৯৯.৮৫
৬০	চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	১০৫৫.০০	১০৪৮.৫২	১০০	৯৯.৩৯
৬১	বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩	১৪২৬৩.০০	১৪২১৭.২৯	১০০	৯৯.৬৮
৬২	দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	১২২০.০০	১২১৭.২০	১০০	৯৯.৭৭
৬৩	সুনামগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার হাওর অঞ্চলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত রাস্তা ও সেতু নির্মাণ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প	১১৩৮.০০	১০৫৪.৪০	১০০	৯২.৬৫
৬৪	মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	২০৩৮০.০০	২০৩০১.২৩	১০০	৯৯.৬১
৬৫	গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, ঝালকাঠী, পিরোজপুর জেলা	১৯৭৮৩.৭২	১৯৭৮৩.৭২	১০০	১০০
৬৬	সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	৬৫০০.০০	৬৪৯৮.৯৩	১০০	৯৯.৯৮
৬৭	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	৪৬০০.০০	৪৫৯৫.১৫	১০০	৯৯.৮৯
৬৮	ময়মনসিংহ অঞ্চলের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	২৩০০০.০০	২২৯৯৫.৮৬	১০০	৯৯.৯৮
৬৯	রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	৫০১৭১.০০	৫০১৫৪.২০	১০০	৯৯.৯৭

পরিশিষ্ট ক

লক্ষ টাকা

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
৭০	রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	৩১০০০.০০	৩০৯৯৯.৮০	১০০	৯৯.৯৯
৭১	উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	৮০০.০০	৭৮৭.৭৯	১০০	৯৮.৪৭
৭২	বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩	৫০০০.০০	৪৯৭১.৪৫	১০০	৯৯.৪৩
৭৩	বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩	১৫০৯৮.০০	১৫০৯৭.৭২	১০০	৯৯.৯৯
৭৪	কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	৯০০.০০	৮৯৯.৯৯	১০০	১০০
৭৫	বন্যা ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লি সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প	৭০০০০.০০	৬৯৮৭৩.৮৫	১০০	৯৯.৮২
৭৬	দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রিজ পুনর্নির্মাণ/ পুনর্বাসন প্রকল্প	৪০০০.০০	৩৯৯৮.১৩	১০০	৯৯.৯৫
৭৭	মাগুরা জেলার সদর ও শ্রীপুর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	২২০০.০০	২১৯৯.৯৮	১০০	১০০
৭৮	ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা, সদরপুর ও চরভদ্রাসন উপজেলায় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	৬১০.০০	৬০৯.৮৯	১০০	৯৯.৯৮
৭৯	পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্প	১০০.০০	৭৮.৩৭	১০০	৭৮.৩৭
৮০	খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	৩০০.০০	২৮৬.০৪	১০০	৯৫.৩৫
৮১	যশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	৫০০.০০	৪৯৯.৯৮	১০০	১০০
৮২	বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	৬০০.০০	৫৯৯.৮৬	১০০	৯৯.৯৮
৮৩	গ্রাম সড়ক পুনর্বাসিন প্রকল্প	১৩৬৮০.০০	১৩৬৭৯.৮৮	১০০	৯৯.৯৯
৮৪	বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪	৭৮.০০	৬৩.৮৩	১০০	৮১.৮৩
৮৫	তিন পার্বত্য জেলায় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প	১২০.০০	১১৯.৯৫	১০০	৯৯.৯৬
৮৬	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, সুনামগঞ্জ জেলা (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প	২৫.০০	২৪.৪৮	১০০	৯৭.৯২
৮৭	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণকেন্দ্র এবং বিভাগীয় প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা প্রকল্প)	৪৪১.০০	২৭৭.১৬	৭০	৬২.৮৫
৮৮	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলা প্রকল্প	১০০.০০	৯৯.৯৯	১০০	৯৯.৯৯
৮৯	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প	২১.০০	১৯.১৪	১০০	৯১.১৪

লক্ষ টাকা

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
৯০	এলজিইডির মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	১.০০	১.০০	১০০	১০০
৯১	সোনাগাজী ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প	২.০০	০.০০	০	০
৯২	নরসিংদী সদর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১৫০০.০০	১৪৯৯.৯৭	১০০	৯৯.৯৯
	বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীর যৌথ অর্থায়ন প্রকল্প				
৯৩	হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	৬৩০০.০০	৫৯৩০.২৭	৭৬	৯৪.১৩
৯৪	রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ (আরটিআইপি-২) (২য় সংশোধিত)	৩৩০০০.০০	৩২৭০৪.০৮	৯৯.৪৫	৯৯.১০
৯৫	কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)	১৯০০০.০০	১৮৯৯৪.৮৩	১০০	৯৯.৯৭
৯৬	নর্দার্ন বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০	১০০	১০০
৯৭	বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি (১ম সংশোধিত)	৩৩১০.০০	৩২৮৪.৮৫	১০০	৯৯.২৪
৯৮	গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেডকোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর ওপর ১৪৯০ মি. দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৬০০.০০	৫৯৯.৭৯	১০০	৯৯.৯৬
৯৯	হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৯০০০.০০	৮৯৬৯.৯০	১০০	৯৯.৬৭
১০০	বহুমুখী দুযোর্গ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প	৫৩৫৩৯.০০	৫৩২৮৩.৫৮	৯৯.৮৫	৯৯.৫২
১০১	সিলেট বিভাগ গ্রামীণ অ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প	৩৩০০.০০	৩১০৭	৯৪.১৫	৯৪.১৫
১০২	জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প	৩৭০০.০০	৩২৪৮.৯২	৯২	৮৭.৮১
১০৩	জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প	৪১৬.০০	৩৯৯.৮৩	১০০	৯৬.১১
১০৪	অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প	১৪১৭.৩৮	১৩৬২.২২	৯৮	৯৬.১১
১০৫	রুরাল কানেকটিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট	৩০০০.০০	২৩৯৪.৮৮	১০০	৭৯.৮৩
১০৬	প্রোগ্রাম ফর সাপোটিং রুরাল ব্রিজেস	১৬৭৯.০০	১৫৬৪.৪৭	৯৭	৯৩.১৮
১০৭	বাংলাদেশ: ইমার্জেন্সি এসিসট্যান্স প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ)	২২৬০.০০	২২৪৭.১১	১০০	৯৯.৪৩
১০৮	ইমার্জেন্সি মাল্টিসেক্টর রোহিঙ্গা ক্রাইসিস রেসপন্স প্রজেক্ট (বিশ্বব্যাংক)	১৯৩০.০০	১২৯.৮৫	১১	৬.৭৩
১০৯	ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ)	৩৫.০০	২৯.৯০	৮৫.৫০	৮৫.৪৩

পরিশিষ্ট ক

লক্ষ টাকা

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
	সেক্টর: ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন				
	বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়ন (জিওবি)				
১১০	গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩য় সংশোধিত)	৬২৫৭.০০	৬২৫৫.৯৬	১০০	৯৯.৯৮
১১১	গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত)	৫৫৬২.০০	৫৫৬১.৭৪	১০০	১০০
১১২	ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৩৫৫০.০০	৩৫৪৯.৯১	১০০	৯৯.৯৯
১১৩	বেনাপোল পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	৪৭৮.০০	৪৭৮.০০	১০০	১০০
১১৪	জামালাপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১০০০.০০	৯৯৯.৯৭	১০০	৯৯.৯৯
১১৫	জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতি কেন্দ্র উন্নয়ন	৩৫০০.০০	৩৪৯৯.৭১	৯৯.৯৯	৯৯.৯৯
১১৬	গোপালগঞ্জ পৌরসভা ড্রেইনেজ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১৬৯.০০	১৬৯	১০০	১০০
১১৭	বাউফল পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৩০০.০০	৩০০	১০০	১০০
১১৮	চৌমুহনী পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৮৮৮.০০	৮৫৮.৫৮	৯৮.৭০	৯৬.৬৯
১১৯	গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন প্রকল্প	৬০০.০০	১৬৮.৭৫	৩৫	২৮.১৩
১২০	নাঙ্গলকোট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১৪২৬.০০	১৪২৫.৯৯	১০০	১০০
১২১	লালমোহন পৌরসভা ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৮৫১.০০	৮৫১	১০০	১০০
১২২	সিরাজগঞ্জ পৌরসভা কাটাখাল উন্নয়ন ও পার্শ্ববর্তী স্থানের সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৭০০.০০	৭০০	১০০	১০০
১২৩	কাজিপুর পৌরসভা পৌর অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রকল্প	৫৩৮.০০	৫৩৮	১০০	১০০
১২৪	সিরাজগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্প	১৭২২.০০	১৭২২	১০০	১০০
১২৫	নোয়াখালী, কবিরহাট, বসুরহাট ও ছাগলনাইয়া পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	৩১২৫.০০	৩০৩৫.৬০	১০০	৯৭.১৪
১২৬	নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	২০০০.০০	১৯৯৯.৫৯	৯৯.৯৮	৯৯.৯৮
১২৭	কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্প	১.০০	০.০০	০	০

লক্ষ টাকা

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
১২৮	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারাঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প	৮.০০	৭.৯৭	১০০	৯৯.৬৩
১২৯	শিবগঞ্জ পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	১০০০.০০	১০০০	১০০	১০০
১৩০	কুয়াকাটা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	৫০০.০০	৪৯৫.৬৮	৯৯.৬২	৯৯.১৪
১৩১	চরফ্যাশন পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	৩০০.০০	৩০০	১০০	১০০
১৩২	চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহনন্দা নদীর 'শেখ হাসিনা' সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প	২.০০	১.৯৮	১০০	৯৯
১৩৩	টাঙ্গাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	৫০০.০০	৪৯৯.৭৬	৯৯.৯৫	৯৯.৯৫
১৩৪	পটুয়াখালী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	২০০.০০	১৯৯.৮০	১০০	৯৯.৯০
১৩৫	কুমিল্লা জেলার ৫টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প)	২০০.০০	১৯৯.৮২	১০০	৯৯.৯১
১৩৬	ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প	১০.০০	৯.২৯	১০০	৯২.৯০
১৩৭	গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	২৯৮৪৭.০০	২৯৮৪৭.০০	১০০	১০০
১৩৮	জামালপুর জেলার ৮টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	২০০০.০০	১৯৯৯.৮৮	৯৯.৯৯	৯৯.৯৯
১৩৯	উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	৭০০.০০	৬৯৮.৫৮	১০০	৯৯.৮০
	বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীর যৌথ অর্থায়ন প্রকল্প				
১৪০	নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	৭৯৬০.০০	৭৯৫৯.৫২	১০০	৯৯.৯৯
১৪১	উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	২১২০০.০০	২১১৯৯.১২	১০০	৯৯.৯৯
১৪২	মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)	৪২৯৩৫.০০	৪২৮৯০.০৫	১০০	৯৯.৯০
১৪৩	তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৬৮৪০০.০০	৬৮৩৯৯.৯৮	১০০	১০০
১৪৪	সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট	৪৯১৮৮.০০	৪৯১৮৬.৪৬	১০০	১০০
১৪৫	দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প	৭৭.০০	৭৭.০০	১০০	১০০
১৪৬	নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	১১৬.০০	১১৪.৮১	১০০	৯৮.৯৭
	কারিগরি সহায়তা প্রকল্প				
১৪৭	টেকনিক্যাল এসিসট্যান্ট প্রজেক্ট প্রোপোজাল ফর প্রজেক্ট ডিজাইন এডভান্স (পিডিএ) ফর সিটি রিজিয়ন ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম	১০১৭.০০	১০১৭.০০	১০০	১০০

পরিশিষ্ট ক

লক্ষ টাকা

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
	সেক্টরঃ কৃষি (সাব সেক্টর-সেচ)				
	বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়ন (জিওবি)				
১৪৮	টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প)	৬১০০.০০	৫৬৮৩.৫৫	৯৫.৮০	৯৩.১৭
১৪৯	সারা দেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প	১৯০০.০০	১৮৯৯.৪৯	১০০	৯৯.৯৭
	বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীর যৌথ অর্থায়ন প্রকল্প				
১৫০	অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)	১৭০০.০০	১৫৩৫.৫১	১০০	৯০.৩২
১৫১	ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	৭৩০০.০০	৭১৩২.২০	৯৮.৪৫	৯৭.৭০
	কারিগরি সহায়তা প্রকল্প (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়)				
১৫২	ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্ট প্রোগ্রাম (এলজিইডি পার্ট) কারিগরি সহায়তা শীর্ষক প্রকল্প (এনআরপি)।	৬১২.০০	৬০৭.৪৮	১০০	৯৯.২৬

পরিশিষ্ট গ

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পের তালিকা

(লক্ষ টাকা)

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
	কৃষি মন্ত্রণালয়				
০১	বাংলাদেশ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে চাষিদের জন্য কৃষি সহায়তা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	২৩৩৪.০০	২১২৩.৩৭	৯১	৯০.৯৮
	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়				
০২	চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (২য় সংশোধিত)	৪০৭.০০	২৮৮.০০	৯৮	৭০.৭৬
	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়				
০৩	উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১৪০০০.০০	১৩৯৩০.৬০	১০০	৯৯.৫০
০৪	মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মাণ প্রকল্প	২৫০০.০০	২৪১৯.০১	১০০	৯৬.৭৬
০৫	মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি স্থাপনাসমূহ সংরক্ষণ ও পুনর্নির্মাণ	১৫৫০.০০	১৪৯৯.৩২	৯৯	৯৬.৭৩
	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়				
০৬	পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন ২য় পর্যায় (রুরাল রোডস কম্পোনেন্ট) শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	৬৫০০.০০	৬৩৭৭.১৮	১০০	৯৮.১১
	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়				
০৭	গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)	৯৭৩৮.৭৭	৯৭৩৭.৮০	১০০	৯৯.৯৯
	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়				
০৮	কনস্ট্রাকশন অব খুলনা কোল বেইজড পাওয়ার প্ল্যান্ট কানেক্টিং রোড (২য় সংশোধিত)	৯৫০০.০০	৯৪৩০.৩৭	১০০	৯৯.২৭
	পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও বন মন্ত্রণালয় (ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিট) জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড				
০৯	পিরোজপুর জেলার ভাণ্ডারিয়া, কাউখালী ও জিয়ানগর উপজেলাধীন জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে দুর্যোগ সহনীয় গৃহনির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	১৭৫.০০	০.০০	৭২	০
১০	পিরোজপুর জেলায় দুর্যোগ সহিষ্ণু গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প	৩৫৬.২৫	০.০০	৮৪.২৬	০
১১	চট্টগ্রাম জেলার ফ্লাশফ্লাড এলাকায় জলবায়ু সহনশীল সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন (রাঙ্গুনিয়া ও বোয়ালখালি উপজেলা) শীর্ষক প্রকল্প	১৯০.৫৭	১৮.০০	৭৫	৯.৪৫
১২	খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব সহিষ্ণু গ্রামীণ যোগাযোগ অবকাঠামো কাম বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প	৫০.০০	২৫.০০	৫০	৫০.০০
১৩	নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় রোয়ানুতে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক মেরামত/উন্নয়ন প্রকল্প	৪৯৪.০০	২৪৬.৫০	১০০	৪৯.৯০
১৪	চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া উপজেলায় ঘূর্ণিঝড় কোমেনের প্রভাবে সংঘটিত বন্যা ও ফ্লাশফ্লাডে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক ও সেতু সংস্কার ও উন্নয়ন প্রকল্প	৩৭০.৭৭	১২০.৩০	৭০	৩২.৪৫
১৫	মাদারীপুর সদর উপজেলাধীন সাইক্লোনপ্রবণ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	৪৮৯.২০	১২২.১০	৭৮.০৪	২৪.৯৬

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
১৬	মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলাধীন সাইক্লোন প্রবণ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	৪৮৩.৪২	১২০.৭৫	৮৭.৪৯	২৪.৯৮
১৭	জলবায়ু প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত উপকূলীয় অঞ্চলে জনস্বার্থে প্রশস্থসহ টেকসই সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প	৪৯৯.০০	২৪৯.৫০	১০০	৫০.০০
১৮	বরিশাল জেলার গৌরনদী, আগৈলঝড়া ও বানারিপাড়া উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তন সহনীয় গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প	৩০০.০০	৭৫.০০	১০০	২৫.০০
১৯	ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা উপজেলাধীন জলবায়ু পরিবর্তন সহনীয় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প	২০০.০০	০.০০	১০	০
২০	বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ ও মুলাদী উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সহিষ্ণু গ্রামীণ যোগযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প	১৯৩.০০	৪৮.২৫	৭৫	২৫.০০
২১	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় পিরোজপুর জেলাধীন ভান্ডারিয়া উপজেলায় দুর্যোগ সহিষ্ণু গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	৪৭৫.০০	১১৮.৭৫	৫০	২৫.০০
২২	পিরোজপুর জেলাধীন ভান্ডারিয়া, কাউখালী ও ইন্দুরকানি উপজেলায় সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প	৪৯৯.০০	১২৪.৭৫	৫০	২৫.০০
২৩	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে লালমোহন উপজেলায় সিডর ও আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প	১০০.০০	০	১০০	০
২৪	পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলায় আলাউদ্দিন আহমেদ প্রি-ক্যাডেট স্কুল ও গালর্স কলেজ কাম-সাইক্লোন শেল্টার প্রকল্প	৩৫৩.০০	৮৮.২৫	৫৫	২৫.০০
২৫	বরিশাল জেলার বানারিপাড়া ও উজিরপুর উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	২০০.০০	৫০.০০	৮৫	২৫.০০
২৬	পিরোজপুর জেলা কাউখালী উপজেলায় ১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কাম সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ প্রকল্প	৪০০.০০	১০০.০০	৪০	২৫.০০
২৭	জলাবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় পিরোজপুর জেলায় দুর্যোগ সহিষ্ণু গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (৩য় পর্যায়) প্রকল্প	৪০০.০০	১০০.০০	৫০	২৫.০০
	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ				
২৮	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বাপার্ড) প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৪০০০.০০	৩১০০.০০	৭৯	৭৭.৫০
	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়				
২৯	পিটিআই বিহীন ১২টি জেলা সদরে পিটিআই স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	৩৯৮.৪৮	৩৮৬.৫৫	১০০	৯৭.০১
৩০	চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)	১১৯০০৬.৪৭	১১৮৪১৯.২৮	১০০	৯৯.৫১
৩১	চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন (১ম পর্যায়)	১১৯৯১২.৭৮	১১৭২৪২.১৪	১০০	৯৭.৭৭
৩২	চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪)	৪৩৭.০০	৩২০.৫২	১০০	৭৩.৩৫

পরিশিষ্ট-ঘ

২০১৮-১৯ অর্থবছরে অনুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা

(লক্ষ টাকা)

ক্রম	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মোট প্রকল্প ব্যয়	প্রকল্প সাহায্য	উন্নয়ন সহযোগী
	সেক্টর ঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান			
	বিনিয়োগ প্রকল্প			
০১	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণকেন্দ্র এবং বিভাগীয় প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা প্রকল্প (জুলাই ২০১৮ - ডিসেম্বর ২০১৮)	৪৪১.০০		
০২	অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই ২০১৮ - ডিসেম্বর ২০২৪)	৭৫৭৬৮.০০	৫২৮৯০.০০	IFAD
০৩	পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর ওপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্প (জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২০)	১০২০০.০০		
০৪	গ্রামীণ সড়কে সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি (সেপ্টেম্বর ২০১৮ - আগস্ট ২০২৩)	৪৯৭১০০.০০	১৫২৫৪০.০০	WB
০৫	রুরাল কানেকটিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২৩)	৩৬৬৭৪২.০০	২৩৫২০০.০০	ADB
০৬	বাংলাদেশ: ইমার্জেন্সি এসিসট্যান্স প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ) (জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২০)	২৯৭৩০.০০	২৪৬৪০.০০	ADB
০৭	খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২৩)	৯৩৭৯২.০০		
০৮	যশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২২)	৯৫২২৫.০০		
০৯	ইমার্জেন্সি মাল্টি-সেক্টর রোহিঙ্গা ক্রাইসিস রেসপন্স প্রজেক্ট (বিশ্বব্যাংক) (ডিসেম্বর ২০১৮ - নভেম্বর ২০২১)	৭৯৩১১.০০	৭৯৮০১.০০	WB
১০	বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৯ - ডিসেম্বর ২০২৩)	৯৪৯.৬৫.০০		
১১	ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ) (অক্টোবর ২০১৮ - জুন ২০২২)	২২৫০০.০০	১৭৩৯৮.৫৫	JICA
১২	গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প (নভেম্বর ২০১৮ - জুন ২০২১)	৩৫১৬০০.০০		
১৩	বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (সেপ্টেম্বর ২০১৮ - জুন ২০২২)	৭৯৭৪৮.০০		
১৪	তিন পার্বত্য জেলায় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২৩)	৭৪৯১০.০০		
১৫	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, সুনামগঞ্জ জেলা (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প (নভেম্বর ২০১৮ - জুন ২০২১)	৪৩৩২.০০		
১৬	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (মার্চ ২০১৯ - ফেব্রুয়ারি ২০২৪)	১৯৮৩০৭.০০		
১৭	এলজিইডির মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (মার্চ ২০১৯ - ডিসেম্বর ২০২৩)	৪৯৫০.০০		
১৮	সোনাগাজী ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে নদীর ওপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২২)	৬৬২৮৮.০০		

পরিশিষ্ট-ঘ

(লক্ষ টাকা)

ক্রম	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মোট প্রকল্প ব্যয়	প্রকল্প সাহায্য	উন্নয়ন সহযোগী
	কারিগরি সহায়তা প্রকল্প			
১৯	ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্ট প্রোগ্রাম (এলজিইডি পার্ট) কারিগরি সহায়তা শীর্ষক প্রকল্প (এনআরপি) (জানুয়ারি ২০১৮ - মার্চ ২০২১)	২৬৩৪.৮৫	২৩৬১.৮৫	DFID & SIDA
	সেক্টর: ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন			
	বিনিয়োগ প্রকল্প			
২০	কুয়াকাটা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)	৪৩৮০.০০		
২১	চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহানন্দা নদীর ‘শেখ হাসিনা’ সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২১)	২৫৫৪৬.০০		
২২	জামালপুর জেলার ৮টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২২)	৬১২৮৬.০০		
২৩	উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২২)	১৪১৪০০.০০		
২৪	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারাঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর কদমরসুল ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২২)	৫৯০৭৫.০০		
২৫	দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (সিআরডিপি-২) (জানুয়ারি ২০১৯ - জুন ২০২৪)	১৮৬৭০০.০০	১২৫৬২৫.০	ADB
২৬	পটুয়াখালী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২১)	৪৫৫০.০০		
২৭	টাঙ্গাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২১)	২২৮৭৯.০০		
২৮	ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৯ - জুন ২০২২)	২১০৬১.০০		
২৯	কুমিল্লা জেলার ৫টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৯ - জুন ২০২২)	১৪৫০০.০০		
৩০	চরফ্যাশন পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২১)	৪৪৮০.০০		
৩১	বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আগস্ট ২০১৮ - ডিসেম্বর ২০২০)	৪৪৯৮.০০		
৩২	ভোলা পৌরসভার পরিবেশ সুরক্ষা, সৌন্দর্য বর্ধন ও পার্ক নির্মাণ প্রকল্প			
	সমীক্ষা প্রকল্প			
৩৩	ফিজিবিলিটি স্টাডি অব প্রোপোজড ফ্লাইওভার ফ্রম এয়ারপোর্ট রোড (মজুমদারি) টু কোর্ট পয়েন্ট ভায়া আম্বরখানা এন্ড চৌহাট্টা ইন সিলেট সিটি শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৯ - জুন ২০১৯)	৪৭৭.০০		

সহযোগিতায়

তানভীর রশীদ
সহকারী প্রকৌশলী (জিআইএস সেকশন)
এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা

সার্থক হালদার
সহকারী প্রকৌশলী (পিএমই)
এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা

শাহ মোহাম্মদ হাশিম রেজা
পরামর্শক
বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র প্রকল্প
এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা

খান মোঃ রবিউল আলম
পরামর্শক
দ্বিতীয় রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট
এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা

মোহাম্মদ আরিফ
পরামর্শক
তৃতীয় নগর পরিচালন ও উন্নতিকরণ প্রকল্প
এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা

মেহবুব আলম বর্ণ
পরামর্শক
জরুরিভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টিসেক্টর প্রকল্প
এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

মোঃ শহিদুল হাসান
প্রাক্তন প্রধান প্রকৌশলী
এলজিইডি

সরোজ কুমার সরকার
প্রাক্তন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
এলজিইডি

মোঃ আবদুল গফফার
প্রাক্তন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
এলজিইডি

মোঃ মোস্তাদার রহমান
প্রাক্তন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
এলজিইডি

ইফতেখার আহমেদ
প্রাক্তন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
এলজিইডি

মোঃ সহিদুল হক
প্রাক্তন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
এলজিইডি

এস এম সেলিম
প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক
এলজিইডি

মোঃ মিজানুর রহমান
প্রাক্তন পরামর্শক, ডিজাইন ইউনিট
ইনস্টিটিউশনাল সাপোর্ট প্রজেক্ট (আইএসপি)
এলজিইডি

মোঃ সোহরাব হোসেন
সিনিয়র প্রশিক্ষণ পরামর্শক, এলজিইডি ও
প্রাক্তন প্রশিক্ষণ পরামর্শক
ইনস্টিটিউশনাল সাপোর্ট প্রজেক্ট (আইএসপি)
এলজিইডি

২০১৮-১৯ অর্থবছরের সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা

ক্রম	সেক্টর: পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান
০১	ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার) জেলা
০২	বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)
০৩	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বৃহত্তর ঢাকা, টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা
০৪	বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা)
০৫	বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা) (২য় সংশোধিত)
০৬	রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
০৭	জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ ও বকশীগঞ্জ উপজেলাধীন ৪টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প
০৮	মেহেরপুর জেলার আমঝুপি হতে কেদারগঞ্জ বাইপাস সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প
০৯	কিশোরগঞ্জ জেলাধীন কুলিয়ারচর ও ভৈরব উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প
১০	পটুয়াখালী জেলার অন্তর্গত গলাচিপা ও দশমিনা উপজেলার পল্লী সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প
১১	জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প
১২	কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া ও বুড়িচং উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
১৩	বরিশাল জেলার গৌরনদী ও আগৈলঝরা উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প
১৪	জামালপুর জেলাধীন ইসলামপুর উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প
১৫	রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাধীন গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প
১৬	ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প
১৭	সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প
১৮	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক ও ব্রিজ/কালভার্ট উন্নয়ন প্রকল্প
১৯	সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প
২০	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: নোয়াখালী জেলার নোয়াখালী সদর, কোম্পানীগঞ্জ ও কবিরহাট উপজেলা প্রকল্প
২১	সুনামগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার হাওড় অঞ্চলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত রাস্তা ও সেতু নির্মাণ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প
২২	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের কেন্দ্রিয় প্রশিক্ষণ এবং বিভাগীয় প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প।

	সেক্টর: ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ
২৩	গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প
২৪	নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প
২৫	বেনাপোল পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)
২৬	চৌমুহনী পৌরসভার বন্যাপরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প
২৭	লালমোহন পৌরসভা ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
২৮	কাজিপুর পৌরসভা পৌর অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রকল্প
২৯	নোয়খালী, কবিরহাট, বসুরহাট ও ছাগলনাইয়া পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প
৩০	কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্প।

	সেক্টর: কৃষি; সাব-সেক্টর: সেচ
৩১	অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.lged.gov.bd